কিশোর ক্লাসিক

হার বেনি

সাইলাস হকিং

রূপান্তর ◆ ইফতেখার আমিন

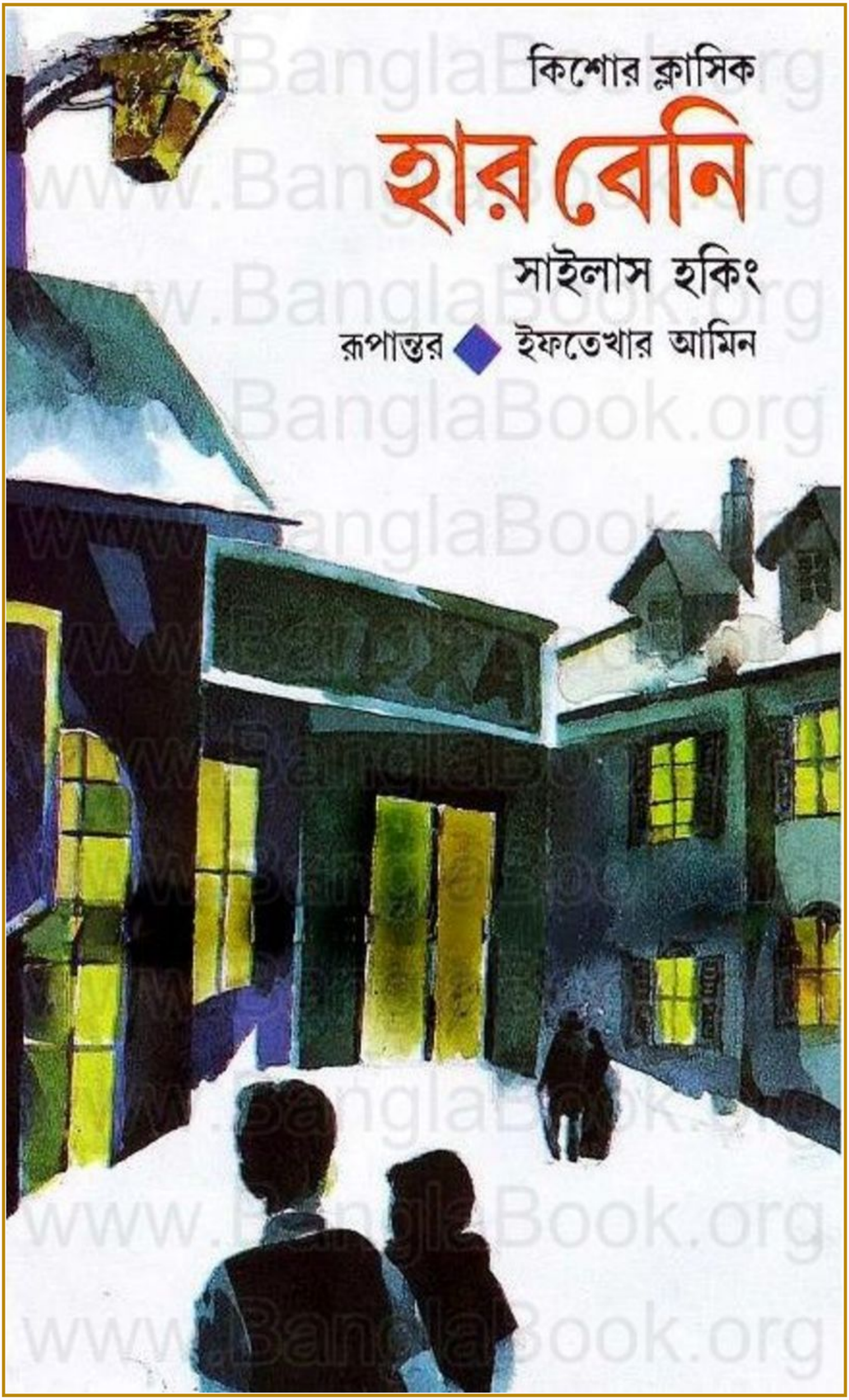

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এক

লিভারপুল।

কুয়াশাচ্ছন্ন স্যাঁতসেঁতে বন্দরনগরীর বুকে সন্ধে নামছে দ্রুত। রাস্তার দু'পাশের খাটো খাটো লোহার পোলের মাথায় বসানো চৌকো কাচঘেরা গ্যাসবাতিগুলো একে একে জ্বেলে দিতে শুরু করেছে কর্পোরেশনের ল্যাম্পলাইটার।

ঢং ঢং ঢং ঢং!

টাউন হলের টাওয়ার-ক্লক গুরুগম্ভীর শব্দে চারটা বাজার সময়-সঙ্কেত ঘোষণা করল। মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আশপাশের ইমারতগুলোয় ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি উঠল তার। বাতাসে ভর করে কেঁপে কেঁপে ক্রমশ নিস্তেজ হতে হতে একসময় মিলিয়ে গেল আওয়াজের রেশ।

ক্যাস্‌ল্ স্ট্রীটের সেন্ট জর্জ গির্জার সামনের ফুটপাথে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে জড়সড় হয়ে বসে আছে ছোট একটি মেয়ে, নেলি। নেলি বেটস। ন'বছরের নেলির পেশা—দেশলাই বিক্রি করা। নিষ্পাপ কমনীয় মুখের ওপর মায়াভরা দুটো চোখ তার। আশ্চর্য এক পবিত্রতা আর স্বচ্ছতা বিরাজ করছে সে চোখে।

সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত এখানে বসেই কাজ করে নেলি। তবে এক জায়গায় বসে তেমন সুবিধা না হলে, আর আবহাওয়া অনুকূল থাকলে এ-রাস্তা ও-রাস্তায় ঘুরে ঘুরেও কাজ করে সে।

এই মুহূর্তে ঘনঘন ডাইনে-বাঁয়ে, গাঢ় কুয়াশার ভেতর দিয়ে যতদূর দেখা যায়, উদগ্রীব হয়ে দেখছে নেলি। বড় ভাই বেনির অপেক্ষায় আছে। ওর চেয়ে এক বছরের বড় বেনি বেটস—দেশলাই বিক্রি করে সে-ও। তবে সুযোগ পেলে জাহাজঘাট কিংবা রেলস্টেশনে কুলির কাজও করে দুটো বাড়তি পয়সা রোজগারের আশায়। যে কোন সময় এসে পড়বে বেনি, ও এলেই একসঙ্গে বাড়ি ফিরবে দু'জন।

মা-মরা একমাত্র বোনটিকে সাংঘাতিক ভালবাসে বেনি, ওকে নিয়ে সারাক্ষণ দুশ্চিন্তায় থাকে সে। চার বছর আগে, নেলির বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর, তখনই বাধ্য হয়ে ওকে এই কাজে লাগিয়ে দেয় বেনি। একে নিতান্ত ছোট, তার ওপর জন্মগতভাবে নেলি খুব দুর্বল, তাই যথাসম্ভব কম খাটায় সে ওকে।

বেশি ঘোরাঘুরি করলে কষ্ট হবে বলে রোজ সকালে বোনকে এই গির্জার সামনে এক বাক্স দেশলাইসহ বসিয়ে দিয়ে নিজের কাজে যায় বেনি। দুপুর বারোটায় একসঙ্গে খাবার জন্যে গির্জার সামনে আসে সে, খাওয়া সেরে ফিরে যায় কাজে। আবার চারটে বাজতে না বাজতে কাজ বন্ধ করে নেলির কাছে আসে, দু'জন একসঙ্গে বাড়ি ফেরে।

পরনের অসংখ্য তালি মারা মলিন কোটটা যতদূর সম্ভব ভালভাবে শরীরের সাথে জড়িয়ে নিল নেলি। নদীর ওপর দিয়ে বয়ে আসা বরফঠাণ্ডা বাতাস তীরের মত বিঁধছে, প্রচণ্ড শীতে হাড়ের ভেতরকার মজ্জা পর্যন্ত নড়ে উঠছে যেন। নিজের অজান্তেই বারবার শিউরে উঠছে মেয়েটি।

কোলের ওপর টিনের বাক্সটার মধ্যে পড়ে থাকা অবিক্রীত দেশলাইগুলোর দিকে একবার করুণ চোখে চাইল নেলি। একটাও বিক্রি হয়নি আজ সারাদিনে। শীতের মধ্যে বসে বসে ঠক ঠক করে কাঁপাই সার হয়েছে শুধু। 'আশ্চর্য!' একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দীর্ঘশ্বাস মোচন করে আপনমনে বলল নেলি, 'একটা দেশলাই কিনতেও কি আজকাল ভদ্রলোকদের কষ্ট হয়? আমার মত খিদে আর শীতের জ্বালা সইতে হলে হয়তো আমার দুঃখ বুঝত ওরা।'

সামনের লর্ড স্ট্রীট আর ক্যাসল স্ট্রীট দিয়ে অফিসফেরত যাত্রী নিয়ে একটানা গোঁ গোঁ শব্দে এদিক-ওদিক ছুটে যাচ্ছে একটার পর একটা বাস। কাছাকাছি যারা থাকে, ফুটপাথ ধরে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছে তারা। সুখী, তৃপ্ত সবক'টা মুখ। কারও কোন উদ্বেগ কিংবা দুশ্চিন্তা আছে—মুখ দেখে বোঝা যায় না। আহা! ভাবল নেলি, কী সুখে আছে সবাই! কী সুন্দর দামী দামী গরম কাপড় সবার পরনে!

পাশাপাশি নিজেদের জীবনের কথা ভাবল ও। সেই নোংরা আর দুর্গন্ধময় বস্তির ছবি ভেসে উঠল চোখের সামনে, যেখানে একটু পরেই ফিরে যেতে হবে ওদের। সেই খড়ের বিছানা, আর গায়ে দেয়ার ময়লা তেল চিটচিটে চট—কি আকাশ-পাতাল পার্থক্য!

মনে আছে, ও যখন খুব ছোট আর অবুঝ; সামান্য এক অসুখে দু'দিন ভুগেই মারা যায় মা। মায়ের চেহারাটা কেমন ছিল মনেই পড়ে না নেলির। তার মৃত্যুর পর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বাবা ডিক বেটস দ্বিতীয়বার বিয়ে করে। বলতে গেলে সেই দিন থেকেই মাতৃহীন অবোধ এই শিশু দুটোর ওপর নেমে আসে দুর্ভাগ্যের ঝাঁড়া। সৎমার দৌরাত্ম্য আর বাবার কারণে-অকারণে মারধোরের ফলে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। দিনগুলো যেন দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কাটতে থাকে ওদের।

মা'র মৃত্যুর পরপরই পেটের ধান্ধায় পথে নেমেছিল বেনি। বাবা আবার বিয়ে করার পর বাধ্য হয়ে নেলিকেও এই কাজে নামায় সে। তখন ওর বয়স ছিল ছয়, আর নেলির পাঁচ। সারাদিন খেটেখুটে যা পায়, তা থেকে আবার রোজ ছয় পেনি করে বাবার হাতে তুলে দিতে হয় ওদের নিজেদের থাকা-খাওয়া বাবদ। বিয়ের ক'দিন পর থেকে ডিক বেটস-ই চালু করে এ নিয়ম। ঝামেলা না করে তা-ও মেনে নিয়েছিল ওরা। কিন্তু মুশকিল হলো, হাত পেতে পেনিগুলো নিতে অন্যতরফের একদিনও ভুল না হলেও, ওই খেতে দেয়ার ব্যাপারটা প্রায় রোজই মনে থাকে না।

পরপর বেশ কয়েকদিন এরকম ঘটে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই সন্ধের পর বাসায় ফেরার আগে যা-হোক কিছু খেয়ে নিত বেনি আর নেলি, নইলে উপোস থাকতে হত রাতটা।

আঁতকে উঠল নেলি, পাঁচটার ঘণ্টা পড়তে শুরু করেছে। কী সর্বনাশ! যত কাজই থাকুক, এত দেরি তো কখনও করে না বেনি! আপনমনে ভাবছে নেলি, কোন দুর্ঘটনা ঘটল না তো? এদিকে প্রচণ্ড খিদেয় নাড়ীভুঁড়ি সব হজম হবার জোগাড়। সারাদিনে সেই কখন, দুপুরবেলা দুটো মাত্র সেদ্ধ আলু পেটে পড়েছে। অসহ্য শীত, ভাইয়ের জন্যে উৎকণ্ঠা আর খিদের জ্বালায় অস্থির, অধৈর্য হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল নেলি।

ঠিক সেই মুহূর্তে কুয়াশার ভেতর থেকে উদয় হলো বেনি বেটস। মাথাভর্তি লালচে উস্কখুস্ক চুল, অনাহারক্লিষ্ট মলিন চেহারা। গায়ে জরাজীর্ণ একটা কোট, ছিঁড়তে ছিঁড়তে হাঁটু পর্যন্ত উঠে এসেছে ট্রাউজার।

কাছে এসে ঝুপ করে বসে পড়ল বেনি। 'কি রে, কাঁদছিস কেন?' নেলিকে দু'হাতে চোখ রগড়াতে দেখে চেহারা থেকে ক্লান্তি আর হতাশার ছাপ নিমেষে মিলিয়ে গেল বেনির, উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল ও। 'ভয় পেয়েছিস, না রে?' জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে স্নেহমাখা গলায় জিজ্ঞেস করল বেনি।

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ,' ওপর-নিচে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল নেলি। 'ভয় হচ্ছিল কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসলি নাকি!'

'দূর, বোকা মেয়ে!' আদর করে বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল বেনি। 'রাস্তাঘাটে কিভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে হয় আমি জানি। যাক, এবার বল, ক'টা বিক্রি করেছিস আজ?'

'না রে,' আনমনা হয়ে পড়ল নেলি। করুণ চোখে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটাও বিক্রি করতে পারিনি। তুই?'

হাসিহাসি ভাবটা মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল বেনির চেহারা থেকে। অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকাল সে নেলির দিকে। ঠোঁট কামড়ে মিনিট খানেক ভাবল কি যেন। তারপর যেন নিজেকে শোনাচ্ছে, এমনভাবে বলল, 'আমার অবস্থাও তোর মতই। কপালে যে কি আছে আজ, কে জানে?'

সামান্য সঞ্চয় আছে বেনির। লাভের অংশ থেকে মাঝেমধ্যে এক-আধ পেনি আলাদা করে জমিয়ে গড়েছে। চাইলে সহজেই বাবার বরাদ্দ ছ' পেনি দিয়ে দিতে পারে সে ওখান থেকে। কিন্তু আজ কেন যেন এতগুলো পেনি হাতছাড়া করতে মন সায় দিচ্ছে না। কিভাবে ব্যাপারটা সামাল দেয়া যায় ভাবতে লাগল বেনি।

হঠাৎ চোখ পড়ল মাঝবয়সী দাড়িঅলা এক ভদ্রলোকের ওপর। বিরাট এক সুটকেস হাতে ঝুলিয়ে রাস্তার ওপাশ দিয়ে সম্ভবত ফেরিঘাটের দিকে চলেছেন তিনি। আশান্বিত হয়ে উঠল বেনি । হাত ইশারায় নেলিকে সঙ্গে আসতে বলে ঝট করে উঠে দাঁড়াল ও। একদৌড়ে রাস্তা পেরিয়ে ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'সুটকেসটা আমায় দিন না, স্যার!' অনুনয় করে বলল সে। 'আমি বয়ে দিয়ে আসি!'

গ্যাসের অস্পষ্ট আলোয় শুকনোমুখো ছেলেটার দিকে তাকালেন ভদ্রলোক। 'ফেরিঘাট পর্যন্ত এটা পৌঁছে দিতে কত চাও?'

'সে আপনি যা হয় দেবেন, স্যার।'

'কিন্তু এটা খুব ভারি,' ইতস্তত করতে লাগলেন ভদ্রলোক। 'তুমি ছেলেমানুষ, পারবে তো?'

'কোন চিন্তা করবেন না, আমার অভ্যেস আছে,' মালিকের সাহায্য নিয়ে সুটকেসটা ঘাড়ে তুলতে তুলতে তাকে আশ্বস্ত করল বেনি।

ওদের দু'জনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে প্রায় দৌড়াতে হচ্ছে নেলিকে। ফলে অল্পক্ষণের মধ্যেই খিদেটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। অথচ আস্তে হাঁটার উপায় নেই। মনে ভয়, পাছে কুয়াশার ভেতর হারিয়ে ফেলে ভাইকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ফেরিঘাটে পৌঁছে গেল ওরা। থেমে দাঁড়িয়ে বোঝাসমেত পেছনদিকে ফিরে তাকাল বেনি। 'নেলি, তুই একটু দাঁড়া, আমি আসছি এখুনি,' বলে ভদ্রলোকের দিকে ফিরল। 'উড সাইড যাবেন তো, স্যার?'

'হ্যাঁ, বাবা,' নেলির দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি।

ঢাল বেয়ে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে খুব দ্রুত নামতে লাগল বেনি। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ঝটপট উড সাইডের নৌকায় উঠে একটা খালি আসন দেখে তার সামনে সুটকেসটা নামিয়ে রাখল।

'আমরা ঠিক সময়মত এসেছি, স্যার,' গর্ব মেশানো গলায় বলল বেনি। 'আমার চেয়ে বড় কেউ হলেও কিন্তু এর চেয়ে আগে আসতে পারত না।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' মাথা ঝাঁকিয়ে মৃদু হাসলেন ভদ্রলোক। ট্রাউজারের পকেট

www.BanglaBook.org

থেকে একটা মুদ্রা বের করে বেনির প্রসারিত হাতের ওপর রাখলেন।

প্রায় লাফিয়ে উঠল বেনি খুশিতে। অন্ধকারে দেখা না গেলেও মুদ্রার আকার আর ওজন অনুভব করে বুঝল, নিশ্চয়ই তিন অথবা চার পেনি হবে। নিশ্চিত হবার জন্যে তাড়াতাড়ি নৌকার টিমটিমে বাতিটার দিকে এগিয়ে গেল সে। আলোর সামনে মুঠো খুলে ঝুঁকে পড়ে দেখল ভাল করে।

'বাপরে!' আনন্দে লাফিয়ে উঠল বেনি। 'এ যে আধ শিলিং!' আত্মহারা হয়ে নৌকার ওপরই নাচতে শুরু করে দিল সে তিড়িং তিড়িং করে। হঠাৎ ঢেউয়ের ধাক্কায় জোরে দুলে উঠল নৌকাটা। ভারসাম্য হারিয়ে ঘুরে গিয়ে পড়ল বেনি। পড়বি তো পড়, একেবারে ভদ্রলোকের কোলের মধ্যে চার হাত-পা দিয়ে। এক নিমেষে কাদাপানিতে নোংরা হয়ে গেল তার দামী ওভারকোট।

এতক্ষণ হাসি মুখে বেনির কাণ্ড-কারখানা দেখছিলেন ভদ্রলোক। বেমক্কা ধাক্কা লাগায় প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন তিনি। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলেন, চোখ নামিয়ে চাইলেন কোটটার দিকে। মুহূর্তে মেজাজ বিগড়ে গেল তার। দাঁত কিড়মিড় করে কি সব বলতে বলতে হাত বাড়ালেন বেনিকে পাকড়াও করার জন্যে। এমন এক কাণ্ড ঘটে যাওয়ায় বেনিও বেকুব বনে গিয়েছিল, তাকিয়ে ছিল তার দিকে হাঁ করে। হঠাৎ তাকে হাত বাড়াতে দেখে বিপদটা টের পেল সে। সুড়ুৎ করে দু'পা পিছিয়ে এল বেনি, এক লাফে নেমে পড়ল নৌকা থেকে। তারপর 'মাফ করবেন, স্যার! অন্যায় হয়ে গেছে, স্যার! আমি বুঝতে পারিনি, স্যার!' ইত্যাদি বলতে বলতে পিছন ফিরে তীরবেগে ছুট লাগাল সে।

খুশিতে টগবগ করতে করতে নেলিকে যেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে গিয়েছিল, সেখানে হাজির হলো বেনি। দেখল ল্যাম্পপোস্টের নিচের অন্ধকারমত জায়গাটায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে নেলি। 'কি রে, আবার কাঁদছিস কেন?' তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তার হাত ধরে জিজ্ঞেস করল বেনি। 'ফের বুঝি ভয় পেয়েছিস?'

'না।'

'তাহলে?'

'খুব খিদে পেয়েছে,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল নেলি।

'ও,' আশ্বস্ত হলো বেনি। 'দাঁড়া, এখুনি খাবার ব্যবস্থা করব।' মুঠো করা ডান হাতটা আলোর নিচে ওর চোখের সামনে মেলে ধরল বেনি। 'লোকটার খুব দয়া, বুঝলি? এই দ্যাখ, পুরো আধ শিলিং দিয়েছেন আমাকে।'

কান্না ভুলে নিমেষে খুশি হয়ে উঠল নেলি, চকচকে চোখে তাকিয়ে রইল মুদ্রাটার দিকে।

'কিন্তু খবরদার!' উদ্বিগ্ন স্বরে বলল বেনি। 'বাবাকে যেন আবার এটার কথা বলে বসিসনে, কেমন?'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

তাড়াতাড়ি বড় রাস্তার দিকে পা চালাল ওরা খুশি মনে। একহাতে বোনকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে হাঁটছে বেনি। ভীষণ শীতে বারবার আপাদমস্তক শিউরে উঠছে মেয়েটির, খটাখট শব্দে বাড়ি খাচ্ছে দু'পাটি দাঁত। ওর নিজেরও প্রায় একই অবস্থা।

নেলির জন্যে কিছু গরম কাপড় না কিনলেই নয়, মনে মনে ভাবল বেনি। পুরানো ছেঁড়াফাটা কাপড় পরে এই শীতের মধ্যে কাজ করতে ওর যে কি পরিমাণ কষ্ট হয়, ভাবলেও মনটা খারাপ হয়ে যায় বেনির। কিন্তু চেষ্টা করেও কিছু করতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারে না সে। নিজেদের দু'বেলার খাবার জোগাতেই প্রাণান্ত। ওসব কি দিয়ে কিনবে ও?

একটু পর বড় রাস্তায় এসে পড়ল ওরা। সামনেই পাওয়া গেল এক ফেরিঅলাকে। ঝাল-লবণসহ গোটা কয়েক বড় বড় সেদ্ধ আলু কিনল বেনি। জিভে পানি এসে গেল ক্ষুধার্ত নেলির, লোভাতুর দৃষ্টিতে বারবার ওগুলোর দিকে তাকাতে লাগল সে।

'নেলি, চল আমরা জো-র ওখানে যাই,' আলুর দাম মিটিয়ে বলল বেনি। 'ওখানে আগুনের পাশে বসে বসে খাওয়াটা আরামে সারা যাবে, কি বলিস?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই চল!' উৎসাহিত হয়ে উঠল নেলি।

দ্রুত পায়ে প্যারাডাইস স্ট্রীটের দিকে চলল ওরা। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পাহারাদার বৃদ্ধ জো র‍্যাগের অস্থায়ী আবাস সেখানে। মেরামতের জন্যে বেশ কিছুদিন ধরে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলছে ওই রাস্তায়। মেরামত করার যাবতীয় সরঞ্জামের খবরদারি করার জন্যে রাস্তার পাশে একটা কাঠের ঘর তুলে সেখানেই আপাতত থাকছে জো।

অনেক বয়স জো র‍্যাগের। কিন্তু এখনও শক্তসমর্থ, অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী সে। চিবুক পর্যন্ত নেমে এসেছে তার চওড়া কাঁচাপাকা জুলপি, মাথায় সামান্য টাক। চেহারা বদরাগী ধরনের। মুখটা সারাক্ষণ গম্ভীর, থমথমে করে রাখে জো, দেখলে কথা বলতেই সাহস হয় না। কিন্তু তার পরিচিত সবাই জানে, দেখতে যেমন মনে হয় আসলে সে মোটেই ততটা রাগী নয়।

ঘরের মধ্যে ফায়ারপ্লেসের গনগনে আগুনের সামনে ধ্যানমগ্ন ঋষির মত বসে আছে জো। দাঁত দিয়ে পাইপ কামড়ে ধরে গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। দূর থেকে খোলা দরজা দিয়ে আগুনের আভায় উদ্ভাসিত বৃদ্ধের লালচে মুখটা দেখে মনে মনে তটস্থ হয়ে উঠল বেনি।

'জো-কে কিন্তু তুই বলবি, নেলি। আমি বলতে-টলতে পারব না, বাবা,' ঘরটার কাছে এসে নিচু স্বরে বলল সে।

দরজার কাছে নড়াচড়ার শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল জো। ওদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফুটিয়ে তুলল চোখে।

'তোমার ঘরে বসে আমরা ক'টা আলু খেতে পারব, জো?' স্বভাবসুলভ কোমল গলায় জিজ্ঞেস করল নেলি।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই!' ব্যস্ত হয়ে টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বৃদ্ধ। 'এসো, ভেতরে এসো, আমি তোমাদের বসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি আগুনের পাশ ঘেঁষে বসল বেনি আর নেলি। আগে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া শরীর গরম করে নিল অনেকক্ষণ ধরে, তারপর মন দিল খাওয়ার দিকে। টুলটা চুল্লির কাছ থেকে একটু সরিয়ে নিল জো ওদের সুবিধের জন্যে। পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকল সে ওদের দিকে। এরা ছাড়াও জো-র পরিচিত শহরের আরও কিছু গরীব অথচ ভদ্র, খেটে-খাওয়া ছেলেমেয়ে অতিরিক্ত শীত পড়লে তার এখানে আগুন পোয়াতে আসে। কিন্তু কেন যেন এই ছেলেমেয়ে দু'টিকেই সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে তার। যেমন ভদ্র তেমনি শান্ত এরা, কথাবার্তাও খুব মার্জিত। এরা এলে মনে মনে বরং খুশিই হয় সে, যদিও কখনোই তা প্রকাশ করে না।

বিশেষ করে স্বর্গের দেবীর মত অনিন্দ্যসুন্দরী নেলিটাকে দারুণ ভাল লাগে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার। শীত আর খিদেয় কাতর ভাবুক চেহারার মেয়েটা মুখে এক টুকরো আলু পুরে চিবুতে চিবুতে একদৃষ্টে চেয়ে আছে আগুনের দিকে। ওর দিকে তাকিয়ে জো-র মনে হলো, কি যেন দেখতে পাচ্ছে মেয়েটা আগুনের মধ্যে। থেকে থেকে কী এক অজানা আনন্দে ঝলমল করে উঠছে ওর মুখচোখ।

অনেক সময় নিয়ে খাওয়া শেষ করল ওরা। তারপর পয়সার হিসেব নিয়ে বসল বেনি। পকেট থেকে সব পয়সা বের করে তার থেকে ছয় পেনি আলাদা করে এক পকেটে রাখল সে বাবাকে দিতে হবে বলে। বাকিগুলো রাখল অন্য পকেটে। এরপর সদ্যপাওয়া আধ শিলিংটা হাতে নিয়ে বারবার চোখের সামনে তুলে ধরে দেখতে লাগল। তারপর সেটা নেলির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা তোর কাছে রেখে দে, নেলি। দেখিস, বাবা যেন আবার টের না পায়।'

'আচ্ছা,' হাত বাড়িয়ে পয়সাটা নিল ও।

'দেখিস কিন্তু…,' উৎকণ্ঠা যেন কাটতে চায় না বেনির।

'আচ্ছা আচ্ছা, বলব না,' আগুনের দিক থেকে চোখ না ফিরিয়ে শান্ত কণ্ঠে ভাইকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল সে।

এতক্ষণে নেলির উন্মনা ভাবটা চোখে পড়ল বেনির। চোখ বড়বড় করে ওকে আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে অবাক হলো সে। 'কি রে? ওভাবে আগুনের দিকে তাকিয়ে কি দেখছিস?'

'সে তুই বুঝবি না।'

'আহা, না বললে কি করে বুঝব?'

'জানিস, ভাই! আমার মনে হচ্ছে যেন ওখানে,' হাত তুলে ফায়ারপ্লেসটা দেখাল নেলি, 'বার্কেনহেড পাহাড় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমি। মনে হচ্ছে আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি বার্কেনহেডের চূড়ায়, আর নদীর ঢেউ আছড়ে পড়ছে পাহাড়ের গায়ে।'

'তাই নাকি?' অবাক হয়ে ওর পাশ থেকে গলা বাড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে আগুনটার দিকে তাকিয়ে থাকল বেনি। তারপর বিরক্ত হয়ে বলল, 'দূর! কই? আমি তো আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'আমি কিন্তু সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। গাছপালা, সবুজ বন, সুন্দর সুন্দর সব পাখি, আরও কত কি!'

'আচ্ছা, কথাটা আমার মনে থাকবে। হাতে যখন কিছু পয়সা জমবে, তোকে আমি বার্কেনহেড বেড়াতে নিয়ে যাব, কেমন?'

'সত্যি, ভাই! নিয়ে যাবি?' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল নেলি।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিয়ে যাব।'

'বাড়ি যাবে না তোমরা? রাত কিন্তু বেশ হলো,' বলল জো।

'হ্যাঁ, জো, এই যাচ্ছি। ক'টা বাজে?' জিজ্ঞেস করল বেনি।

'সাতটার কিছু বেশি।'

দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ওরা দু'জন। নেলি বলল, 'তোমার অনেক মেহেরবানি, জো। চলি, শুভরাত্রি।'

'শুভরাত্রি।'

যতক্ষণ দেখা যায়, দরজা ধরে দাঁড়িয়ে একভাবে তাকিয়ে রইল জো নেলির দিকে। একসময় ওরা কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে যেতে হালকা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল সে, 'মেয়েটা যেন সাক্ষাৎ স্বর্গের দেবী! বড় হয়ে যে কি হবে, কে জানে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুই

স্যাটল্যাণ্ড রোডের পশ্চিম প্রান্ত থেকে শুরু করে জাহাজঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা জুড়ে রয়েছে এক হদ্দ নোংরা বস্তি। লিভারপুলের নিতান্ত গরীব আর নিচু শ্রেণীর লোকের আবাসস্থল—বোকার্স রো।

এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে চোর, গুণ্ডা, পকেটমার আর ভিক্ষুকের সংখ্যাই বেশি। এছাড়া অল্প আয়ের গতর খাটিয়ে শ্রমিক-কর্মচারীও আছে কিছু। তবে তাদের সংখ্যা এতই কম যে হিসেবের মধ্যে পড়ে না।

কলহপ্রিয় আর দাঙ্গাবাজ গোছের লোক এরা। ঝগড়া, মারামারি-চুলোচুলি, কারণে-অকারণে খিস্তিখেউড় ইত্যাদি হাঙ্গামা দিনরাত চব্বিশ ঘন্টাই লেগে আছে। যার যেমন খুশি, সে সেভাবেই চলতে অভ্যস্ত এখানে।

সন্ধে হলে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায় পুরো এলাকা। কারণ এদের ভয়ে কোন ল্যাম্পলাইটার আসে না এই বস্তিতে। পুলিশ পর্যন্ত রীতিমত দূরে দূরে থাকে এদের কাছ থেকে। খুব বড় রকমের কোন দাঙ্গা বা খুন খারাবির মত ঘটনা ঘটে গেলে তবে আসে পুলিশ, তা-ও দল বেঁধে।

বর্ষার সময়ে বৃষ্টির পানিতে এলাকার নোংরা আবর্জনা ধুয়ে মুছে যায় বলে কিছুটা পরিষ্কার থাকে বস্তি। কিন্তু শীতকালে বাসী-পচা খাবার, ফেলে দেয়া উচ্ছিষ্ট, শাক-সবজির খোসাসহ অন্য আবর্জনার কারণে পথ চলাই অসম্ভব হয়ে ওঠে। রাস্তার ওপর সেগুলো পড়ে থেকে থেকে পচে-গলে জঘন্য দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়, আশপাশের বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। অবশ্য তাতে এদের কিছুই যায় আসে না। বছরের পর বছর এসবের মধ্যে থেকেই এরা অভ্যস্ত।

এখানকার অধিবাসীদের দু'একটা কার্যকলাপের উদাহরণ দেয়া যাক এবার। বস্তির বেশ কয়েকটা বাড়ির জনৈক মালিক ভাড়াটেদের কাছ থেকে যথাসময়ে টাকা আদায় আর বাড়িগুলোর দেখাশোনার জন্যে একবার এক যুবককে নিয়োগ করে। বোকার্স রো'র পরিবেশ, অধিবাসীদের আচরণ বা জীবনযাত্রার হালচাল, কিছুই বেচারা যুবকের জানা ছিল না।

মাসের গোড়ার দিকে ভাড়ার টাকা আদায় করার উদ্দেশে সকালবেলাতেই এসে বস্তিতে হাজির হলো সে। প্রথম ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করল কিছুক্ষণ, তারপর বেশ জোরে জোরে বন্ধ দরজার কড়া নাড়ল। বেশ কিছুক্ষণ পর ঘট্যাং করে দরজা খুলে বেরিয়ে এল গৃহকর্তা।

গণ্ডারের মত বিশাল ধড় তার, ষণ্ডামার্কা চেহারা। বড় বড় দু'চোখ টকটকে লাল, যেন আগুনের গোলা। কর্কশ গলায় দাঁতমুখ খিঁচিয়ে যুবককে জিজ্ঞেস করল সে, 'কি চাই?'

চেহারা দেখেই কাজ হয়ে গিয়েছিল যুবকের, গলার স্বরে বাকিটুকুও সারা হয়ে গেল। একটা ঢোক গিলে কোনরকমে আমতা আমতা করে বলল, 'বাড়ি ভাড়া নিতে এসেছিলাম, স্যার।'

'অ, ভাড়া?' এমন এক দৃষ্টিতে আগন্তুকের পাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগল লোকটা, যেন পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য পায়ে হেঁটে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তার।

'জ্বি জ্বি!' হাত কচলে হেঁ-হেঁ করে হাসল যুবক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'দাঁড়াও, দিচ্ছি।'

দরজার পাশেই দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা ছিল একটা বাঁশের লাঠি। ধীরেসুস্থে ওটার দিকে এগিয়ে গেল লোকটা। তারপর ঝট করে লাঠিটা তুলে নিয়েই ঘুরে দাঁড়াল, ব্যাপার দেখে ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেল যুবকের। লোকটাকে মাথার ওপর লাঠি উচিয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে ধীরপায়ে পিছু হটতে শুরু করল সে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়িমরি করে এক দৌড়ে সোজা বড় রাস্তায় গিয়ে উঠল। পিছন ফিরে যখন দেখল কেউ নেই, কিছুটা আশ্বস্ত হলো যুবক। থেমে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ভাবল, এ কোন জাতের লোক রে বাবা! ভাড়া চাইতে গেলে তাড়া করে!

কি আর করা, চাকরি যখন! অনেকক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাহস সঞ্চয় করল যুবক, তারপর অনেকটা ঘুরপথে, আগের বাড়িটাকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল এসে দ্বিতীয় বাড়ির সামনে। চোখ কিন্তু পড়ে থাকল আগেরটাতেই। আরেকবার দৌড় প্রতিযোগিতায় নামতে হয় কি না কে জানে!

আস্তে করে একবার কড়া নাড়তেই ঝট করে খুলে গেল দ্বিতীয় বাড়ির দরজা। এতই দ্রুত যে রীতিমত চমকে উঠল সে। বকের মত লম্বা গলা বাইরে বের করে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গৃহকর্তা, চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে নিজের পরিচয় এবং আসার কারণ ব্যাখ্যা করল যুবক। শুনতে শুনতে বারান্দায় বেরিয়ে এল ঢ্যাঙামত, হাড় জিরজিরে প্রৌঢ় লোকটা।

'ওহ্ হো, আচ্ছা আচ্ছা!' অমায়িক হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কর্তার মুখ। 'তা, ইয়ে, আমার কাছে তো খুচরো নেই। পাঁচ পাউণ্ডের ভাংতি হবে তোমার কাছে?'

'জ্বি, তা হবে।' খুশি হয়ে উঠল যুবক। লোকটার হাসিমুখ দেখে আর মোলায়েম কথা শুনে শঙ্কা কেটে গেল তার। পকেটে হাত ভরে দিয়ে মনে মনে ভাবল, সবাই তাহলে ও ব্যাটার মত খচ্চর নয়!

'মাইক,' ঘরের দিকে মুখ করে বেদম জোরে হাঁক ছাড়ল লোকটা। ফের চমকে উঠল যুবক, এত শুকনো লোকটার গলার জোর দেখে রীতিমত অবাক হলো। 'এদিক আয় তো জলদি! মক্কেল পাওয়া গেছে আজ একটা। বলে কি না, পাঁচ পাউণ্ডের ভাংতি হবে! কোথায় গেলি রে, হারামজাদা?'

আর কিছু দেখার বা শোনার দরকার মনে করল না যুবক। চরকির মত ঘুরে দাঁড়িয়েই দাঁতমুখ খিঁচে চোঁ-চাঁ দৌড় লাগাল সে, নিকুচি করেছি চাকরির! শুনতে পেল, পিছনে কাঠের মেঝের ওপর দুপদাপ শব্দে পা ফেলে দ্রুত এগিয়ে আসছে কে যেন। এক দৌড়ে বড় রাস্তায় উঠে হাঁপ ছাড়ল যুবক।

এখানকারই অত্যন্ত সরু একটা গলি, বোকার্স স্ট্রীটের একেবারে শেষ মাথায় বেনিদের বাসা, এডলার হল। ঘুটঘুটে অন্ধকারে নেলির হাত ধরে অভ্যস্ত পায়ে বারান্দায় উঠে এল বেনি। শীতে কাঁপুনি ধরে গেছে এতটা পথ আসতে। ভেজানো দরজার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ওরা কিছুক্ষণ। নিশ্চিত হলো, কোন শব্দ আসছে না ভেতর থেকে, অর্থাৎ বাবা-মা বাসায় ফেরেনি এখনও।

নির্ভয়ে দরজা খুলে ঘরের ভেতর পা রাখল ওরা। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে নিবু নিবু চুল্লির আগুন উসকে দিল বেনি, তারপর একটা চেয়ার আর একটা টুল টেনে নিয়ে গিয়ে আগুনের পাশে বসে পড়ল দু'জনে।

ঘরের মধ্যে আসবাব বলতে আছে মাঝারি আকারের তিন-পাঅলা একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টেবিল, একটা পায়া মচকানো চেয়ার আর ছোট একটা টুল—যে দুটোয় বসে আছে ওরা। ঘরের মাঝামাঝি জায়গায়, ওদের নাগালের বাইরে দড়ির সাহায্যে ঝুলিয়ে রাখা আছে ছোট একটা কাঠের বাক্স। যাবতীয় খাবার-দাবার তুলে রাখা হয় বাক্সটার মধ্যে। বাবা-মা'র অনুপস্থিতিতে বেনিরা যাতে খাবারগুলো সাবাড় করে দিতে না পারে সেজন্যেই এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

দোতলায় ওঠার দেয়ালঘেঁষা কাঠের সিঁড়ির নিচে ভেজা, স্যাঁতসেঁতে জায়গাটায় খড় বিছিয়ে রাতে ঘুমোয় বেনি আর নেলি। গোটাকয়েক ময়লা তেল চিটচিটে চট আছে ওদের গায়ে দেয়ার জন্যে। বিছানার পাশের নির্দিষ্ট জায়গাটায় দেশলাইয়ের বাক্স দুটো রেখে এল বেনি। পুরানো কাঠের ঘরটার দেয়ালে অসংখ্য ছিদ্র, ফাঁক ফোকর গলে হু হু করে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে ভেতরে। কিছুতেই গরম হতে দিচ্ছে না ঘরটাকে।

'এহ্, এটা কি একটা ঘর হলো? এমনভাবে বাতাস ঢুকছে, মনে হচ্ছে যেন মাছ ধরার জাল,' এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে বলল বেনি। 'কি করে যে বাতাস ঢোকা বন্ধ করি!'

'দূর! অসম্ভব! দেখছিস না সবদিক থেকেই ঢুকছে?'

'তোর কি শীত করছে খুব, নেলি?'

'না, শীত না। আমার আসলে খিদে পেয়েছে আবার।'

বারান্দায় পায়ের শব্দ শুনে একসঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল ওরা। ভেজানো পাল্লা ঠেলে ঘরে পা রাখল ওদের সৎ মা। একহাতে রুটি আর মাখনের ঠোঙা, অন্য হাতে অনেকগুলো কলা। ঘরে ঢুকেই আগুনের পাশে ওদের দু'জনকে আরামে বসে থাকতে দেখে যেন পিত্তি জ্বলে গেল তার। বিরক্তিতে চোখমুখ কুঁচকে মুহূর্তে চেহারা কদাকার করে তুলল। চেঁচিয়ে উঠল মহিলা, 'বেরোও! বেরোও জলদি এ ঘর থেকে, হারামজাদা পাজির দল! আমি এখন আমাদের দু'জনের জন্যে খাবার তৈরি করতে বসব। বেরোও জলদি!'

মা'র ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে নেলি। চেয়ার থেকে দ্রুত নেমে দাঁড়িয়ে বেনির হাত ধরে টানতে লাগল সে ওখান থেকে সরে পড়ার জন্যে। এতসব খাবার দেখে মনে দুরাশা জেগেছিল আজ হয়তো ভাগ্যে কিছু জুটবে, কিন্তু মা'র মেজাজ সুবিধের মনে না হওয়ায় সরে পড়ল ওরা তাড়াতাড়ি।

নিজেদের জায়গায় গিয়ে চট মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল দু'জন। ক্লান্ত চোখে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুম নেমে এসেছিল ওদের। এমন সময় ঘরদোর কাঁপিয়ে থপ থপ শব্দে কার এগিয়ে আসার শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল। ঘরের মাঝখানে কোমরে হাত রেখে রক্তচক্ষু মেলে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে বাবা, ডিক বেটস্। টলছে অল্প অল্প, পুরো মাতাল।

'জানোয়ার দুটো এখনও ফেরেনি?' স্ত্রীকে লক্ষ করে হাঁক ছাড়ল ডিক।

'হ্যাঁ। ও-ই যে ওখানে,' আঙুল তুলে সিঁড়ির নিচের অন্ধকার জায়গাটা দেখাল সে।

'এই হতভাগার দল, বেরিয়ে আয় জলদি!'

ভয়ে ভয়ে ডিকের সামনে এসে দাঁড়াল বেনি। নেলিও এল ওর পিছুপিছু। কোন কথা না বলে পকেটে হাত ঢুকিয়ে আলাদা করে রাখা পেনি ছ'টা বের করে বাবার হাতে দিল বেনি। কিন্তু না চাইতেই এভাবে হুট করে পয়সা বের করে দেয়ায় কেমন সন্দেহ হলো ডিকের। 'আজ এই-ই পেয়েছিস মাত্র?' ভুরু কুঁচকে স্থির দৃষ্টিতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেনির দিকে তাকিয়ে আছে সে, গলায় সন্দেহের সুর।

'হ্যাঁ,' বলেই চট করে নেলির দিকে চাইল একবার বেনি। মাতাল হলেও ব্যাপারটা ধরে ফেলল ডিক। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ধমকে উঠল সে, 'জলদি বের কর আর কত আছে! মিথ্যেবাদী শয়তান! আমার সাথে চালাকি, না?'

'বললাম তো, আর নেই।'

'ও, তাহলে সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না?' কোমরে গোঁজা কাঠের মোটা রুলারটার দিকে হাত বাড়াল ডিক। ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে বেনির। কিন্তু জেদ চেপে গেল মাথায়। ভাবল, কত মারবে মারুক, তবু দেব না। আড়চোখে আরেকবার চাইল বেনি লাঠিটার দিকে, নিজের অজান্তেই ঢোক গিলল একটা।

বাপের চাউনি দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে নেলি। দু-পা এগিয়ে এসে বেনির কোটের আস্তিন খামচে ধরল ও, সরিয়ে নিয়ে যেতে চায় ওকে। এরপর কি ঘটবে ওর জানা আছে।

'বললাম তো, আর নেই,' ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে থাকল বেনি।

'হারামজাদা···,' হান্টার বের করে ঝাঁপিয়ে পড়ল ডিক ওর ওপর। বাঁ-হাতে চুলের মুঠি শক্ত করে চেপে ধরে যেখানে সেখানে মারতে শুরু করে দিল সে চোখকান বুজে। কাঁধ, পিঠ আর পেছনে যেন মুহূর্তে আগুন ধরে গেল বেনির, প্রচণ্ড ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করল সে।

মিনিটখানেক দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে গেল বেনি কোনরকমে, তারপর হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু রাগে অন্ধ হয়ে গেছে তখন ডিক, কানেই তুলল না সে ছেলের আর্তি। মারতে মারতে শুইয়ে ফেলল সে ওকে। আর সহ্য করতে পারল না নেলি, দৌড়ে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরল। কাঁদতে কাঁদতে বারবার অনুনয় করতে লাগল, 'আর মেরো না, বাবা, আর মেরো না। দোহাই লাগে, বাবা, আজকের মত ছেড়ে দাও ওকে।'

কিন্তু ভেতরের সুপ্ত পশুটা জেগে উঠেছে ডিকের, কাণ্ডজ্ঞান পুরোপুরি লোপ পেয়েছে তখন। বাধা পেয়ে খেপে গেল আরও। 'ও···, তোমারও ওষুধ লাগবে বুঝি?' বলেই খপ করে নেলির চুলের গোছা মুঠি করে ধরল সে বেনিকে ছেড়ে। 'দাঁড়াও দিচ্ছি।' ঠাস ঠাস শব্দে পিটিয়ে চলল সে নেলিকে।

প্রচণ্ড ব্যথায় মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছিল বেনি। হঠাৎ বোনের আর্ত-চিৎকার কানে যেতেই লাফিয়ে উঠে বসল, অচিন্তনীয় ঘটনাটা চাক্ষুষ করে বোকার মত বসে থাকল কান্না ভুলে। নেলির আর একটা কাতর ধ্বনি কানে যেতেই সংবিৎ ফিরল বেনির। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ডিকের হান্টার ধরা হাতটা চেপে ধরল সে সর্বশক্তিতে। 'নেলিকেও মারলে, বাবা?' প্রশ্ন নয়, হাড়পাঁজর বিদীর্ণ করা একটা হাহাকার ধ্বনি বেরিয়ে এল যেন তার গলা চিরে। বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখ মেলে বেনি তাকিয়ে থাকল বাবার দিকে।

অদৃশ্য চাবুকের বাড়ির মত লাগল কথাটা, সাথে সাথে স্থির হয়ে গেল ডিক। নেশা কেটে গেছে পলকে। উদ্যত, শিথিল হাতের ফাঁক গলে ঝটাশ করে কাঠের মেঝের ওপর পড়ল হান্টারটা। অর্থহীন দৃষ্টিতে ব্যথায় নীল হয়ে যাওয়া মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। অকস্মাৎ ব্যাপারটা উপলব্ধি করে যেন হতভম্ব হয়ে পড়েছে ডিক। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হলো, নেলি নয়, অন্য আরেকটা নিষ্পাপ মুখ উঁকি দিচ্ছে ওর কচি মুখের ভেতর থেকে।

সে মুখ মেরীর, তার প্রিয়তমা প্রথম স্ত্রী মেরীর। করুণ স্বরে মেরী যেন বলছে,

www.BanglaBook.org

এভাবে আমাকে মারলে তুমি?' দ্বিতীয়বার অদৃশ্য চাবুকের বাড়ি খেয়ে শিউরে উঠে চোখ বুজল ডিক।

নেলির সবকিছুই তার মায়ের মত। ঠিক যেন মেরীর খুদে সংস্করণ ও। 'হায় প্রভু! এ আমি কি করলাম?' আপনমনে বিড়বিড় করতে করতে অসংলগ্ন পায়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল ডিক। 'কি করলাম, কি করলাম' মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল ডিক। তারপর বিছানার ওপর আছড়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

মেরীকে ডিক যে কতখানি ভালবাসত, এডলার হলের আশপাশের প্রত্যেকেই জানে সেটা। তাকে সে সম্ভবত তার নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসত। ধর্মভীরু, নিষ্কলঙ্ক মেরী যতদিন বেঁচে ছিল, ততদিন ডিককে মাতাল হতে দেখেনি কেউ। একজন দায়িত্ববান স্বামী আর স্নেহবৎসল পিতার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে সে। অবসর সময়টা মেরীর সাথে গল্পগুজব করে, আর নয়ত বাচ্চাদুটোর সাথে খেলাধুলা করে কাটত ডিকের। বিশেষ করে নেলি ছিল বাবার দু'চোখের মণি।

আজকের আচরণে নিজেই আহাম্মক হয়ে গেছে ডিক। কতবড় অমানুষ হয়ে গেছি আমি, মা-মরা অতটুকু বাচ্চাটার গায়ে পর্যন্ত হাত তুললাম! ভাবতে গিয়ে দুঃখে বুক ফেটে যাবার জোগাড় হলো ডিকের।

হঠাৎ করে মেরী মারা যাবার পর কিছু ঈর্ষাকাতর প্রতিবেশী রাতারাতি শুভাকাঙ্ক্ষী সেজে বসে ডিকের। তাদের খপ্পরে পড়ে দিনে দিনে অধঃপাতে নেমে যেতে থাকে ডিক। তাদেরই পরামর্শ অনুযায়ী চার বছর আগে এই মদ্যপ মহিলাকে বিয়ে করে সে। বলতে গেলে তার পরদিন থেকেই মানসিক আর সাংসারিক অশান্তির শুরু। তখন থেকেই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তার ব্যবধান প্রতিমুহূর্তে বেড়ে যেতে শুরু করে।

তবু জোড়াতালি দিয়ে কোনরকম চলছিল এতদিন। শুয়ে শুয়ে ভাবছে ডিক, কি করে এত পাষণ্ড হলাম আমি? আহা! কতদিন মেয়েটাকে বুকে তুলে নিইনি, একটু আদর করিনি! ভাল মুখে একটা কথা বলিনি ছেলেটার সঙ্গে। আমার চরম অবহেলায় না জানি কত অভিমান জমা হয়েছে ওদের কচি বুকে।

এদিকে সিঁড়ির নিচে ভাইয়ের কোলের ওপর মাথা রেখে আকুল হয়ে কাঁদছে নেলি। ইচ্ছে করছে গলা ছেড়ে কাঁদতে, কিন্তু বাবা যদি আবার ওপর থেকে লাঠি নিয়ে নেমে আসে, এই ভয়ে শব্দ করতে সাহস হচ্ছে না। মা মারা যাবার পর থেকে দিনে দিনে তাদের প্রতি বাবার আদর কমতে কমতে শূন্যের কোঠায় এসে গেছে ঠিকই, কিন্তু নেলির মনে বাবার তখনকার সেই স্নেহমাখা ব্যবহারই স্মৃতি হয়ে আছে। গায়ে হাত তোলা দূরে থাক, আজকের আগে পর্যন্ত বেনিকে যতই গালমন্দ বা মারধোর করুক, ওর সঙ্গে কড়া গলায়ও একটা কথা বলেনি বাবা। আর আজ কি না প্রায় অকারণেই মারল ওকে?

এক এক করে মনে পড়ছে নেলির, মা মারা যাবার পর একটু একটু করে তাদের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে বাবা। সেই দূরত্ব ক্রমান্বয়ে বেড়ে গেছে আরও। প্রথম প্রথম বাবার এই উদাসীনতায় নেলির কচি মনে আঘাত লেগেছিল খুব। ও লক্ষ করত, আগের মত বাইরে থেকে ঘরে ফিরেই ওকে কোলে তুলে নেয় না বাবা। আদর করে না, একটা কথা পর্যন্ত বলে না। যতক্ষণ ঘরে থাকে কেমন যেন গম্ভীর থমথমে করে রাখে মুখটা। প্রথম প্রথম এসব দেখে কান্না আসত বুক ফেটে, অভিমান

www.BanglaBook.org

হত। কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তির বলে যেদিন নেলি বুঝল, রাগ-অভিমান যতই করুক, কষ্ট যতই হোক—বাবা আর কোনদিন আগের মত ভালবাসবে না। কাছে ডেকে আদর করে কোলে তুলে নেবে না, মান ভাঙাবার জন্যে ভাল ভাল মজাদার খাবার কিনে আনবে না, সেদিন থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিতে শুরু করেছিল নেলি। কিন্তু এমন পরিস্থিতি কোনদিন আসতে পারে, ভুলেও কল্পনা করেনি ও।

নেলির নিচুস্বরের করুণ কান্নার শব্দে বেনির ভয় হলো, ওর কচি বুকটা নির্ঘাত ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। ওকে শান্ত করতে গিয়ে নিজেই কেঁদেকেটে অস্থির হয়ে গেল বেনি। ক্রমাগত নেলির নাকেমুখে কপালে চুমু দিতে দিতে, কান্নাজড়ানো গলায় এটা-ওটা আদরের কথা বলে ওকে ভোলাবার চেষ্টা করছে সে। নিজের শরীরের তীব্র ব্যথা আর নেলির কান্না দিশেহারা করে তুলল ওকে।

স্কটল্যাণ্ড রোডের বড় গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে রাত দশটার ঘন্টা পড়ল। মাঝেমধ্যে দু'একজন মাতাল পথচারীর অকারণ খিস্তি আর অনর্থক হাসির শব্দ ভেসে আসছে দূর থেকে। ফেলে দেয়া এঁটোকাঁটার দখল নিয়ে লড়াইরত বস্তির কুকুরগুলোর হুটোপুটি, কামড়াকামড়ি আর ঝিঁঝি পোকার একটানা কর্কশ কোরাস ছাড়া প্রায় নিঝুম হয়ে পড়েছে পুরো বস্তি।

একসময় কান্না থামল নেলির। পাশে বসে ওর মাথায় ধীরে ধীরে পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে বেনি।

'আমি আর এ বাড়িতে থাকব না, নেলি,' নিচু স্বরে বলল বেনি। 'কালই চলে যাব।'

'কোথায় যাবি, বেনি?' চোখ মুছতে মুছতে উঠে বসল নেলি।

'সেটা ঠিক করিনি এখনও, কিন্তু যাবই। দূরে কোথাও গিয়ে ছোটখাটো একটা দোকান করে বসার চেষ্টা করব। তাতেই চলে যাবে তোর আর আমার, বুঝলি?'

'হ্যাঁ, তা করা যেতে পারে।'

কিছুক্ষণ উসখুস করল বেনি, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তোর খিদে পায়নি, নেলি?'

'পেয়েছিল, বাবার মারের চোটে পালিয়েছে।'

'ওঠ তো দেখি! ওই বক্সে যা যা আছে সব পেড়ে খাব আমরা আজ।'

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল নেলি। 'সকালে উঠে যখন মা দেখবে ওখানে কিছু নেই, তখন কি হবে, ভেবেছিস?'

'কচু হবে!' বিরক্তি আর তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল বেনির কথায়। 'কেউ কিছু টের পাবার আগেই হাওয়া হয়ে যাব আমরা। দেরি করিসনে, ওঠ।'

'কিন্তু,' ইতস্তত করল নেলি। 'নামাবি কি করে?'

'আয় না, দ্যাখ, কি করে নামাই!' নেলিকে নিয়ে পা টিপে টিপে টেবিলটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও। 'ধর সাবধানে উঁচু করে, বাক্সটার নিচে নিয়ে যেতে হবে এটাকে। খবরদার! শব্দ হয় না যেন!'

দু'জন দু'দিক থেকে ধরে উঁচু করে আস্তে আস্তে জায়গামত এনে নামিয়ে রাখল টেবিলটা। ওটার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে খুব সহজেই বাক্সের সব খাবার নামিয়ে আনল বেনি। বহুদিন পর পেটপুরে পাউরুটি, মাখন আর কলা খেলো ওরা দু'জন। তারপরেও কিছু অবশিষ্ট থেকে গেল, সেগুলো টেবিলের ওপরেই ফেলে রাখল বেনি। টেবিলটা নিয়ে আবার আগের জায়গায় রেখে এল দু'জনে মিলে। তারপর শুয়ে পড়ল চট মুড়ি দিয়ে।

www.BanglaBook.org

তিন

খুব ভোরে বিছানা ছাড়ল বেনি। নিজের আর নেলির যৎসামান্য, একান্ত প্রয়োজনীয় টুকটাক জিনিসগুলো গুছিয়ে নিতে লাগল তাড়াতাড়ি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে দৃষ্টি বারবার ঘুরেফিরে ঘুমন্ত নেলির মুখের ওপর গিয়ে পড়ছে। আবছা আলো-আঁধারিতে ওর নিষ্পাপ কচি মুখটা বড় স্নিগ্ধ আর প্রশান্ত লাগছে।

আগের দিন রাতে, জো র‍্যাগের ওখানে আগুন পোয়াতে বসে যেমন উন্মনা হয়ে পড়েছিল নেলি, এখনও যেন সেরকমই মনে হচ্ছে। সেই পাহাড় আর নদীর স্বপ্ন দেখছে বোধহয় ও।

ঘরের এক কোণে কালোমত উঁচু কি একটা চোখে পড়ল বেনির। পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেল সে। ঝুঁকে পড়ে দেখার চেষ্টা করল জিনিসটা, কিন্তু বোঝা গেল না। হাত বাড়িয়ে ধরে দেখল বেনি—ছাই! ব্যাপারটা সন্দেহজনক মনে হলো ওর, ছাই কেন? হাতটা ঢুকিয়ে দিল সে ওর মধ্যে। গোলমত শক্ত শক্ত কি যেন ঠেকল হাতে।

আলু! আনন্দে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও চট করে নিজেকে সামলে নিল বেনি। তাড়াতাড়ি ছাই সরিয়ে আলুগুলো বের করল ও। গুণে দেখল পুরো এক কুড়ি আলু। অজানার উদ্দেশে পাড়ি দেবার মুহূর্তে এমন একটা খাদ্য ভাণ্ডার আবিষ্কার করে ফেলায় মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল বেনি। টেবিলের ওপর সৎ মা'র স্কার্ফটা পড়ে থাকতে দেখে ওটা দিয়েই পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলল সে আলুগুলো।

কাজ শেষ, আর দেরি করা ঠিক হবে না। বেশ ফর্সা হয়ে উঠেছে চারদিক, দেরি হয়ে গেলে মুশকিল হবে। আস্তে করে নেলির পাশে হাঁটু মুড়ে বসল বেনি। ঘুমের মধ্যে হেসে উঠে পাশ ফিরে শুলো নেলি।

'নেলি! নেলি, জলদি ওঠ! সকাল হয়ে গেছে, এখুনি বেরুতে হবে,' কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল বেনি। কিন্তু কাজ হলো না। অসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছে নেলি। গালে কপালে চুমু দিতে দিতে আবার ডাকল ও, 'জলদি ওঠ, নেলি! দেরি হলে বেরুতে পারব না।'

ধীরে ধীরে চোখ মেলল নেলি। বিছানার পাশে রাখা গোটাদু'য়েক পোঁটলা আর বেরুবার জন্যে প্রস্তুত বেনিকে দেখে চট করে কাল রাতের সিদ্ধান্তটা মনে পড়ে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসে চোখ রগড়াতে লাগল সে।

খুব সাবধানে পা টিপে টিপে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা দু'জন। বারান্দা পেরিয়ে রাস্তায় নামল হাত ধরাধরি করে। বোকার্স স্ট্রীটের শেষ মাথায় গিয়ে দাঁড়াল একবার। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল এডলার হলের দিকে। দোতলার এদিককার সবগুলো জানালা বন্ধ। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দ্রুত পা চালাল বেনি। নেলির এক হাত শক্ত মুঠোয় ধরে রেখেছে সে।

'আমরা কি ঠিক করছি, বেনি?' হাঁটতে হাঁটতে অনেকক্ষণ উসখুস করে জিজ্ঞেস করল নেলি।

'অবশ্যই!' জোর দিয়ে বলল বেনি। 'এ ছাড়া আর ঠিক উপায় ছিল, বল?'

মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেল নেলির। ওর বিশ্বাস, যেভাবেই হোক, তারা দু'জনে মিলে কাজ করলে কোনরকমে খাওয়া পরাটা চলে যাবে নিশ্চিন্তে। আসলে ওর জন্যেই এতদিন সব কষ্ট মুখ বুজে সহ্য করেছে বেনি। ভাবছে নেলি, থাকা-

www.BanglaBook.org

খাওয়া বাবদ প্রতিদিন বাবার হাতে ছ'পেনি করে তুলে দিয়েছে। তারপরও না খেয়ে থেকেছে ওরা। অথচ কোন প্রতিবাদ করেনি, উপরন্তু পড়ে পড়ে প্রায় অকারণেই মার খেয়েছে বেনি। আমার চিন্তা না থাকলে কবেই ও নিজের পথ খুঁজে নিত।

এতদিন বিনা বাক্যব্যয়ে বাবার সব আদেশ-নির্দেশ আমি মেনে চলেছি। হাঁটতে হাঁটতে ভাবছে বেনি, বাবা যেভাবে যা করতে বলেছে, ঠিক সেভাবেই সেটা করেছি। তবুও আমার ওপর তার দয়া হয়নি কোনদিন। তা-ও না হয় সহ্য করা যায়। কিন্তু তাই বলে নেলির গায়ে হাত তোলা?

হঠাৎ মনে হলো ওর, এই যে এতগুলো আলু না বলে নিয়ে এসেছি, এর ওপর কি আমাদের কোন অধিকার আছে? কেন নেই? সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর পেয়ে গেল বেনি। থাকা আর খাওয়া বাবদ রোজ বাবার হাতে আধ শিলিং করে তুলে দিয়েছি, অথচ ঠিকমত খেতে পাইনি আমরা। কাজেই এগুলোর ওপর আমাদের পুরো অধিকার আছে।

একটা ব্যাপার বেনি অনেকবার লক্ষ করেছে। তা হলো, কোন কোন দিন হয়তো খুব খিদে পেয়েছে ওর, অথচ একটা পেনিও নেই পকেটে, তখন মাঝেমধ্যে চুরি করার দুর্মতি জাগে। আর ঠিক তখনই অলক্ষ্যে থেকে কে যেন বলে ওঠে, 'ছিঃ, বেনি, চুরি করা মহাপাপ!' অমনি ভড়কে গিয়ে পিছিয়ে আসে ও। মনে হয়, গলাটা যেন মা'র। স্বর্গে বসেই সবকিছু দেখতে পান তিনি। সতর্ক করেন বেনিকে।

কিন্তু আজ যখন আলুগুলোর ব্যাপারে তিনি কিছু বলছেন না, ভাবল সে, তখন অবশ্যই এর ওপর আমার অধিকার আছে।

মা'র কথা অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে বেনির। না জানি ওদের দুঃখ দেখে স্বর্গে বসে কত কষ্ট পাচ্ছেন বেচারি। তিনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন তার নিরপরাধ ছেলেমেয়ে দুটো কত কষ্টে পড়ে বাধ্য হয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে।

সূর্য উঠতে বেশি দেরি নেই আর। ভারি ওভারকোটটা গায়ে চড়িয়ে বাইরের মালপত্র তদারকির কাজে বেরুচ্ছিল জো। দরজা খুলে সামনেই বেনি আর নেলিকে পোঁটলা-পুঁটলিসহ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকে উঠল সে। পাইপটা মুখে তুলে দু'হাত ওভারকোটের পকেটে ঢুকিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ওদের দিকে।

জো'র পাশ ঘেঁষে ঘরের ভেতরদিকে উঁকি দিয়ে দেখল বেনি। ফায়ারপ্লেসে আগুন দেখে খুশি হয়ে উঠল সে মনে মনে। ইচ্ছে হলো এক দৌড়ে ওটার সামনে গিয়ে বসে পড়ে।

'জো,' ইতস্তত করে বলল বেনি। 'তোমার চুল্লিতে আমরা দুটো আলু পুড়িয়ে নেব?'

'তা না হয় নিলে, কিন্তু এত ভোরে কোত্থেকে আসা হলো তোমাদের?' ভুরু নাচিয়ে জানতে চাইল জো। দৃষ্টিটা চট করে একবার নেলির মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে এসে স্থির হলো তার বেনির ওপর। এমন অসময়ে নেলিকে রাস্তায় দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে সে।

'খুব জরুরী একটা কাজ আছে তো, তাই একটু সকাল সকাল বেরুতে হলো।'

'সে যা হোক,' আলুর পোঁটলার দিকে ইঙ্গিত করল বৃদ্ধ। 'এতগুলো আলু···, চুরি করোনি তো?'

পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল বেনি। 'চুরি করব কেন? এগুলো তো আমার পয়সার কেনা,' দৃঢ় স্বরে বলল বেনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তাই? খুব ভাল। কিন্তু দেখো, একবারেই যেন সব সাবড়ে দিয়ো না।'

'আচ্ছা। খাওয়া হলে বাকিগুলো তোমার এখানে রেখে যেতে পারব তো, জো?'

'অবশ্যই, কোন অসুবিধে নেই।'

একটু পর কাজে বেরুল ওরা দু'জন। নেলির ওপর আজ লর্ড স্ট্রীট, চার্চ স্ট্রীট, হোয়াইট চ্যাপেল আর প্যারাডাইস স্ট্রীটে ঘুরে ঘুরে কাজ করার দায়িত্ব দিল বেনি। নিজে গেল জাহাজঘাটের দিকে, দেশলাই বিক্রির ফাঁকে সুযোগমত মোট বওয়া আর নিজেদের জন্যে একটা আশ্রয় খুঁজে বের করার দায়িত্ব নিয়েছে সে।

কথা থাকল দুপুর বারোটায় সেন্ট জর্জ গির্জার সামনে রোজকার মত একসঙ্গে দুপুরের খাওয়া সেরে আবার যার যার জায়গায় ফিরে যাবে ওরা।

বেনি জানে, এক পেনির বিনিময়ে যে কেউ শহরের সরকারী এতিমখানায় রাত কাটাতে পারে। কিন্তু ওটা যে আসলে রাজ্যের নিচু শ্রেণীর ইঁচড়ে-পাকা বদমাশ সব ছেলে-ছোকরাদের আখড়া, তা-ও খুব ভালই জানে সে। কাজেই নেলিকে নিয়ে ওখানে রাত কাটানোর কোন ইচ্ছে নেই বেনির। কে জানে, যদি কোন অঘটন ঘটে যায়!

বেলা যত বাড়ছে, ততই মনে মনে অস্থির হয়ে উঠছে ও। শীতকালের দিন, চারটে বাজতে না বাজতে সন্ধে হয়ে যায়, তার আগেই নিরাপদ কোন আশ্রয়ের সন্ধান বের করতে না পারলে সমূহ বিপদ। দুপুরে খেয়ে আবার কাজে নামল দু'জন। বেচা-কেনা বেশ ভালই হচ্ছে আজ। কিন্তু বেনি খুশি হতে পারছে না তবুও, উদ্বেগ বেড়েই চলেছে তার।

পড়ন্ত বেলায় প্রায় হতাশ হয়ে পড়ল সে। জাহাজঘাটের আশপাশে আনমনা হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল উদ্দেশ্যহীনভাবে। এমন সময় দূরে কয়েকজন লোকের দিকে দৃষ্টি পড়ল তার। নদীর পাড়ে বসে ছোট একটা নৌকা মেরামত করছে তারা। উপুড় করে রাখা আছে নৌকাটা বালুর ওপর। ওটার চারদিকে চট বিছিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে একমনে কাজ করে চলেছে লোকগুলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কাজ দেখতে লাগল বেনি।

ক্ষীণ হয়ে এসেছে দিনের আলো, আঁধার নামতে আর দেরি নেই। হতাশ মনে ফিরে যাচ্ছিল বেনি। হঠাৎ দেখল, কাজ ছেড়ে উঠে পড়েছে মিস্ত্রিরা। তারপর নৌকা আর চটগুলো ওখানে ফেলে রেখেই তীরে বাঁধা অন্য একটা নৌকায় করে মাঝনদীতে অপেক্ষমাণ একটা জাহাজে গিয়ে উঠে পড়ল তারা। মুচকি হেসে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়ে গির্জার উদ্দেশে ফিরে চলল বেনি। আরও আগেই নেলি পৌঁছেছে ওখানে। দু'জনে মিলে হিসেব করতে বসল। চমৎকার রোজগার হয়েছে আজ! গতকালের লোকসানটা পুষিয়ে গেছে।

খিদে লাগতে পার্ক স্ট্রীটের একটা হোটেলে ঢুকে পড়ল ওরা। ছোট একটা গরম কেবিনে বসে, দুই পেনির রুটি আর এক পেনির মাংস খেল পেট ভরে।

ওখান থেকে বেরিয়ে জো'র সঙ্গে দেখা করতে এল ওরা। ভেতরে ঢুকে আগুন পোয়াল অনেকক্ষণ ধরে। টুলের ওপর বসে একদৃষ্টে নেলির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল জো। আগুনের লালচে কাঁপাকাঁপা আভায় অদ্ভুত সুন্দর লাগছে ওর ছোট্ট, নিষ্পাপ মুখটা। নেলির মায়াভরা চোখদুটো যত দেখে, ততই অবাক হয় জো। মেয়েটা যেন স্বর্গের দেবী। পাশাপাশি ওর ভবিষ্যৎ চিন্তা করে দারুণ উৎকণ্ঠিতও হয়

www.BanglaBook.org

সে। ভাবে, যদি ভাল হয়ে থাকতে না পারে, তাহলে যেন যৌবন আসার আগেই মৃত্যু হয় ওর।

আটটার সময় জো'র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল বেনি আর নেলি। হাঁটতে হাঁটতে পোর্টে চলে এল। নৌকাটা তেমনি পড়ে আছে উপুড় হয়ে। হামাগুড়ি দিয়ে ওটার পেটের মধ্যে ঢুকল ওরা।

'কি রে, কেমন হলো জায়গাটা?'

'খারাপ নয়,' হাসি চেপে বলল নেলি। 'কিন্তু গায়ে দেবো কি?'

'দাঁড়া, দেখছি।'

বাইরে যে চটগুলোর ওপর বসে মিস্ত্রিরা বিকেলে কাজ করছিল, সেখান থেকে ভাল দেখে কয়েকটা বেছে নিয়ে বেশ করে ঝেড়েঝুড়ে ভেতরে নিয়ে এল বেনি; দুটো চট বিছিয়ে শোবার ব্যবস্থা করল। তারপর ভালগুলো গায়ে দিয়ে আরাম করে শুয়ে পড়ল চটপট। কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারল, পুরানো নৌকার অসংখ্য ফাঁক-ফোকর দিয়ে নদীর ওপর দিয়ে বয়ে আসা বরফের মত ঠাণ্ডা বাতাস প্রবল বেগে ঢুকছে ভেতরে। প্রথমে ব্যাপারটাকে আমল দিতে চাইল না বেনি। কিন্তু একটু পরেই উঠে পড়তে হলে ওকে। ভীষণ ঠাণ্ডা বাতাস স্বস্তিতে থাকতে দিচ্ছে না কিছুতেই। বাইরে পড়ে থাকা ছেঁড়া চটগুলো দিয়ে ফাঁকগুলো ঢেকে দিল সে খুঁজে খুঁজে।

তারপর ভেতরে এসে শুয়ে পড়ল আবার বোনকে জড়িয়ে ধরে। ঘুমে চোখদুটো জড়িয়ে এসেছিল প্রায়, এমন সময় বাইরে, নৌকাটার একেবারে পাশে, খশমশ করে শব্দ হতে ভীষণভাবে চমকে গেল ওরা। বালুর ওপর পা টেনে টেনে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে ওখানে। কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র, তারপরেই এলোমেলো পা ফেলে সরে যেতে লাগল আগন্তুক। ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল সে।

'মরণ! তুমি কোথায়?' কাতর গলায় চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। ঠাণ্ডা নিশুতি রাতে, নির্জন নদীর পাড়ে অকস্মাৎ এমন ভৌতিক চিৎকার শুনে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল ওদের। ভয়ে শক্ত হয়ে গেছে ওরা। প্রাণপণ শক্তিতে জড়িয়ে ধরল একজন আরেকজনকে।

'কে রে, বেনি?' পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে যাবারও অনেকক্ষণ পর, ভয়ে ভয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল নেলি। 'গলাটা চেনা চেনা লাগল না?'

'দূর!' জোর করে একটা শুকনো হাসি দিয়ে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে চাইল বেনি। বুকের কাঁপুনি এখনও থামেনি ওর। 'এখানে চেনা লোক আসবে কোত্থেকে? ঘুমো।'

অনেকক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে থেকেও আর কোনরকম শব্দ পাওয়া গেল না লোকটির। একসময় নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

BanglaBook.org

চার

দ্বিতীয় রাতটা বিভীষিকার মধ্যে দিয়ে কাটল বেনিদের। শুতে গিয়ে দেখে, আগের রাতে যেগুলো গায়ে দিয়েছিল, সেই ভাল চটগুলোর একটাও নেই নৌকার নিচে। সম্ভবত ওইদিন কাজ শেষ করে ফিরে যাবার সময় মিস্ত্রিরা ওগুলো সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে থাকবে। নিতান্ত ছেঁড়াফাটা যা দু'একটা পড়ে আছে, তা একেবারেই ব্যবহারের অযোগ্য। কিন্তু বাধ্য হয়ে ওগুলো গায়ে দিয়েই

www.BanglaBook.org

কোনমতে রাতটা পার করল ওরা।

খুব ভোরে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে দু'জনে গিয়ে হাজির হলো জো'র ওখানে—আগুন পোয়ানোর জন্যে। ওদের চেহারা দেখে আঁতকে উঠল জো। তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর এনে চুল্লির পাশ ঘেঁষে বসিয়ে দিল দু'জনকে। তারপর টুলটা কাছে টেনে এনে নিজেও বসল। শরীর গরম হওয়ার জন্যে যথেষ্ট সময় দিল বৃদ্ধ বেনিদের, তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওদের দুর্ভাগ্যের কথা জেনে নিল। পুরো ঘটনা, বিশেষ করে বাবার হাতে নেলির মার খাওয়ার ব্যাপারটা শুনে ভীষণ দুঃখ পেল জো। অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে কি যেন ভাবল বৃদ্ধ, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা তাহলে আর বাড়ি ফিরে যেতে চাও না?'

'না,' দৃঢ়স্বরে বলল বেনি।

'ভেবে দেখো, মাতাল অবস্থায় তোমার বাবা একবার যা করেছে, আমার মনে হয় দ্বিতীয়বার সে আর তা না-ও করতে পারে।'

'না, জো,' সবেগে মাথা দুলিয়ে বলল নেলি। 'কিছুতেই আর ও বাড়ি ফিরে যাব না।'

'বেশ।' আনমনা হয়ে পড়ল জো, স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকল আগুনের দিকে। একসময় বলল, 'ঠিক আছে। সন্ধে ছ'টায় দেখা করবে তোমরা আমার সাথে। দেখি কি করা যায় তোমাদের জন্যে।'

চিরকালই উদাসীন আর অল্প কথার মানুষ জো র‍্যাগ। সারাক্ষণ কি যেন গভীর চিন্তায় ডুবে থাকে সে। তার ধ্যানমগ্নতা আর অনাড়ম্বর জীবন-যাপন পদ্ধতি দেখে মানুষ খুব সহজেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। যেন মানুষকে আকর্ষণ করার, তাদের ভক্তিশ্রদ্ধা আদায় করার কোন অদৃশ্য চৌম্বকশক্তি আছে তার মধ্যে। অনেকেই যেচে পরিচিত হয় তার সঙ্গে, আলাপ করতে আসে। তাদের কারও ওপর কখনও বিরক্ত হয় না জো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজেদের সুখ-দুঃখের গল্প করে তারা বৃদ্ধের সঙ্গে। ভাব দেখে মনে হয় নিজেদের জীবনের ইতিহাস তাকে শোনাতে পেরেই যেন সার্থক তারা। জো যে শোনে, তাতেই মহাখুশি সবাই, যেন এটাই তাদের পরম পাওয়া। গল্প শুনতে শুনতে, ইচ্ছে হলে কখনও হুঁ-হাঁ, বড়জোর এক-আধটা কথায় নিজের বক্তব্য সারে জো।

কিন্তু নিজের অতীত বা ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ সম্পর্কে কাউকেই কিছু জানায় না সে কখনও। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে কথা বলা তার স্বভাববিরুদ্ধ। সে বিষয়ে কেউ কোন কথা তুললেই মুখে ছিপি এঁটে দেয় জো। সম্পূর্ণ বোবা-কালা বনে যায়। তবু অত্যন্ত ভালবাসে তারা এই বৃদ্ধকে। তার উপকার করার সামান্যতম সুযোগ পেলে তাদের প্রায় সবাই-ই ধন্য মনে করবে নিজেকে। নিজেও সে জানে, তাদের যে কোন একজনকে ডেকে বেনি আর নেলির থাকার সমস্যার কথা বললেই গ্রানির মত সহজ সমাধান হয়ে যাবে ব্যাপারটার। অথচ কাউকে অনুরোধ করতে মনের সাড়া পেল না সে। সারাদিন বসে বসে শুধু আকাশ পাতাল ভেবেই সারা হলো, সমাধান হলো না কিছু।

বিরক্ত হয়ে তিনটের দিকে দরজায় তালা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল জো র‍্যাগ। কিছুক্ষণ এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘোরাঘুরি করে বেড়াল উদ্দেশ্যহীনভাবে। এত নগণ্য একটা সমস্যার সুরাহা করতে না পেরে নিজের ওপরেই চটে উঠল সে। এমন সময় হঠাৎ করেই গ্রানির কথা মনে পড়ে গেল—আপনাআপনি কোঁচকানো ভুরুজোড়া

www.BanglaBook.org

সমান হয়ে গেল তার। দ্রুত পা চালাল জো কপেরাস হিলের দিকে।

এককালে জো'র সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল বার্কার—যদিও আজ বেঁচে নেই সে। তার স্ত্রী বেটি বার্কার ওরফে গ্রানি, কপেরাস হিলের চূড়ায় তার নিজস্ব বাড়ি টেম্পেস্ট কোর্টে থাকে। বৃদ্ধা নিঃসন্তান, তার ওপর বাড়িটাও নেহাত ছোট নয়। ওটাই বেনি আর নেলির আশ্রয় হিসেবে সবচেয়ে ভাল হবে বলে মনে হলো তার।

সন্ধে হয়ে এল প্রায়। টেম্পেস্ট কোর্টের আশপাশে, চূড়ার ওপর অনেকগুলো বাড়ি আছে। দূর থেকে ছবির মত লাগে দেখতে। মাটি কেটে তৈরি চওড়া সিঁড়ির ধাপগুলো পেরিয়ে ওপরে উঠতে হাঁপ ধরে গেল জো'র।

হাতের ছড়ি দিয়ে নক করতেই খুলে গেল দরজা।

'আরে, তুমি?' একপাশে সরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে একগাল হাসল গ্রানি। সত্তর ছাড়িয়ে গেছে বয়স, অথচ এখনও বেশ শক্তসমর্থ চেহারা! অনায়াসে পঞ্চাশ বলে চালানো যায়। 'দয়া করে এতদিনে আমার কথা মনে পড়ল বুঝি?'

গ্রানিকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকল জো। চেয়ারে বসতে বসতে মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছ, বেটি?'

'কোনরকম কাটছে আর কি!' জো'র চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে আরও কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল সে। 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, কিছু যেন হয়েছে?'

'তোমার বাসায় দুটো নাবালক ছেলেমেয়ের থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারো?' ঝটপট কাজের কথা পাড়ল জো।

'কিন্তু ব্যাপারটা কি?'

'দেখো, বেটি, আমি আর তোমার স্বামী ছিলাম খুবই ঘনিষ্ঠ। আমার কাছে ব্যাপারটার গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ, এটা একটা মানবিক ব্যাপার। আজ বার্কার বেঁচে নেই ঠিকই, কিন্তু তুমি আছ। আমার বিশ্বাস তোমার সাহায্য আমি পাব।'

'কি মুশকিল!' লজ্জা পেয়ে হাসল বৃদ্ধা। 'ব্যাপারটা খুলে বলবে তো, না কি?' মনে মনে বেশ বিচলিত হলো সে। কারণ গুরুতর কিছু না হলে এত কথা বলার মানুষ তো জো র‍্যাগ নয়।

একটু থেমে, বক্তব্য গুছিয়ে নিয়ে, ধীরে ধীরে বেনি আর নেলির দুর্ভাগ্যের কথা গ্রানিকে সবিস্তারে খুলে বলল জো। শেষে বলল, 'এরাও তোমার মতই বিশ্বপিতার সন্তান। তুমি তো জানো, বহু সাধনা করেও আমি তাঁর দয়া, করুণা কিছুই পাইনি। যে জন্যে গত বিশটি বছর তাঁর সাথে কোন সংস্রব রাখিনি আমি। যেদিন আমার একমাত্র ছেলে পথে নামল, সেদিনই তাঁকে মন থেকে বিদায় দিয়েছি আমি।'

জো'র মন্তব্যে ব্যথিত হলো গ্রানি। তার জানা আছে, সে সময় শোকে-দুঃখে প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিল জো। তবুও, ঈশ্বর সম্পর্কে এরকম মনোভাব পোষণ করাটা ঠিক নয়—ভাবল সে।

'আসলে কি জানো, জো?' ধীরে ধীরে বলল গ্রানি, 'স্বীকার করি আর না করি, আমরা সবাই-ই তাঁর সন্তান।'

'না,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল জো। 'যদি তাই হত, আমার মত অসহায় গরীবকে এতবড় দুঃখের বোঝা বইবার শাস্তি তিনি দিতে পারতেন না।'

'দুঃখিত, জো,' তাড়াতাড়ি বলল গ্রানি। 'আমি সত্যিই দুঃখিত।'

'না না, ঠিক আছে। আমি কিছু মনে করিনি।'

পরবর্তী আলোচনা খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে শেষ হলো। বেনি আর নেলিকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুশিমনেই আশ্রয় দিতে সম্মত হলো বৃদ্ধা। ঠিক হলো, তার সিঁড়িঘর সংলগ্ন ছোট ঘরটা ওদের জন্যে ছেড়ে দেবে সে। ভাড়া হিসেবে প্রতিদিন এক পেনি করে পাবে সে বেনির কাছ থেকে।

ঠিক ছ'টায় জো র‍্যাগের সঙ্গে দেখা করতে এল বেনি আর নেলি। দু'জনেরই মন খারাপ, বাজে আবহাওয়ার জন্যে দেশলাই তেমন বিক্রি হয়নি আজ। এছাড়া জো'র ওপর সামান্য চটে আছে বেনি। কারণ সকালে তাদের বাড়িতে ফেরত পাঠাবার ব্যাপারে তার ওকালতি মোটেই ভাল লাগেনি ওর। ভেবে রেখেছে, আবারও যদি জো বাসায় ফিরে যেতে বলে, তাহলে আজকের পর থেকে তার সঙ্গে আর দেখাই করবে না সে। অর্থাৎ শরীর গরম করার আশা নিয়েও এখানে আর আসা যাবে না।

কিন্তু ঘরে ঢুকে জো'র হাসিহাসি মুখ দেখে অবাক হলো ওরা। কথা না বলে এগিয়ে এসে নেলিকে কোলে তুলে নিল জো। হাঁ করে তাকিয়ে থাকল বেনি বৃদ্ধের দিকে। আগুনের কাছে রাখা টুলটার ওপর গিয়ে বসল জো। নেলিকে বসাল নিজের হাঁটুর ওপর। তারপর ওর অযত্নে বেড়ে ওঠা রুক্ষ চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে লাগল।

'তোমাদের জন্যে সুখবর আছে একটা,' কিছুক্ষণ পর মুখ খুলল জো। 'ভাল একটা থাকার জায়গা ঠিক করে রেখে এসেছি আজ তোমাদের জন্যে। ওখানে তোমাদের কোন কষ্ট হবে না।'

চিরকাল কষ্ট করেই অভ্যস্ত ওরা। তাই জো'র মুখে 'কোন কষ্ট হবে না' শুনে বিগড়ে গেল বেনির মাথা, এক লাফে ঘরের বাইরে গিয়ে পড়ল সে। মাথার ওপর দু'হাত তুলে ধেই ধেই করে পাগলের মত নর্তনকুর্দন শুরু করে দিল।

নেলিও খুশি হলো খুব, কিন্তু প্রকাশ করল না সেটা। কেবল জো'র কোলের মধ্যে আরও একটু নড়েচড়ে আরাম করে বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল আগুনের দিকে। হাতের ওপর টপটপ করে দু'ফোঁটা গরম পানি পড়তে চমকে উঠল জো। চেয়ে দেখল, আনন্দে কেঁদে ফেলেছে মেয়েটা।

ওদের ধাতস্থ হবার জন্যে কিছুটা সময় দিল বৃদ্ধ। তারপর অনেকক্ষণ ধরে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিল তাদের। শেষে বলল, 'মানুষ হিসেবে বেটি খুব ভাল। তার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। আর সৎভাবে জীবনযাপনের চেষ্টা করবে। যদি সৎ হয়ে থাকতে পারো, তাহলে মৃত্যুর পর খুব সুন্দর এক জায়গায় যেতে পারবে।'

'সে কি? মারা গেলে আবার কোথায় যেতে হবে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল বেনি।

'যাবে হয়তো···কোথাও!' আনমনা হয়ে বলল জো।

তিনদিন আগের ঘটনা।

ছেলেমেয়েদের অকারণে মারধোর করে, বিবেকের দংশনে সারারাত ছটফট করে কাটাল ডিক বেটস, ঘুম এল না কিছুতেই। আধো-ঘুম আধো-জাগরণের মধ্যে বারবার ভয়ানক এক দুঃস্বপ্ন দেখে রাত কাটল তার। মনে হলো যেন স্বপ্ন নয়, বাস্তব। একেবারে চোখের সামনে ঘটেছে ব্যাপারটা।

ডিক দেখল, রোজকার মত জাহাজঘাটে নিজের কাজে ব্যস্ত সে। এমন সময় পেছনে, নদীর মাঝখান থেকে আলোড়নের জোর শব্দ ওঠায় ফিরে তাকায় সে। দেখতে পায়, বেনি আর নেলি হাত ধরাধরি করে ভুশ করে ভেসে উঠল পানির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওপর। কিন্তু পরক্ষণেই পানির প্রবল তোড়ে তলিয়ে গেল আবার, একসঙ্গে। বহু খোঁজাখুঁজি করেও ওদের আর দেখতে পেল না সে। পরপর দু'বার একই স্বপ্ন দেখল ডিক।

চিৎকার দিয়ে ঝটকা মেরে উঠে বসল সে বিছানায়। ঘামে সারা শরীর ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। আতঙ্কে ঠাণ্ডা, হিম হয়ে গেছে হাত-পা। স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি ফিরে পেতে বেশ কিছুটা সময় লাগল ডিকের। নিচে নেমে ওদের একবার দেখা দরকার, ভাবল সে মনে মনে।

এমন সময় নিচতলায় হাঁটাচলার শব্দ পেয়ে ধড়ে প্রাণ ফিরে এল যেন ডিকের। যাক, ওটা তাহলে দুঃস্বপ্নই! ওই তো নিচে ওদের পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। শ্রান্ত দেহটা বিছানায় এলিয়ে দিল সে। কিন্তু ঘুম আর এল না।

একটু তন্দ্রামত এসেছিল কখন যেন, ছুটে যেতেই বিছানায় উঠে বসল ডিক। আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে, সূর্য উঠতে দেরি নেই আর। অনেকক্ষণ কান খাড়া করে থেকেও নিচ থেকে কোন হাঁটাচলা বা কথাবার্তার শব্দ শুনতে পেল না সে। এত ভোরে তো ওরা বের হয় না! একটু ভাবল ডিক, এত চুপচাপ কেন? ঘুমুচ্ছে এখনও? কেমন সন্দেহ হলো, নিঃশব্দে নিচে নেমে এল সে।

সিঁড়ির নিচে যেখানে ওরা ঘুমায়, সেখানে চোখ পড়তেই চক্কর দিয়ে উঠল ডিকের মাথা। গোটাকয়েক ছেঁড়াফাটা চট ছাড়া বেনি বা নেলির ব্যবহার্য কাপড়চোপড় বা অন্য কোন জিনিস, কিচ্ছু নেই সেখানে।

এবার সত্যি সত্যি ঘাবড়ে গেল ডিক। কোথায় গেল ওরা, কোথায় গেলে খোঁজ পাব ওদের—ভাবতে ভাবতে প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়ার অবস্থা। বেনিকে নিয়ে খুব একটা চিন্তা নেই তার। কিন্তু নেলিটা খুব ছোট আর দুর্বল, তারওপর মেয়ে। ওকে কি করে সামলাবে বেনি? ধপাস করে পা মচকানো চেয়ারটার ওপর বসে পড়ল ডিক। আতঙ্কে কাঁপছে সারা শরীর।

একটু পর ঘুম ভাঙতে নিচে নামল জো'র স্ত্রী। জো হড়বড় করে ঘটনাটা খুলে বলল তাকে। স্বামীর তাগাদায় তখুনি সে খুঁজতে বেরুল ওদের। ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরি করে একে-ওকে জিজ্ঞেস করে বেনিদের খবর বের করার চেষ্টা করল সে। কিন্তু লাভ হলো না কোন। ফিরে এসে ব্যাপারটা জানাবার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন যেন নিশ্চুপ হয়ে গেল ডিক। সেদিন আর কাজে গেল না সে। দুপুর পর্যন্ত একভাবে ওই চেয়ারের ওপর বসেই কাটিয়ে দিল।

মেরীর মৃত্যুশয্যায় তাকে সে কথা দিয়েছিল, বেনি আর নেলিকে কোনরকম কষ্ট দেবে না। উদাস হয়ে গালে হাত দিয়ে ভাবছে ডিক, অথচ এতদিন কুকুর-বিড়ালের মত দুর্ব্যবহার করেছি আমি ওদের সঙ্গে। নিজের বাবা-মা'র কথা মনে হচ্ছে তার। তাঁদের আদরের মা-মরা নাতি-নাতনীর সাথে কি চরম দুর্ব্যবহার করা হয়েছে, দেখলে দুঃখে বুক ফেটে যেত তাঁদের। কতবড় হৃদয়হীন পাষাণে পরিণত হয়েছে তাঁদের চোখের মণি ডিক, দেখার আগে মরে গিয়ে বেঁচেছে বুড়োবুড়ি।

এরমধ্যে একবার স্ত্রী এসে নালিশ জানিয়ে গেছে, ছোঁড়াছুঁড়ি দুটো বাক্সে তুলে রাখা সব খাবার সাবড়ে দিয়ে গেছে। সেইসঙ্গে ছাইয়ের গাদার নিচে লুকিয়ে রাখা আলুগুলোও নিয়ে গেছে।

দুপুরের পর ওদের খুঁজতে বেরুল ডিক। সন্ধে পর্যন্ত এ-রাস্তা, ও-রাস্তা, এ-গলি সে-গলি ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে গেল, কিন্তু লাভ হলো না কোন। ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হয়ে একসময় ফিরে এল বাসায়। ডিককে ফিরতে দেখে প্রতিবেশীদের অনেকেই

www.BanglaBook.org

এল—ওদের কোন খোঁজ পাওয়া গেল কিনা জানতে। কিন্তু কারও সঙ্গে কোন কথা বলল না সে, চুপচাপ গালে হাত দিয়ে বসেই থাকল।

ক্রমে রাত বাড়ছে। সারাদিনে এক ফোঁটা পানি পর্যন্ত খায়নি ডিক। সুস্থ, শান্ত মাথায় চিন্তা করার ক্ষমতাও লোপ পেয়ে গেছে তার। সামনের রাস্তা দিয়ে লোকজন অনবরত আসছে-যাচ্ছে। তাদের পায়ের শব্দে বারবার চমকে উঠছে ডিক, দরজার দিকে চাইছে ফিরে ফিরে। মনে দুরাশা, এই বুঝি এল ওরা, এই বুঝি ওদের ছোট ছোট পায়ের শব্দ শোনা যাবে।

'প্রভু, ওদের ফিরিয়ে আনো!' বিড়বিড় করে বলল সে। 'আমি শপথ করে বলছি, আর কোনদিন ওদের সাথে দুর্ব্যবহার করব না। দয়া করো, ঈশ্বর, দয়া করো!'

গির্জার ঘড়িতে রাত ন'টার ঘণ্টা পড়ল। কি সর্বনাশ! আঁতকে উঠল ডিক, এই শীতের মধ্যে এত রাত পর্যন্ত বাইরে বাইরে করছেটা কি ওরা? ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে, পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল মদের আড্ডার দিকে। অসহ্য হয়ে উঠেছে মানসিক চাপ, মাথাটা যেন ছিঁড়ে যেতে চাইছে যন্ত্রণায়।

খালিপেটে প্রচুর মদ গিলল ডিক বেটস। একসময় সংবিৎ ফিরল তার। কান পেতে এগারোটার ঘণ্টা শুনল সে, আশা জাগল, এতক্ষণে নিশ্চয়ই বাসায় ফিরেছে ওরা। গেলেই দেখতে পাবে। টলতে টলতে ফিরে চলল সে এডলার হলে। প্রতিবেশীদের মধ্যে জোর কানাকানি শুরু হয়ে গেছে তাকে নিয়ে। কিছু কিছু কানেও আসছে ডিকের, কিন্তু প্রতিবাদ করার মত শক্তি বা ইচ্ছে কোনটাই অবশিষ্ট নেই আজ তার।

চলতে চলতে শুনতে পেল সে, একজন বলছে, 'ডিক ব্যাটা এবার শেষ।'

'হবে না?' মন্তব্য করল আরেকজন। 'কথায় বলে যেমন কর্ম, তেমন ফল।'

'আহা! বেচারি মেরী খুব ভাল মেয়ে ছিল।' তৃতীয় কণ্ঠ কানে এল ডিকের, 'বাচ্চাদুটোকে ওর মত চোয়াড়ের হাতে তুলে দিয়ে স্বর্গে চলে গেল! আর ব্যাটা পাঁড় মাতাল, কি অত্যাচারটাই না করত ওদের ওপর!'

অন্ধকার ঘরে ঢুকে আস্তে আস্তে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল ডিক। কাছে গিয়ে বসল হাঁটু গেড়ে, হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে ওদের শোয়ার জায়গাটা দেখল। নেই, আসেনি! দু'হাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে ফেলল সে। হঠাৎ চমকে উঠে কান্না থামাল ডিক। গতরাতের দুঃস্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেছে। নদীতে ডুবে মারা যায়নি তো ওরা সত্যি সত্যি? আশঙ্কায় কেঁপে উঠল বুকটা।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল ডিক বেটস। ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে এল জনশূন্য, নির্জন রাস্তায়। পরিষ্কার, নির্মেঘ আকাশে ঝলমল করছে অজস্র নক্ষত্র। শান্ত, সমাহিত রাত। ভেজা চোখে আকাশের দিকে চাইল ডিক। 'ক্ষমা করো, প্রভু! আমার বাচ্চাদুটোর কোন অমঙ্গল যেন না হয়,' কান্না জড়ানো বিকৃত গলায় বলে উঠল সে বিড়বিড় করে।

খিদে, শ্রান্তি আর দুশ্চিন্তার আক্রমণে পুরোপুরি কাহিল হয়ে পড়েছে ডিক। নিঃশেষ হয়ে গেছে শক্তি। মন্থর, অসংলগ্ন পায়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজের অজান্তেই কখন যেন জাহাজঘাটে এসে পড়েছে সে। ডকের কাছে, নদীর পাড় ধরে অনিশ্চিতভাবে এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করতে লাগল।

মেরীর সঙ্গে যেদিন গির্জায় তার বিয়ে হয়, সেদিনকার কথা মনে পড়ল হঠাৎ। আহা! কি সুখের দিন ছিল আমার! বাইবেল থেকে একটা শ্লোক প্রায়ই পড়ত মেরী। কি যেন ছিল কথাটা? ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কথাটা ছিল, 'মৃত্যুর পর বদমাশ

www.BanglaBook.org

লোকেরা পুঁতিগন্ধময় নরকে যায়…।'

মৃত্যু কি? ভাবল ডিক, তাতে কি সব জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হয়? তাহলে আমিও মরতে রাজি আছি।

হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়ল, কাছেই, বালুর ওপর কালোমত উঁচু কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে। সেদিকে এগিয়ে চলল ডিক। কাছে গিয়ে দেখল ওটা একটা নৌকা, উপুড় করে ফেলে রাখা হয়েছে, সম্ভবত মেরামত করা হবে।

একটা মুহূর্ত মাত্র, তারপরই সরে গেল সে ওখান থেকে। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক চিরে। 'মরণ! তুমি কোথায়?' কাতর কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ডিক বেটস।

ঠিক এইসময়ে নদীতে আলোড়নের শব্দে চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল সে। ডকের খুব কাছে, পানিতে সাদামত কি যেন একটা চোখে পড়ল। তাড়াতাড়ি জেটিতে উঠে এল ডিক, পাশে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করল জিনিসটা। বরফ জমে সাঙ্ঘাতিক পিচ্ছিল হয়ে আছে জেটির কিনারা। কিন্তু খেয়ালই করল না ডিক। বেনি আর নেলিকে নিয়ে দেখা তার দুঃস্বপ্নের কথা মনে পড়ল। আবার হুলকে উঠল পানি। ভালমত দেখার আশায় আর একটু সামনে এগিয়ে যাবার জন্যে এক পা বাড়াল ডিক, সঙ্গে সঙ্গে পিছলে গেল অন্য পা-টা। চোখের পলকে পানিতে গিয়ে পড়ল সে ঝপাৎ করে। বরফের মত ঠাণ্ডা পানিতে পড়ামাত্র অসাড় হয়ে এল শরীর, ডুবে গেল সে। একটু পরেই ভেসে উঠল আবার হাঁচড়ে-পাঁচড়ে। ঢকঢক করে পানি গিলে ফেলল বেশ খানিকটা। কাশতে কাশতে আতঙ্কিত, ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল ডিক, 'মেরির ত্রাণকর্তা! আমাকে বাঁচাও!!'

হাত-পা ছুঁড়ে ভেসে থাকার চেষ্টা করল ডিক, কিন্তু কাজ হলো না তাতে। ঠাণ্ডায় জমে গেছে দেহ, সীসার মত ভারি হয়ে গেছে হাত-পা। শত চেষ্টা করেও নাড়ানো গেল না আর ওগুলোকে। পরদিন সকালে ওখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে, পাড়ে আটকে থাকা ডকমিস্ত্রি ডিক বেটস-এর লাশ আবিষ্কৃত হলো।

এতিম হয়ে গেল বেনি আর নেলি।

পাঁচ

শেষ হয়ে এল ডিসেম্বর, সামনেই বড়দিন। শহরের হাট-বাজারে কেনাকাটার মহাধুম পড়ে গেছে। বাচ্চাদের, বড়দের নতুন নতুন জামাকাপড় ছাড়াও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে শুরু করেছে সবাই। আশপাশের ছোট ছোট গ্রাম-গঞ্জ থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক আসছে লিভারপুলে, আবার সন্ধের আগেই কেনাকাটার কাজ শেষ করে যে যার বাড়ির পথে ছুটছে। সবাই ব্যস্ত, দম ফেলার মত সময়ও নেই যেন কারও।

বেনি দেখল, এ এক মহাসুযোগ। দেশলাই বিক্রির কাজটা তাই কিছুদিনের জন্যে নেলির ওপর ছেড়ে দিল সে পুরোপুরি। আর নিজে পালাক্রমে রেলস্টেশন আর জাহাজঘাটে ঘুরে ঘুরে বহিরাগতদের মালপত্র বইতে শুরু করল।

প্রাপ্য মজুরির সাথে দুই-এক পেনি করে বকশিশও দিচ্ছে সবাই বড়দিনের আনন্দে। রোজগার বেড়ে যাওয়ায় সাঙ্ঘাতিক খুশি ওরা দু'জন। আফসোস করে বেনি ভাবল, বড়লোকেরা সারাবছরে মাত্র একদিন বড়দিন করে কেন? ইশ, অন্তত দুটো দিনও যদি করত, কি মজাটাই না হত আমাদের!

www.BanglaBook.org

এত আনন্দ আর খুশির মাঝেও বেনির মনটা খারাপ হয়ে যায় কখনও কখনও। চোখে পড়ে ওর আর নেলির সমবয়সী ছেলেমেয়েরা কি সুন্দর সুন্দর সব দামী কাপড় পরে বাজারে-দোকানে ঘুরে বেড়ায় বাবা-মা'র সঙ্গে। প্রচুর দাম দিয়ে পছন্দমত জিনিস কেনে। প্রয়োজনের অতিরিক্তও কেনে তারা, শুধুই কেনার আনন্দে।

ঘাড়ে-মাথায় করে তাদেরই বোঝা টানে বেনি সারাদিন। অথচ শীতের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার মত একটা ভাল গরম জামাও নেই তার। নেলির কাপড়-চোপড়ের দুর্দশার কথা মনে পড়ায় নিজের অজান্তেই চোখের পানি এসে যায় বেনির। প্রচণ্ড শীতে সারাক্ষণ কেমন জড়োসড়ো হয়ে থাকে বোনটা, পেটের ধান্ধায় খালি পায়ে ঘুরে বেড়ায় শহরময়।

বেনি ভাবে, আমার জন্য না হয় না-ই হলো গরম কাপড়, আমি সহ্য করতে পারি। কিন্তু নেলিটাকে যদি একটু ভাল রাখতে পারতাম! বেশি কিছু নয়, অন্তত ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচার মত গরম পোশাক যদি ওকে কিনে দিতে পারতাম, তাহলে কোন দুঃখ থাকত না মনে। এদের এত সুন্দর আর দামী পোশাক পরে ঘুরে বেড়াতে দেখে না জানি নেলির মনেও কত দুঃখ জমা হয়েছে!

নিজেদের জন্যে যা হোক কিছু কিনবে বলে একটা শিলিং সযত্নে আলাদা করে রেখে দিয়েছিল বেনি। বড়দিনের আগের দিন সন্ধের পর নেলিকে নিয়ে সেন্ট জর্জ বাজারে গেল বেনি। কিন্তু কি কিনবে সে? হাজারো রকমের সুস্বাদু সব খাবার, ফলমূল, কাপড়, জুতা আর অজস্র মনোহারী দ্রব্য দেখে চক্কর দিয়ে উঠল বেনির মাথা, কপালে উঠল চোখ।

এতদিন ওর নজর ছিল ক্রেতাদের মালপত্রের দিকে। সেগুলো ফেরিতে—রেলগাড়িতে তুলে দিয়ে বা নামিয়ে জায়গামত পৌঁছে দিয়ে পয়সা রোজগারের কাজে ব্যস্ত ছিল বেনি। এসব পণ্যসম্ভার চোখে পড়লেও অতটা খেয়াল করেনি সে। তাই আজ নিজেদের জন্যে কিছু কিনতে এসে দিশেহারা হয়ে পড়ল ও। অগত্যা কেনার আশা বাদ দিয়ে, বাজারের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত ঘুড়ে বেড়াল নেলির হাত ধরে। একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল ওরা, খিদেও পেয়েছে প্রচণ্ড।

কাছেই একটা হোটেল দেখতে পেয়ে নেলির হাত ধরে সেদিকে এগোল বেনি। ভেতরে ঢুকে ছোট একটা কেবিনে আরাম করে বসে পড়ল। প্রচুর সময় নিয়ে দু'পেনির রুটি আর এক পেনির গোশত দিয়ে রাতের খাওয়া সারল ওরা ধীরেসুস্থে। রাত আরও একটু বাড়তে, নিজেদের জন্যে কিছু কমলালেবু, আপেল আর টফি কিনে টেম্পেস্ট কোর্টের দিকে রওনা হলো ওরা।

এদিকে বাসায় বড়দিনের খুশিতে বেনি আর নেলির জন্যে অল্প কিছু খাবারের আয়োজন করেছিল গ্রানি। বাসায় ফিরতে সোজা টেবিলে নিয়ে বসাল সে ওদের।

'ওহ, বছরে একদিন না হয়ে যদি ফি-হপ্তাই এরকম বড়দিন হত রে...' রুটিতে একটা কামড় বসিয়ে কোকের কাপটা মুখের কাছে তুলতে তুলতে বলল বেনি। 'কি মজাই না হত!'

'তুমি তো বড় অদ্ভুত ছেলে, বেনি!' ওর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল গ্রানি।

'আমি না, আমি না, রাস্তার এক খোঁড়া ভিখিরি আজ বলছিল এ কথা। আমারও তাই মনে হয় অবশ্য।'

'বড়লোকরা ইচ্ছে করলেই বুঝি পারে তাই?' নেলি জিজ্ঞেস করল খাওয়া থামিয়ে।

'নিশ্চয়ই পারে! তুই তো জানিসনে, কেন বড়দিন করা হয়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'জানি,' শান্ত গলায় বলল নেলি। 'বরং তুই-ই জানিসনে।'

'জানি, জানি!' লাফিয়ে উঠল বেনি। 'বড়দিন মানে হলো, বড়লোকেরা অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে দামী দামী কাপড় কিনে পরবে আর ভাল ভাল খাবার খাবে।'

গ্রানি চুপচাপ ভাইবোনের বিতর্ক শুনছিল। এবার মুখ খুলল সে, 'বড়দিন হলো ক্রিসমাস, অর্থাৎ আমাদের মহান প্রভু যীশুখ্রীস্টের শুভ জন্মদিন। বছরে একবারই আসে এ দিন।'

'সে আবার কে, বুড়ি মা?' একসঙ্গে জানতে চাইল বেনি আর নেলি।

'আশ্চর্য!' ভীষণ অবাক হলো বৃদ্ধা। 'তোমরা তাঁর নামটাও শোনোনি এতদিন?'

'না, তা শুনেছি। রাস্তাঘাটে অনেককে "যীশুর কসম" বলতে শুনেছি। কিন্তু আসলে যে সে কে, তা জানি না,' বলল বেনি।

'এ জানলে আরও আগেই তাঁর গল্প তোমাদের শোনাতাম আমি।' উঠে গিয়ে জানালার তাকের ওপর থেকে খুব পুরানো আর মোটা একটা বই নিয়ে এল গ্রানি। বলল, 'এটা হচ্ছে বাইবেল। এর মধ্যে যীশুখ্রীস্টের সব কথা লেখা আছে। আমি পড়ছি, দুষ্টুমি না করে মন দিয়ে শোনো।'

চেয়ারে বসে চোখে চশমা এঁটে বইটার পৃষ্ঠা ওল্টাতে লাগল গ্রানি। ম্যাথিউর দ্বিতীয় অধ্যায় খুঁজে বের করে ভক্তিভরে পড়তে শুরু করল। '—রাজা হেরোডের শাসনামলে পবিত্র জেরুজালেম নগরীর বেলেথহেমে প্রভু যীশুর জন্ম হয়। তাঁর ভূমিষ্ঠ হবার সময়ে পূর্ব দেশ থেকে কয়েকজন পণ্ডিত সেখানে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, "ইহুদিদের রাজা কোথায়? আমরা পূর্ব আকাশে তারকা দেখে জানতে পেরেছি, তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই আমরা এসেছি তাঁর বন্দনা করতে"।'

পুরো অধ্যায়টা খুব দরদ দিয়ে পড়ল গ্রানি। শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেল নেলি। বেনি কিন্তু ওসব শোনাশুনির ধার দিয়েও গেল না। ওর কাছে বৃদ্ধার বাচনভঙ্গিটাই যা চমৎকার লাগল।

'হ্যাঁ, এবার বুঝলাম,' গ্রানির পড়া শেষ হতে বিজ্ঞের মত মাথা দুলিয়ে বলল বেনি।

'কি বুঝলে?' বাইবেল মুড়ে চোখে কৌতুক নিয়ে ওর দিকে চাইল গ্রানি। 'বলো তো, শুনি!'

'বুঝলাম কি করে এসব মজার গল্প পড়তে হয়।'

'কি করে?' অবাক হয়ে বেনির দিকে ঝুঁকে এল নেলি। 'তুইও পারিস?'

'হ্যাঁ! দেখবি? এই দ্যাখ!' হাত বাড়াল বেনি গ্রানির দিকে, 'দাও তো বুড়ি মা, তোমার চশমাটা দাও।'

মজা পেয়ে গেল বৃদ্ধা, হাসি মুখে চশমাটা বেনির দিকে এগিয়ে দিল। তারপর গালে হাত দিয়ে চুপচাপ তামাশা দেখতে লাগল।

চশমা চোখে লাগিয়ে বাইবেলটা নিজের দিকে টেনে আনল বেনি। গম্ভীরভাবে বেশ কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্টে গেল সে গ্রানির অনুকরণে, তারপর বইটা চোখের সামনে তুলে ধরে ভুরু কুঁচকে তাকাল। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে, অনেক কসরত করেও কালো কালো অসংখ্য খুদে খুদে দাগ ছাড়া বইয়ের পাতায় আর কিছুই আবিষ্কার করতে পারল না সে।

বারকয়েক মাথাটা ঘনঘন ওপরনিচে দোলাল বেনি, জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিল নাক কুঁচকে। কি খেয়াল হতে চশমা খুলে ওটার কাঁচ দুটো পরিষ্কার করে আবার

www.BanglaBook.org

পরল।

'হুঁম্‌ম্‌,' একসময় হাল ছেড়ে দিয়ে গম্ভীর গলায় বলল বেনি। 'আসলে কারিগরিটা এই চশমার মধ্যেই আছে। ধরতে পারছি না ঠিক।'

আর থাকতে না পেরে হেসে উঠল গ্রানি। নেলিও হেসে ফেলল ফিক করে। অনেকক্ষণ পর কষ্টেসৃষ্টে হাসি থামাল বৃদ্ধা। তারপর কারিগরিটা যে আসলে লেখাপড়া শেখার মধ্যে, সে ব্যাপারে খুব করে বোঝাল ওদের দু'জনকে।

পরদিনই কাজ শেষ করে বাসায় ফেরার পথে গ্রানির কথামত বর্ণ পরিচয়ের একটা বই কিনে নিয়ে এল বেনি নিজের জন্যে। রোজ বাসায় ফেরার পর যতটুকু সময় পায়, খুব মন দিয়ে লেখাপড়া শিখতে শুরু করল সে গ্রানির কাছে।

হঠাৎ করেই নেলির শরীরটা ঘনঘন খারাপ হতে শুরু করল। প্রায় রোজ রাতেই গা কাঁপিয়ে জ্বর আসে, সেইসঙ্গে কাশি। ঘুম বলতে গেলে হয়-ই না। সামান্য ক'দিনেই রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর চেহারা। চোয়ালের হাড় বেরিয়ে পড়েছে, দু'চোখ ঢুকে গেছে গর্তে। দিন দিন চোখের নিচে গাঢ় কালো একটা দাগ আরও গাঢ় হয়ে উঠছে।

ছয়

নতুন বছরের শুরুতে একদিন, দুই ভাইবোন কাজ শেষে সন্ধের পর ওল্ড হল স্ট্রীট থেকে যে রাস্তাটা পোর্টের দিকে চলে গেছে, সেটা ধরে এগিয়ে চলেছে হাত ধরাধরি করে। গ্যাসের আলোয় পরিষ্কার না হলেও মোটামুটি দেখা যাচ্ছে পথঘাট।

আরও কিছুটা এগিয়ে অপেক্ষাকৃত সরু, অন্ধকার একটা গলিতে ঢুকে পড়ল বেনি আর নেলি। এভাবে আরও বারদু'য়েক ডানে-বাঁয়ে ঘুরে অপরিচ্ছন্ন, দুর্গন্ধময় আর একেবারে সরু; দু'জন পূর্ণবয়স্ক মানুষ ধাক্কা এড়িয়ে চলতে পারে কি পারে না, এক তস্য গিলতে ঢুকল ওরা। গাঢ় অন্ধকার পথ। জঘন্য দুর্গন্ধে পেটের মধ্যে গুলিয়ে ওঠে। এটা বেনি আর নেলির সেই অতি পরিচিত বোকার্স স্ট্রীট।

বেশ কিছুদিন আগে থেকেই এডলার হলকে দূর থেকে শুধু একনজর দেখার সাধ হয়েছিল নেলির। টেম্পেস্ট কোর্টের আরামের বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেকবার এ-ব্যাপারে আবদার জানিয়েছে ও বেনির কাছে। ওর চাপাচাপিতে রাজি হলেও, বাবা কিংবা পরিচিত অন্য কারও সামনে পড়ার ভয়ে এতদিন আসি আসি করেও আসেনি বেনি।

কিন্তু আজ আর সামাল দেয়া গেল না নেলিকে। জেদ ধরেছে, আজ ও যাবেই যাবে।

নেলির বিশ্বাস, মাতাল অবস্থায় সেদিন বাবা ওদের সাথে মারাত্মক দুর্ব্যবহার করেছে ঠিকই, কিন্তু এখন সামনে পেলে তার আদরের ছোট্ট মেয়েকে ঠিক বুকে তুলে নেবে। ছোটবেলায় বাবা তাকে কত ভালবাসত, তার কিছু কিছু অস্পষ্টভাবে এখনও মনে পড়ে ওর।

এডলার হলের কাছাকাছি এসে সতর্ক হয়ে গেল ওরা। ভেজানো দরজার ওপর চোখ রেখে পা টিপে টিপে এগোল। এমন সময় ভেতর থেকে কয়েকটা অপরিচিত কচিকণ্ঠের কথাবার্তা কানে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বেনি, নেলিকেও থামিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিল টেনে ধরে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও পরিচিত কোন গলার স্বর শোনা গেল না।

'বাবা-মা বোধহয় এখানে আর থাকে না, নেলি,' ওর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল বেনি।

'দরজার ফাঁকে চোখ রেখে একটু দ্যাখ না, ভাই,' কাঁদোকাঁদো গলায় অনুনয় করল নেলি। ভয়ে শুকিয়ে গেছে ওর মুখ।

'আচ্ছা, দেখছি,' বলে এগিয়ে গেল বেনি। কিন্তু সাহস হারিয়ে ফেলল শেষ মুহূর্তে। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত ইশারায় ওকে অনুসরণ করতে বলে ওপাশের একটা এক পাল্লা খোলা জানালার নিচে গিয়ে দাঁড়াল। অল্প অল্প আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে জানালা দিয়ে। পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে যতদূর সম্ভব উঁচু হয়ে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল বেনি। কিন্তু জানালাটা বেশ উঁচুতে বলে কিনারা পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না। ওর গা ঘেঁষে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে নেলি, উত্তেজনায় কাঁপছে অল্প অল্প।

'নেলি,' পেছন ফিরে আস্তে করে ডাকল বেনি। 'আমি তোকে ঘাড়ে নিয়ে দাঁড়াই, তুই দ্যাখ কারা কথা বলছে ভেতরে।'

রাজি হলো নেলি। বেনি বসতে ওর ঘাড়ের দু'পাশে দু'পা ঝুলিয়ে দিয়ে বসল ও। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল বেনি। দু'হাতে জানালার কিনারা ধরে ভেতরে উঁকি দিয়ে অবাক হয়ে গেল নেলি। কারা এরা? ভাবল ও, এখানে এরা কেন?

বিভিন্ন বয়সের চারটে নোংরা, অনাহারক্লিষ্ট ছেলে, মোমবাতি জ্বেলে জড়োসড়ো হয়ে বসে আলাপ করছে। সবার বড়টা সম্ভবত বেনির সমবয়সী হবে, কিন্তু ভীষণ রোগা। এদের একজনকেও চেনে না নেলি, দেখেওনি কোনদিন।

'চিনলি কাউকে?' আস্তে করে ওকে নামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল বেনি।

'নাহ্,' হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল নেলি। 'চারটা ছেলে। একটাকেও চিনলাম না।'

'চল তো দেখি, কথা বলব ওদের সঙ্গে।'

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ওরা। কথা বন্ধ করে একসঙ্গে ফিরে চাইল ছেলেগুলো। সমবয়সী ছেলেটার দিকে তাকাল বেনি। ওর সারা শরীরে দারিদ্রের নির্মম ছাপ। একমাথা রুক্ষ, কোঁকড়ানো চুল, দু'চোখ কোটরের মধ্যে যতদূর সম্ভব ঢুকে গেছে। মনে হয় এক ছটাক মাংসও নেই সারা শরীরে—জীবন্ত কঙ্কাল যেন একটা। অন্য ছেলেগুলোর অবস্থাও কমবেশি প্রায় একই রকম।

'তোমরা এই বাড়িতে থাকো?' জিজ্ঞেস করল বেনি।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল হাড্ডিসার ছেলেটা।

'কবে এসেছ তোমরা?'

'এই তো, গত সপ্তায়।'

'তোমাদের আগে যারা এখানে থাকত, তারা কোথায় গেছে জানো কিছু?'

'নাহ্,' ঠোঁট উল্টে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল ছেলেটা। 'কেন?'

'কিছুই জানো না?' এক-পা এগিয়ে উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করল নেলি।

'তেমন কিছু জানি না, তবে বাবার কাছে শুনেছি।'

'কি? কি শুনেছ?' ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নেলি জিজ্ঞেস করল আবার।

মেয়েটা হঠাৎ করে চঞ্চল হয়ে ওঠায় ভঙ্গিত তাকাল ছেলেটা ওর দিকে। 'মানে, শুনেছি···, তাদের দুই ছেলেমেয়ে নাকি পানিতে ডুবে মারা গেছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আঁতকে উঠল বেনি আর নেলি। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল বেকুবের মত। 'আর তাদের বাবা, ডিক্ বেটস?' সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল বেনি। 'তার ব্যাপারে কিছু বলেনি তোমার বাবা?'

'হ্যাঁ, বলেছিল। ছেলেমেয়ের দুঃখে সে নাকি পরপারে চলে গেছে।'

'পরপার?' মাথা চুলকাতে চুলকাতে নেলির দিকে ফিরল বেনি। 'সে আবার কোন্ জায়গা? নাম শুনিনি তো আগে! আচ্ছা, তোমাদেরকে ধন্যবাদ।'

নেলির হাত ধরে রাস্তায় নেমে এল বেনি। ভীষণ মুষড়ে পড়েছে মেয়েটা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পায়ে পায়ে বড় রাস্তার দিকে হাঁটতে লাগল সে ভাইয়ের হাত ধরে।

আনমনে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ করেই রাস্তার পাশের একটা গির্জার ভেতর দিকে চোখ গেল বেনির। দাঁড়িয়ে পড়ল ও কি মনে করে। সার সার বেঞ্চে অসংখ্য লোক বসে আছে ওদের দিকে পেছন ফিরে। গিজগিজ করছে তাদের কালো মাথাগুলো। আগে কখনও গির্জার ভেতরে ঢুকেছে বলে মনে পড়ল না বেনির। শুধু শুনেছে, খুব ছোটবেলায় বাবা-মা নাকি ওদের দু'জনকে নিয়ে প্রায়ই গির্জায় যেত প্রার্থনা করতে। আজ হঠাৎ ওর ঢুকে দেখতে ইচ্ছে হলো।

'ভেতরে যাবি, নেলি?' ফিরে তাকিয়ে অবাক হলো বেনি। ঝরঝর করে কাঁদছে নেলি, নীরবে। বাবার জন্যে নিশ্চয়ই মন খারাপ লাগছে ওর, বুঝল বেনি। ওর মনটাও খারাপ হয়ে গেল।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওদের ইতস্তত করতে দেখে সৌম্য চেহারার এক লোক এগিয়ে এল। 'কি?' কোমলস্বরে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল সে, 'ভেতরে আসবে তোমরা?'

নিজের অজান্তেই মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল বেনি অভিভূতের মত। ওদের নিয়ে গিয়ে ফাঁকা একটা বেঞ্চে বসিয়ে দিল লোকটা। 'আরাম করে বোসো এখানে, কোন ভয় নেই,' বলে অন্যদিকে চলে গেল সে ব্যস্তপায়ে।

চারদিক তাকিয়ে ভীষণ অবাক হয়ে গেল বেনি। গির্জার ভেতরটা এত বড়, কল্পনাই করা যায় না বাইরে থেকে। অসংখ্য ঝাড়বাতি ঝুলছে মাথার ওপর। আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে হলঘরটা। আর কি উষ্ণ! ইচ্ছে হলো রাতটা এখানেই একঘুমে কাটিয়ে দিতে।

সামনের দিকে, একেবারে শেষ মাথায় রেলিংঘেরা মঞ্চমত আছে একটা। তার ওপর এদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে, পা পর্যন্ত কালচে, ঢোলা আলখাল্লা পরা এক লোক অর্গ্যান বাজিয়ে কি যেন গাইছে মৃদু স্বরে। ভরাট, মিষ্টি গলায় সুর করে প্রভুর বন্দনা করছে হয়তো। সুরটা ভাল লাগল ওদের। ক্রমশ নিচু থেকে চড়তে লাগল তার গলার স্বর, প্রলম্বিত হতে লাগল। তারপর একসময় ক্রমশ নিচু হতে হতে থেমে গেল দেয়ালে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে, কেঁপে কেঁপে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল সুরের রেশ।

'সত্যি, নেলি!' কানের কাছে মুখ এনে বলল বেনি, 'এমন গান আগে কোনদিন শুনিনি আমি। মনে হচ্ছে কে যেন আমার পিঠে ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিচ্ছে।'

কোন উত্তর দিল না নেলি। চোখ দুটো মঞ্চের ওপর ঘুরপুর করছে ওর। মোটা একটা বই হাতে করে আরেকজন এসে দাঁড়িয়েছে ওখানে। বই খুলে কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্টে নিল সে। তারপর পড়তে শুরু করল জোরে জোরে।

কিছুক্ষণ পর পড়া থামিয়ে মুখ তুলল লোকটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল উপস্থিত সবাই। ভক্তিভরে আবেগকম্পিত গলায় প্রার্থনা-সঙ্গীত গাইতে শুরু করল সমস্বরে। সুরের মূর্ছনায় তন্ময় হয়ে পড়েছিল বেনি। আচমকা নেলির হাতের এক

www.BanglaBook.org

রামখোঁচা খেয়ে সংবিৎ ফিরল ওর। তাকিয়ে দেখল, ইশারায় ওকে উঠে দাঁড়াতে বলছে নেলি। হঠাৎ খেয়াল হলো, সবার মত ওরও উঠে দাঁড়ানো উচিত। থতমত খেয়ে জিভ কেটে উঠে দাঁড়াল বেনি তাড়াতাড়ি।

অনেকক্ষণ পর প্রার্থনা শেষ হতে যে যার জায়গায় বসে পড়ল। নেলির দিকে চাইল বেনি, দু'গাল বেয়ে পানি গড়াচ্ছে ওর। একহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে বসল সে।

দু'হাতে মুখ ঢেকে আকুল হয়ে কাঁদছে নেলি। কোথায় গেল বাবা? ভাবছে ও, আর কি দেখতে পাব না তাকে? তার অত্যাচারে আমরা ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছি, তাতে তার পাপ হয়েছে ঠিকই। কিন্তু বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসে আমরা তার মনে যে কষ্ট দিয়েছি, তাতে কি আমাদের পাপ হবে না?

অনেকক্ষণ কেঁদে কিছুটা শান্ত হলো নেলির মন। চোখ মুছে পাশে তাকাল সে। বেঞ্চের পেছনদিকে হেলান দিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে বেনি। বিরাট ঘরটা প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে এর মধ্যে, এবার ওঠা উচিত। ওকে জাগিয়ে উঠে দাঁড়াল নেলি। এমন সময় অপরিচিত, সুবেশী এক যুবক এগিয়ে এল ওদের দিকে। হাসিমুখে বেনির কাঁধে একটা হাত রেখে দাঁড়াল সে।

'কি, খোকা? তুমি কি ত্রাণকর্তার দেখা পেয়েছ?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করল সে বেনিকে।

'সে কি হারিয়ে গেছে?' অবাক হয়ে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল বেনি হতাশ ভঙ্গিতে। 'নিশ্চয়ই আজ তোমরা তার সাথে ভাল ব্যবহার করোনি, তাই না?'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাড়াতাড়ি হাত নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল যুবক। 'আসলে আমার কথা বুঝতে পারোনি তুমি। সে যাই হোক, তুমি না দেখলেও তিনি তোমাকে ঠিকই দেখেছেন।'

'তাকে তো আমি চিনি-ই না! তাছাড়া আমি তো কেবল আমাকেই দেখছি,' বলল বেনি।

'ভুল বুঝছ তুমি,' সন্দেহের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল যুবক। মাথায় গোলমাল আছে কি না ভাবল বোধহয়। 'আচ্ছা, পরে তোমার সাথে এ ব্যাপারে কথা হবে, কেমন?' ব্যস্তপায়ে অন্যদিকে সরে পড়ল সে।

'প্রার্থনার সময় ভোঁস ভোঁস করে না ঘুমিয়ে একটু মন দিয়ে শুনলেই তো পারতিস!' বিরক্ত হয়ে বলল নেলি বাইরে এসে। 'কি ভাবলেন ভদ্রলোক?'

'ভাবুকগে, ওসব তুই-ই কর। আমাকে দিয়ে হবে-টবে না। এখন জলদি চল তো, রাত হলো অনেক।'

আসলে বাইবেলের 'প্রাচীন রূপকথা' শুনতে খুব ভাল লাগলেও, ঈশ্বর, ত্রাণকর্তা, প্রভু, যীশু বা দেবদূত ইত্যাদি শব্দগুলো কেমন যেন খটমটে লেগেছিল বেনির। তাই কষ্ট করে আর ওগুলো মনে রাখার চেষ্টা করেনি সে—এ কান দিয়ে শুনে ও কান দিয়ে বের করে দিয়েছে।

সাত

সাংঘাতিক শীত পড়েছে এবার। সারাদিন মেঘলা থাকে আকাশ। হাড় কাঁপানো কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটে কাজে বেরুনোই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। নেলির অবস্থা খারাপের দিকে চলেছে ক্রমেই। প্রচণ্ড কাশি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর ঘনঘন জ্বর ভীষণ কাহিল করে ফেলেছে ওকে। এ সময়ে ওকে একটু ভাল কিছু খাওয়াবার জন্যে মনে মনে অস্থির হয়ে পড়েছে বেনি। একদিন দু'দিন পর পরই ফলমূল কিনতে গিয়ে সাধ্যের বাইরে খরচ করতে শুরু করেছে সে। নিজের ওপর ভাইয়ের অকৃত্রিম ভালবাসার টান মনে মনে অনুভব করে নেলি। একা একা চোখের পানি ফেলে আর ভাবে,আমি মরে গেলে বেনির কি হবে?

'কেন শুধু শুধু এত পয়সা নষ্ট করিস তুই?' মাঝে মাঝে সত্যিই রেগে ওঠে নেলি। 'এসব আর আনবি না। সত্যি বলছি, ভাই, কিচ্ছু ভাল লাগে না আমার।'

কাজে মন বসাতে পারে না বেনি। খুব খারাপ হয়ে যায় মনটা একেকসময়। শীতকালকে অভিসম্পাত করে মনে মনে। বুড়ি মা বলেছে, এই শীতকালটাই নেলির 'কাল'। অসুখটা এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকেই নাকি হয়েছে। মাঝেমধ্যে দুরাশা জাগে, হয়তো আগামী গ্রীষ্মে সুস্থ হয়ে যাবে নেলি। ঠিক করে রেখেছে, বসন্তের দখিনা বাতাস শুরু হলেই রোজ ওকে নিয়ে পার্কে বেড়াতে যাবে সে। খোলা বাতাসে নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবে নেলি।

নেলির অসুস্থতার খবর পেয়ে এক বিকেলে ওকে দেখতে টেম্পেস্ট কোর্টে এল জো র‍্যাগ। বিছানায় হাড্ডিসার, রক্তশূন্য ফ্যাকাসে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে আঁতকে উঠল জো। কঠিন অসুখ তার নির্মম থাবা বসিয়ে দিয়েছে নেলির দেহে। অথচ অবাক হয়ে লক্ষ করল সে, ওর দু'চোখের দৃষ্টি যেন আগের চেয়ে আরও গভীর, আরও উজ্জ্বল হয়েছে। এই একটা জায়গায় হার মেনেছে কালব্যাধি।

পরপারের ডাক এসেছে নেলির, বুঝে নিল জো—এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। ভালই হবে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল সে। পার্থিব জীবনের দুঃখ-কষ্ট, খিদের জ্বালা আর নিত্য অভাবের কষ্ট সইতে হবে না নেলিকে। মরে গিয়ে বেঁচে যাবে ও।

কিন্তু ও মরে গেলে আমার কি হবে? বিপরীতমুখী চিন্তায় পড়ল জো। আমি যে ওকে আমার আপন সন্তানের মতই ভালবাসি, স্নেহ করি! মরে গেলে তো ওর সাথে আর দেখা হবে না আমার! স্বর্গ আর নরকের ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়, তাহলে তো মৃত্যুর পর ও স্বর্গেই যাবে, আর আমি যাব নির্ঘাত নরকে।

হাতের কাজ শেষ হলে রোজ নেলিকে দেখতে আসে জো। ওর খাটের পাশে মাথার কাছে চেয়ার টেনে বসে, যা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ, তা-ই করে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে নেলির সঙ্গে। আঙুর, আপেল, কমলালেবু, কিছু না কিছু রোজই আনে সে ওর জন্যে।

কোন কোনদিন নেলিকে তার অস্থায়ী কাঠের ঘরটায় নিয়ে আসে জো র‍্যাগ। নিজের ওভারকোট দিয়ে ভালমত মুড়ে নিয়ে চুল্লির পাশে টুলের ওপর বসিয়ে রাখে নেলিকে। আবার কখনও ওকে কোলে বসিয়ে কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে, ঈশ্বরের অসীম দয়া আর ভালবাসার কাহিনী শোনায় গল্পচ্ছলে। যদিও এসবে তার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। এসব নিয়ে চিন্তাভাবনা করা বা প্রার্থনা করাকে অহেতুক সময়ের অপচয় বলে মনে করে জো।

এদিকে নেলি ভেবে পায় না, কি করে জোর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে সে। এরকম চরম দুর্দিনে তার মত পিতৃসুলভ একজন সজ্জনের সহানুভূতি না পেলে কি দুর্দশা হত ওদের, কে জানে!

নেলির সঙ্গে গল্প করতে করতে চুল্লির আগুনের দিকে তাকিয়ে একেকসময় আনমনা হয়ে পড়ে জো। ডুবে যায় কোন গভীর চিন্তায়। তখন নেলি শুধু চুপচাপ লক্ষ করে, কথা বলে বৃদ্ধের চিন্তার ব্যাঘাত ঘটায় না।

www.BanglaBook.org

নেলি কি সুন্দর আগুনের মধ্যে পাহাড়, নদী, সবুজ বনানী, ঝরনা দেখতে পায়, ভাবে জো, অথচ আমার মনে হয় ওই আগুন শুধুই নরকের অগ্নিকুণ্ড। ইচ্ছে করে সারাজীবন এই কুণ্ড জ্বালিয়ে রাখি। সে আগুনে দায়ামায়া, স্নেহ-মমতা আর আশা-ভরসা সব যেন জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যায়।

নিজের সৃষ্ট মানুষের ওপর দুঃখ-কষ্টের বোঝা ইচ্ছাকৃতভাবে চাপিয়ে দেয়ার মধ্যে সৃষ্টিকর্তার কাজের কি যে রহস্য লুকিয়ে আছে, বুঝতে পারে না জো। মাঝেমধ্যে মনে প্রশ্ন জাগে, এই যে এত কষ্টে আছি আমরা, এ নাকি তাঁরই দয়া! কি এমন বাহাদুরি আছে তাঁর এর মধ্যে?

স্বর্গ আর নরকের বাসিন্দা হিসেবে কাদের তিনি আগে থেকে আলাদা করে রেখেছেন? কেন? আমরা, মানুষ যদি সবাই-ই তাঁর সৃষ্ট হয়ে থাকি, তাহলে কেন এই বৈষম্য? কেউ যদি তার সন্তানদের মধ্যে কয়েকজনকে ভালবেসে কাছে টেনে নেয়, আর অন্যদের ঘৃণাভরে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়, তাহলে তার মধ্যে ন্যায় বিচার রইল কোথায়?

গভীর ভাবনায় ডুবে যায় জো, কেন শেষ মহাপ্রলয়ের পর ঈশ্বর তাঁর কিছু সন্তানকে স্বর্গে পাঠিয়ে অন্যদের নরকের আগুনে ফেলে দেবেন? তাতে কি এমন লাভ হবে তাঁর? তবে হ্যাঁ, স্যাকরা যেমন অ্যাসিড দিয়ে খাদ বের করে আসল সোনাটুকুর যত্ন নেয়, তেমনি প্রভুও অন্য পাপীদের সাথে আমাকে পাপমুক্ত করে দেবেন বলে যদি জানতাম, তাহলে না হয় মনকে বোঝানো যেত। কিন্তু কই? তেমন কিছু তো জানতে পারলাম না আজও। পাপীরা চিরকালই নরকের আগুনে পুড়বে? এ থেকে কি তাদের মুক্তির কোন উপায় নেই?

ক'দিন আগে, গ্রানির কাছ থেকে একখানা সেন্ট জনের গসপেল ধার এনেছিল জো, শুধু নেলি যখন আসে, তাকে পড়ে শোনাবার জন্যে। জো লক্ষ করেছে, ধর্মের প্রতি অপরিসীম আগ্রহ মেয়েটার। গসপেলে লেখা প্রতিশ্রুতি, ঈশ্বরের ক্ষমা আর করুণার কথা পড়তে পড়তে একেকসময় কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যায় জো, পড়া থামিয়ে চোখ তুলে উদাস দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে ফায়ারপ্লেসের আগুনের দিকে। আবার কখনও যেন জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে অন্তর, চেহারায় পরিষ্কার ছাপ ফুটে ওঠে তার। কিন্তু পরক্ষণেই অবিশ্বাসের ঘূর্ণায়মান অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায় জো। নিজের অজান্তেই পড়া বন্ধ করে দেয়, কপাল কুঁচকে ওঠে বিরক্তিতে।

'পড়তে ভাল লাগে না, জো?' ব্যাপারটা বুঝতে পেরে একদিন নরম গলায় জিজ্ঞেস করে নেলি।

'নাহ্,' মুখ বিকৃত করে উত্তর দেয় জো। 'ভাল লাগে না।'

'কেন?' অপার বিস্ময়ে চোখ বড়বড় করে তাকায় নেলি।

'এর মধ্যে সত্যি কথা কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না, তাই।' উঠে গিয়ে তাকের ওপর বইটা রেখে আসে জো। ফিরে এসে নেলির পাশে বসে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দেয় ওর মাথায়।

অবাক চোখে ওর দিকে তাকায় নেলি। 'তুমি বলছ, জো···, কিন্তু তা হয় কি করে?' রোগপাণ্ডুর মুখে হাসি ফুটে ওঠে ওর। বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করে, কথাটা সে ঠাট্টাচ্ছলে বলেছে কি না। 'তুমি নিশ্চয়ই আমার সাথে ঠাট্টা করছ, তাই না, জো?' হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে যাওয়ায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মেয়েটার মুখমণ্ডল। 'জানো, জো, প্রার্থনার সময় পাদ্রী সাহেব সেদিন কি বলছিলেন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কি বলছিলেন?' মুখে প্রশ্রয়ের হাসি টেনে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল জো।

'বলছিলেন, পাপের পথ ত্যাগ করলে নাকি ঈশ্বর সবাইকে ক্ষমা করে দেন।'

'তুমি ঠিক শুনেছিলে?' নিজের অজান্তে হাত বোলানো বন্ধ হয়ে যায় বৃদ্ধের। সংশয় মেশানো গলায় জানতে চায়, 'ঠিক এই কথাই বলছিলেন তিনি?'

'হ্যাঁ, বলেছেন তো!' আগুনের দিকে তাকিয়ে মাথা কাত করে সায় দেয় নেলি। 'আরও কি বলেছিলেন, জানো? যত বড় পাপীই হোক না কেন, অন্তর থেকে ক্ষমা চাইলে সবাইকেই নাকি তিনি ক্ষমা করেন আর সাহায্য করেন।'

সন্ধে পর্যন্ত গল্প করে নেলিকে টেম্পেস্ট কোর্টে রেখে আসার পর থেকে সেদিন কি এক আবিষ্কারের নেশায় ছটফট করতে থাকল জোর মনটা।

ছোট মেয়েটার কথাগুলো যেন বারবার ঘুরেফিরে তার কানের পর্দায় আঘাত করছে। সবাইকেই ক্ষমা করবেন প্রভু! ভাবছে জো, আমার মত পাপীকেও?

ক্রমে গভীর হচ্ছে রাত। পাহারাদার পুলিশের ভারি বুটের খটখট শব্দ আর দু'একটা বেওয়ারিশ কুকুরের ডাক ছাড়া কোন জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই কোথাও।

ভাবছে জো, নেলি যা শুনিয়ে গেল একটু আগে, তা কি সত্যি? এখনও কি সময় আছে ঈশ্বরের পথে ফিরে আসার? তাহলে তার ক্ষমা পাব আমি? ভাবতে ভাবতে অকস্মাৎ তার চোখের সামনে থেকে অজ্ঞতা আর অবিশ্বাসের একটা ঘোর কালো পর্দা সরে গেল যেন। শুভবুদ্ধির আলোয় দীপ্ত হয়ে উঠল অন্তর। স্বর্গীয় শুভ্র আর পবিত্র আলোর বন্যায় মনের মধ্যে এতকাল ধরে জমে ওঠা কালিমা দূর হয়ে গেল চোখের পলকে। কোন এক অদৃশ্য শক্তির প্রচণ্ড আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল সুদীর্ঘকালের মূঢ়তার লৌহকপাট।

উত্তেজিত হয়ে বিছানার ওপর উঠে বসল জো র‍্যাগ, কাঁপছে সে অল্প অল্প। চোখ তুলে পরিষ্কার দেখতে পেল, আকাশের গায়ে হঠাৎ করে রঙধনু দেখা দিয়েছে একটা। তার স্বর্গীয় রঙ আর উজ্জ্বলাভায় চোখ ধাঁধিয়ে গেল জো'র। বড়বড় হরফে কি যেন লেখা আছে রঙধনুটার গায়ে। চোখ রগড়ে জো ভাল করে তাকাল সেদিকে। হ্যাঁ, পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে এবার। লেখা আছে— 'আমার দিকে যে অগ্রসর হয়, তাকে কখনও বিমুখ করি না আমি'।

দিবালোকের মত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে জো, সমস্ত আকাশ জুড়ে দেবদূত আর স্বর্গের দেবীরা দল বেঁধে, হাত ধরাধরি করে যেন তার দিকেই এগিয়ে আসছে। হাসিমুখে তাকেই উদ্দেশ্য করে সমস্বরে গাইছে—'এসো, এবং যারা শ্রবণ করে, তাদেরকেও বলো—এসো। যে-ই হোক না কেন, এই স্বর্গীয় সুধা পান করে তাকে অমর হয়ে থাকতে দাও অনন্তকাল'।

তাদের সুললিত কণ্ঠের স্বর্গীয় গান শুনতে শুনতে তন্ময়, অভিভূত হয়ে পড়ল জো। তাদের পায়ের শব্দ পর্যন্ত এখন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সে।

'কে?' ধড়মড় করে বিছানার ওপর ওঠে বসল বৃদ্ধ।

'আমি, জো। পাহারাদার,' বলল বাইরের লোকটা। 'জো, আকাশের অবস্থা খুবই খারাপ। ঝড় উঠতে পারে যে কোন সময়।'

তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নামল জো, ওভারকোট গায়ে চড়াতে চড়াতে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল। আকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চিন্তিত হয়ে পড়ল। 'তাই তো! কি হবে এখন ঝড় হলে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'যা হবার, তা তো হবেই। তবু সাবধান থেকো আর কি!' জুতোয় খটখট শব্দ তুলে অন্ধকারে হারিয়ে গেল লোকটা।

মালপত্র সব ঠিকঠাক আছে কি না বাইরে এসে ভালমত দেখে নিল জো। আকাশের দিকে তাকাল আরেকবার—ঘন, গাঢ় সুরমা রঙের মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে পুরো আকাশ। থেকে থেকে তার মধ্যে ঝলসে উঠছে শব্দহীন বিদ্যুৎ।

বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে পুরোপুরি। কেমন যেন চাপা আর গুমোট একটা আবহাওয়া বিরাজ করছে। লক্ষণ খারাপ! ভাবল জো, যে-কোন মুহূর্তে ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়ে যেতে পারে।

ভেতরে ঢুকে দরজাটা ভালমত এঁটে বন্ধ করে দিল জো। যদিও জানে, তেমন বড় ধরনের ঝড় হলে তাসের ঘরের মত উড়ে যাবে ঘরটা। কিন্তু সে চিন্তা মনের মধ্যে বেশিক্ষণ রইল না তার। টুলটা চুল্লির পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বসল সে। আমি কি তাহলে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম! কিন্তু তা হয় কি করে? ঘটনাগুলো এত বাস্তব আর জীবন্ত যে স্বপ্ন বলে মনেই হয় না।

উঠে গিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আগুনটাকে আরও কিছুটা উসকে দিয়ে এল জো। আহা! কি মধুর গান শুনিয়ে গেল ওরা আমাকে! ভাবছে সে, তাহলে···তাহলে কি বুঝব, ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করেছেন?

নেলির শীর্ণ মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। 'আমার খুদে স্বর্গের দেবী!' বিড়বিড় করে বলে উঠল বৃদ্ধ, 'আমার এত বছরের হারানো বিশ্বাস ফিরিয়ে দেয়ার জন্যেই বোধহয় ঈশ্বর তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। দীর্ঘজীবী হও, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

দূর থেকে ক্রমান্বয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসা ঝড়ের একটানা গোঁ গোঁ শব্দ শুনতে পেল জো। দেখতে দেখতে প্রবল ঘূর্ণি বাতাসের প্রথম ঝাপটাটা সবেগে আছড়ে পড়ল তার কাঠের ঘরের ওপর। প্রচণ্ড জোরে একটা ঝাঁকি দিয়ে যেন ওটা কত শক্ত পরীক্ষা করে দেখল। মড়মড় শব্দে আর্তনাদ করে দুলে উঠল ঘরটা। প্রবল বাতাসের তোড়ে মেরামতি কাজের জন্যে রাস্তার ওপর স্তূপ করে রাখা ছোট ছোট নুড়িপাথরগুলো এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগল সশব্দে।

চোখ ঝলসে দিয়ে সুরমা রঙের আকাশের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত ছুটে গেল বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা রেখা, প্রকাণ্ড একটা নীলচে রুপালি সাপের মত। বন্ধ ঘরের মধ্যে বসেও তার আভায় ঘরের ভেতরকার প্রতিটি জিনিস দিনের আলোর মত পরিষ্কার দেখতে পেল জো এক পলকের জন্যে।

কড়কড় কড়াৎ।

কানে তালা লাগানো বিকট শব্দে আশেপাশেই কোথাও পড়ল বাজটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হলো মুষলধারার বৃষ্টি, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাতাসের বেগও বাড়তে লাগল ক্রমান্বয়ে।

আট

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষদিকে সর্দিকাশি খুব চেপে বসে গেল নেলির। সঙ্গে ঘুসঘুসে জ্বর। রাতে ঘুম বলতে গেলে মোটেই হয় না। জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে পড়ছে ও দিনে দিনে। চোখের নিচে মনে হয় কে যেন এক পোঁচ কালি লাগিয়ে দিয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাধ্য হয়েই বিছানায় আশ্রয় নিতে হলো নেলিকে। একা একা কাজ চালাতে গিয়ে খুব মুশকিলে পড়ল বেনি। এমনিতেই খারাপ আবহাওয়ার জন্যে মন্দা চলছে ব্যবসা,তার ওপর নেলির জন্যে ফলমূল কেনাও একান্ত দরকার। এদিকে ঘর ভাড়াও বাকি পড়তে শুরু করেছে। যদিও গ্রানি কোনরকম তাগাদা দিচ্ছে না। তবু, দেনা তো বাড়ছে। চিন্তায় চিন্তায় দিশেহারা হয়ে পড়ল বেনি।

অসহায়ের মত শুধু চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার নেই নেলির। 'তুই একা একা আর ক'দিন এভাবে চালাবি, বেনি?' থাকতে না পেরে একদিন সকালে কাজে বেরুবার আগে জিজ্ঞেস করল নেলি।

'সে তোর ভাবতে হবে না। যেভাবে হোক ম্যানেজ করে নেব আমি।' ওকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল বেনি।

'ম্যানেজ করা মানে কি রে?' নতুন কথা শুনে অবাক হলো নেলি।

'ম্যানেজ মানে হলো জোগাড় করা, বিজ্ঞের মত বলল ও।

'সে যা-ই হোক, তোকে কিন্তু সৎ পথে থেকে উপার্জন করতে হবে। অসৎ পথে কামাই করা পয়সা আমার চাই না।'

'সেজন্যে ভাবিসনে, আমি তো আর চুরি করছি না!'

সারাদিন দেশলাই বিক্রি আর সুযোগমত বোঝা টানার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে বেনি। এর মধ্যেও কখন সন্ধে হবে, কখন বাসায় ফিরে বোনটিকে দেখতে পাবে, সেই অপেক্ষায় ছটফট করে ওর মন।

বাসায় ফিরে কোনরকমে খাওয়া সেরে নেলিকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ে বেনি। নিজের সারাদিনের অভিজ্ঞতার গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়ায় ওকে। ক্লান্ত নেলি ঘুমিয়ে পড়লে ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সে। মনে মনে প্রার্থনা করে, ঈশ্বর! ওকে সুস্থ করে দাও।

দুপুরের পর ঘুরতে ঘুরতে ফ্যাশন স্কোয়ারের অভিজাত একটা রেডিমেড কাপড়ের দোকানের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল বেনি। ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে অসংখ্য দামী দামী গরম পোশাক হ্যাঙারে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বাইরে। ছোট-বড় হরেক রকমের আর হরেক রঙের সব বাছাই করা পোশাক, দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। ওগুলোর মধ্যে নেলির গায়ের মাপের নীল রঙের একটা পুলওভারের ওপর চোখ আটকে গেল বেনির। দারুণ জিনিস তো! এইরকম একটা জামা যদি নেলিকে কিনে দিতে পারতাম!

সকালে বাসা থেকে বেরুবার আগে আজ অনেকটা সুস্থ দেখে এসেছে বেনি ওকে। ক'দিন থেকেই বায়না ধরেছে নেলি, এবার তাকে কাজে নামতে দিতে হবে। তার আগে যদি এরকম একটা গরম পোশাক কিনে দেয়া যায় নেলিকে, দারুণ হয়। তাছাড়া ওকে মানাবেও খুব এটায়।

জামাটা কেনার মত ট্যাকের জোর যে ওর নেই, ভাল করেই জানে বেনি, তবু মন মানে না। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওটা পাবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠল সে। ইচ্ছে করলেই চুরি করে নেয়া যায় ওটা, দোকানী বা আশপাশের অন্য কেউ টেরটিও পাবে না।

নাহ্, চুরি করব না আমি। আমি সৎ পথে থাকব, মনে মনে বলল বেনি। জোর করে সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে দ্রুত সরে পড়ার চেষ্টা করল ওখান থেকে। কিন্তু

www.BanglaBook.org

মনের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই হার মানল ও। ভাবল, বিলাস নয়, বোনটার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে এরকম একটা গরম পোশাক এই মুহূর্তে একান্তই দরকার।

নিজেকে বোঝাতে লাগল বেনি, আমি তো আমার নিজের জন্যে জিনিসটা চুরি করতে চাইছি না। আমার একমাত্র বোনটা ঠাণ্ডা লেগে মরতে বসেছে। এই কারণেই ওটা ওর জন্যে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। কেনার সামর্থ্য নেই, চাইলেও পাব না, সুতরাং এক্ষেত্রে চুরি করা ছাড়া উপায় কি? এই পর্যন্ত ভেবেই মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল বেনি ঝটপট। ভাল করে আশপাশে তাকিয়ে দেখে নিল। নাহ্, কারও খেয়াল নেই এদিকে, ধরা পড়ার কোন আশঙ্কাই নেই।

পায়ে পায়ে দোকানটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল বেনি। 'ছিঃ, বেনি!' হঠাৎ করে ঠিক কানের পাশে কথা বলে উঠল কে যেন, 'চুরি করতে নেই, চুরি করা মহাপাপ!' ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ও, ঘাড় ফিরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল, কিন্তু দেখতে পেল না কাউকে।

কে বলল কথাটা বুঝল বেনি, নিশ্চয়ই মা বলেছেন স্বর্গ থেকে। কিন্তু সিদ্ধান্ত পাল্টাল না সে। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে দায়ে পড়ে এক-আধটা ছোটখাটো চুরি করলে পাপ হবে কেন? আর চুরি ছাড়া অন্য কোন পথ থাকলে না হয় কথা ছিল। তা যখন নেই, কাজটা আমাকে করতেই হবে। মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলো বেনি।

ও যখন ভাবনায় মশগুল, দূর থেকে ওকে দেখতে পেয়ে স্বাস্থ্যবান, চালাক-চতুর চেহারার একটা ছেলে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল কাছে।

'কি রে, বেনি! চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যেন কারও শেষকৃত্যে যোগ দিতে যাচ্ছিস?'

চমকে উঠে ফিরে তাকাল বেনি। ছেলেটা ওর পরিচিত—জন ক্যাগার ওরফে পার্কস। পাক্কা চোর একটা। বেনির উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করল না পার্কস। ততক্ষণে ঝুঁকে পড়ে আনকোরা নতুন একজোড়া দামী চামড়ার জুতো পায়ে গলাবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সে। নতুন হলেও তার এক পাটিতে কাদা লেগে আছে। কোত্থেকে কিভাবে জোগাড় হয়েছে জুতোজোড়া, বুঝতে বাকি থাকল না বেনির।

বেনির চেয়ে বয়সে বছর দু'য়েকের বড় হলেও, ছোট বলেই মনে হয় ওকে। কোন কাজ করে না, অথচ সবসময় যথেষ্ট পয়সা থাকে ক্যাগারের পকেটে। ভাল ভাল কাপড় পরে, দামী হোটেলে খায় আর দেদার খরচ করে। স্বভাবটা গুণ্ডা প্রকৃতির। ওঠা-বসাও শহরের গুণ্ডা বদমাশদের সঙ্গে।

'কোথায় পেলি জুতো?' জানতে চাইল বেনি।

'কোথায় আবার, রাস্তায়!' ঠাট্টার সুরে বলল পার্কস।

'চুরি করেছিস?'

'আরে দোস্ত, এ আমার ব্যবসা। একে চুরি বলে না।' উঠে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল পার্কস। ঘুরে ফিরে দেখল জুতো কেমন মানিয়েছে পায়ে।

'চুরি ছাড়া আর কি বলে একে?'

'আচ্ছা মানলাম, না হয় চুরি-ই। কিন্তু জানিস, এর মত লাভজনক ব্যবসা দ্বিতীয়টি নেই?' নির্লজ্জের মত হাসছে সে।

'কি করে করিস এসব?' একটু যেন আগ্রহ প্রকাশ পেল বেনির কথার সুরে।

'কেন রে, তুইও করবি নাকি?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেনি কোন উত্তর দিল না দেখে নিজেই আবার কথা বলে উঠল পার্কস। 'আসলে কি জানিস, কাজটা খুবই সোজা। ওই দ্যাখ না, দামী দামী গরম কাপড়গুলো কেমন সুন্দর নাকের ডগায় ঝুলিয়ে রেখেছে শালারা! চুরি করব না তো কি? অবশ্য প্রথম প্রথম এসব নোংরা কাজ করতে খারাপ লাগত আমার। কিন্তু কি করব? কিনবার মত ভাগ্য করে তো আর জন্মাইনি! আর চাইলেও পাব না···, তাই···।'

'তা সে যে জন্যেই করিস, কাজটা তো খারাপ।'

'তাই বা কি করে বলিস?' যুক্তিতর্কে বেনিকে বোঝাবার চেষ্টা করল পার্কস। আঙুল তুলে দোকানগুলো দেখাল। 'চুরি হবার জন্যেই তো ওগুলো ওরা ওভাবে ঝুলিয়ে রাখে। বাচ্চার মুখের সামনে যদি মজাদার কোন খাবার ঝুলিয়ে রেখে বলা হয়, "খেও না, তাহলে পাপ হবে"—ব্যাপারটা কেমন হয়?'

এবার আর উত্তর দিল না বেনি। পার্কস ওর মনের কথাটাই বলে ফেলেছে। কিন্তু তবুও ওর সঙ্গে আমার অনেক পার্থক্য, ভাবল বেনি। কাজটা আমি নিতান্তই দায়ে পড়ে করতে যাচ্ছি। তা-ও নিজের জন্যে নয়। ও ব্যাটা তো হামেশাই চুরি করছে, দরকার থাক আর না থাক।

'আয় আমার সাথে,' বেনির হাত ধরে টানল পার্কস।

'কোথায়?'

'আয় না! মজা দেখাব একটা।'

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ওর সঙ্গে হাঁটতে লাগল বেনি। বারকয়েক ডাইনে-বাঁয়ে করে, এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে অত্যন্ত সরু একটা গলিতে এসে পড়ল ওরা দু'জন। এরমধ্যে দিনের আলো কমে গেছে। সন্ধে হতে দেরি নেই আর।

বিপরীত দিক থেকে ভাল কাপড়-চোপড় পরা কয়েকজন লোককে এগিয়ে আসতে দেখে থমকে দাঁড়াল পার্কস। ওর দেখাদেখি বেনিও দাঁড়িয়ে পড়ল।

'একটু দাঁড়া, এখুনি আসছি,' প্রায় ফিসফিস করে বলল পার্কস। গলার স্বরে উত্তেজনার আভাস।

'কি ব্যাপার?' ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল বেনি।

'বললাম না, মজা দেখাব! দ্যাখ এবার।'

বেনিকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে লোকগুলোর দিকে এগিয়ে চলল পার্কস। গলিটা বেশ সংকীর্ণ। দলটাকে পাশ কাটাতে গিয়ে, বেনির মনে হলো যেন ইচ্ছে করেই একজনকে সামান্য ধাক্কা দিল পার্কস। রাস্তায় চলাফেরার সময় এরকম ধাক্কা খাওয়াটা অস্বাভাবিক কোন ব্যাপার নয়। কিছু মনে করল না লোকটা, ভদ্রভাবে দুঃখ প্রকাশ করল পার্কসের কাছে। পার্কসও দুঃখ প্রকাশ করল এবং যার যার পথে হাঁটতে শুরু করল।

বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল পার্কস, ফিরে তাকাল বেনির দিকে। লোকগুলো ততক্ষণে আর একটা গলিতে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বিপদের সম্ভাবনা আর নেই বুঝতে পেরে পায়ে পায়ে ফিরে এল পার্কস। কাছে এসে পকেটে হাত ভরে কি যেন একটা বের করে ধরল বেনির নাকের কাছে। একটা মানিব্যাগ, দেখল ও। ঠিক ধাক্কা লাগার মুহূর্তে লোকটার পকেট মেরেছে ব্যাটা, টেরও পায়নি ভদ্রলোক। বেনি জানে রাস্তাঘাটে ভিড়ের মধ্যে এই কায়দায় কাজ হাসিল করে পকেটমাররা। কিছুক্ষণ কটমট করে পার্কসের দিকে তাকিয়ে থাকল বেনি। মনে মনে সাঙ্ঘাতিক রেগে গেলেও মুখে কিছু বলল না। ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের পথ ধরল ও।

www.BanglaBook.org

সেই দোকানটার সামনে এসে দাঁড়াল আবার বেনি। রাস্তার গ্যাস বাতিগুলো জ্বেলে দেয়া হয়েছে। দোকানগুলোও ঝলমল করছে আলোয়। একদৃষ্টিতে পুলওভারটার দিকে তাকিয়ে থাকল বেনি। এখনও বাইরে ঝুলছে ওটা। দ্রুত চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল ও, কেউ খেয়াল করছে না। এই-ই সুযোগ!

পায়ে পায়ে দোকানটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল বেনি। সতর্ক দৃষ্টিতে বারবার এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে চট করে হাত বাড়িয়ে ধরল পুলওভারটা। পরক্ষণেই আর একটা ছোট্ট হাত চেপে ধরল ওর বাড়ানো হাতের কবজি।

ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেল বেনির। আঁতকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে পাশে তাকাল ও।

আজ বেশ সুস্থ মনে হচ্ছে নিজেকে নেলির। বিনা কাজে সারাদিন একা একা বাসায় শুয়ে-বসে থাকতে আর মোটেই ভাল লাগছে না। বাইরে বেরুবার জন্যে ছটফট করছে মনটা। ঠিক করল, বেরুবে ও। খোলা বাতাসে ঘোরাও হবে, আর বেনি একা একা কেমন কাজ করছে সেটাও দেখা যাবে। গ্রানিকে বলে, কোটটা গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ল নেলি।

প্রথমে গেল লাইম স্ট্রীটে, রেলস্টেশনে। উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াল কিছুক্ষণ। কিন্তু বেনিকে দেখতে পেল না স্টেশনে। ওখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে জাহাজঘাটে এল নেলি। এখানেও পাওয়া গেল না ওকে। এ-রাস্তা ও-রাস্তা ধরে অনেকক্ষণ খামকা ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়া দুর্বল মেয়েটা। এদিকে সন্ধেও হয়ে এসেছে প্রায়।

কি করা যায়? হঠাৎ সেন্ট জর্জ গির্জার কথা মনে হলো নেলির। ওখানে গেলে নিশ্চয়ই দেখা পাব বেনির—ভাবল ও। তাড়াতাড়ি সেদিকে হাঁটতে শুরু করল, কিন্তু ব্যর্থ হলো এবারও। কিছুক্ষণ ওখানে বসে জিরিয়ে নিল নেলি। তারপর চিন্তিত মনে ফিরে চলল টেম্পেস্ট কোর্টের দিকে।

আনমনে এদিক-ওদিক চোখ বোলাতে বোলাতে হাঁটছে নেলি। হঠাৎ ফ্যাশন স্কোয়ারের একটা বড় রেডিমেড পোশাকের দোকানের অন্ধকার কোণে ঠিক বেনির মতই কাউকে যেন চোখে পড়ল ওর। থমকে দাঁড়াল নেলি। ভালমত তাকিয়ে দেখল, হ্যাঁ বেনি-ই তো! খুশি হয়ে চেঁচিয়ে ডাক দিতে গিয়েও কি মনে করে নিজেকে সামলে নিল নেলি।

ওখানে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে কি করছে বেনি? বিশ্রী একটা সন্দেহ উঁকি দিল মনে, কোন খারাপ মতলব নেই তো! দূর থেকে ঘুরে ওর পিছনে চলে এল নেলি পা টিপে টিপে। সেঁটে দাঁড়াল দেয়ালের সঙ্গে। উত্তেজনার ধড়াস ধড়াস করে লাফাচ্ছে ওর দুর্বল হৃৎপিণ্ড।

সর্বনাশ! যা ভেবেছিল, ঠিক তাই! চোরের মত এদিক-ওদিক চোখ বুলিয়ে চট করে হাত বাড়িয়ে নীল রঙের একটা গরম জামা ধরল বেনি। ছ্যাঁৎ করে উঠল নেলির বুকটা। দ্রুত কাছে এসে ভাইয়ের কবজি চেপে ধরল সে।

নেলির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই কালো হয়ে গেল ওর মুখ। লজ্জায় অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল বেনি। ওরই জন্যে এইমাত্র একটা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে যাচ্ছিল বেনি, বুঝতে পেরে নেলিও কেমন থতমত খেয়ে গেছে। নিজের প্রতি বেনির ভালবাসা আরেকবার গভীরভাবে উপলব্ধি করে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছে নেলি। বেনির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নতমুখের দিকে তাকিয়ে মমতায় ভরে উঠল ওর অন্তর। তাড়াতাড়ি বেনির হাত ধরে টানতে টানতে বাসায় নিয়ে চলল নেলি। অন্ধকারে ওর নীরব কান্না চোখে পড়ল না বেনির।

'আমি তো তোর জন্যে নিতে যাচ্ছিলাম ওটা,' অনেকক্ষণ ধরে সাহস সঞ্চয় করে মিনমিনে গলায় বলল বেনি। 'কেনার মত পয়সা তো নেই, তাই···। অথচ ওটা হলে কত ভাল হত তোর।'

কোন উত্তর দিল না নেলি। মুঠোটা আরও শক্ত করে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল. শব্দহীন কান্নার বেগ বাড়ল কিছুটা।

মাঝরাতে কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল বেনির। ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসল ও। পাশে বসে দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে নেলি। প্রথমটায় কিছু বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে পড়ল বেনি। একটু পরে গত সন্ধের কথা মনে পড়তেই ওর কান্নার কারণ বুঝল। ওকে ধরে নিজের পাশে শুইয়ে দিল বেনি জোর করে, ব্যস্তসমস্ত হয়ে আদর করতে লাগল।

'আমাকে মাফ করে দে নেলি। আর কখনও আমি চুরি করব না, দেখিস,' অনুনয় বিনয় করতে লাগল বেনি।

অনেকক্ষণ পর কিছুটা শান্ত হলো নেলি, কান্না থামল তার। বলল, 'তুই তো আমার কাছে কোন অন্যায় করিসনি, ভাই, আমি কেন মাফ করব? তুই বরং প্রভুর কাছে মাফ চা।'

'আমার কথা কি প্রভু শুনবেন?'

'হ্যাঁ, শুনবেন। তিনি সবার কথাই শোনেন।'

নেলি যেভাবে শিখিয়ে দিল, সেভাবে হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে বিছানায় বসল বেনি। দু'চোখ বুজে বলল, 'হে, প্রভু! আমি চুরি করতে গিয়েছিলাম। এমন কাজ আর কখনও করব না আমি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো, প্রভু।'

'হয়েছে?' চোখ খুলে জিজ্ঞেস করল বেনি।

'না, হয়নি। প্রার্থনা শেষ করে আমেন বলতে হয়। বল, আবার বল।'

'আমেন, আমেন,' জোরে জোরে বলল বেনি চোখ বন্ধ করে। 'এবার হলো?'

'হ্যাঁ,' চোখ মুছতে মুছতে বলল নেলি। হাসি ফুটে উঠল ওর পাণ্ডুর মুখে।

নয়

বেনির কাছে পকেট মারার বিদ্যেটা জাহির করতে চেয়েছিল আসলে পার্কস। ওর ধারণা ছিল, এত সহজে আর অল্প সময়ে প্রচুর পয়সা কামাই করা সম্ভব—ব্যাপারটা যদি একবার বেনির মাথায় ঢোকানো যায়, তাহলে ওইসব 'ফালতু' ব্যবসা থেকে ছাড়িয়ে এনে ওকে এই দু'আঙুলের ব্যবসায় নামানো খুব একটা কঠিন হবে না। যদিও কাল ব্যাপারটা চাক্ষুষ করেও কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি ওর, বরং মনে হলো যেন একটু বিরক্তই হয়েছে। তাতে কি? মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিল পার্কস, আরেকবার চেষ্টা করে দেখবে সে।

ঠিক করল, আজ সরাসরি এই কাজে নামার প্রস্তাব দেবে সে বেনিকে। প্রথমে হয়তো রাজি হতে চাইবে না, ভাবল পার্কস। কিন্তু একটু আধটু লোভ দেখাতে পারলে ওর মত দরিদ্র আর হতভাগ্য ছেলের রাজি না হয়ে উপায় আছে? অনেকক্ষণ

www.BanglaBook.org

ধরে এ-রাস্তা ও-রাস্তায় খুঁজে খুঁজে শেষে ওল্ড হল স্ট্রীটে পাকড়াও করল সে বেনিকে।

কিন্তু অনেক করে বুঝিয়েও কোন কাজ হলো না। আগ্রহ দূরে থাক, আজ ওকে পাত্তাই দিল না বেনি। একমনে নিজের কাজে ব্যস্ত থাকল সারাক্ষণ, আর ওর পিছু পিছু ঘুর ঘুর করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল পার্কস। বকবক করতে করতে মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা ওঠার উপক্রম হলো। এমনভাবে কাজ করছে বেনি, মনে হচ্ছে যেন পার্কসের একটা কথাও কানে ঢুকছে না ওর। অথবা তার অস্তিত্ব সম্পর্কেই সচেতন নয় সে।

কিন্তু এভাবেই বা কতক্ষণ সহ্য করা যায়? ওর বকবকানির ঠ্যালায় একসময় মাথা ধরে গেল বেনির। শেষে রেগেমেগে ঘুরে দাঁড়াল ও। 'পার্কস, ভাল চাস তো পালা! নইলে খারাবী আছে আজ তোর কাপালে,' গম্ভীর, থমথমে গলায় বলল বেনি।

'ইস, না গেলে কি মারবি নাকি রে?' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল পার্কস। মেজাজ খিঁচড়ে গেছে ওরও। এতক্ষণ ধরে এত লোভ দেখিয়েও কি না ব্যর্থ হতে হচ্ছে! তার ওপর ব্যাটা হুমকি দিচ্ছে বয়সে ছোট হয়েও?

'আবারও বলছি, জলদি পালা!' ধীরেসুস্থে দেশলাইয়ের বাক্সটা নামিয়ে রাস্তার ওপর রাখল বেনি, দু'হাত কোমরে রেখে দাঁড়াল।

'আহা, অত রেগে যাচ্ছিস কেন? না কি আমাকে সরিয়ে দিয়ে অন্য কিছু করার মতলব আঁটছিস?'

গত সন্ধের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হলো বেনি। রাগে গা জ্বলে গেল। 'তুই কি আমাকে তোর মত চোর ভাবিস?'

'তা ভাবিনে!' বিচ্ছিরি একটা হাসি দিয়ে বলল পার্কস। 'তবে তুই যে একেবারে সাধু না, তা তো জানি।'

আর সহ্য হলো না বেনির। 'যেটুকু জানিসনে, এবার সেটুকুও জেনে যা তাহলে,' বলে ত্বরিত গতিতে দু'পা এগিয়ে প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিল সে পার্কসের চোয়ালে। মাথা ঘুরে দড়াম করে আছড়ে পড়ল পার্কস রাস্তার ওপর। বেনি জানে, ওকে সামলে ওঠার সুযোগ দিলে শক্তিতে পারবে না সে ওর সঙ্গে। কাজেই দেরি না করে পড়ে থাকা অবস্থাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সে ওর ওপর। দুই চোয়ালে দমাদম আরও গোটা দু'য়েক ঘুসি বসিয়ে দিল। প্রচণ্ড ব্যথায় চোখে সর্ষেফুল দেখতে শুরু করল পার্কস, ঝিমঝিম করছে মাথার মধ্যে।

শুয়ে শুয়েই একভাবে তাকিয়ে থাকল সে বেনির দিকে, হিংস্র কুটিল দৃষ্টিতে। বেনি ততক্ষণে বাক্সটা গলায় ঝুলিয়ে পা বাড়াবার জন্যে তৈরি। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে, প্রচুর সময় নিয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়ল পার্কস। তারপর একহাতে ব্যথা পাওয়া চোয়াল ডলতে ডলতে এগিয়ে এল বেনির দিকে। 'এর প্রতিশোধ আমি নেবই, বেনি। ঠিক খুন করব আমি তোকে,' বলেই খুব দ্রুতপায়ে একটা গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

এরপর থেকে যতভাবে সম্ভব, বেনির ক্ষতি করার জন্যে উঠেপড়ে লাগল পার্কস। সুযোগমত ওর পকেট কেটে সাফ করে দেয়া বা দেশলাই চুরি করা ছাড়াও নানান রকম বিপদে ফেলার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকল সে। কিন্তু বেনি তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, আগে নেলি ভাল হয়ে উঠুক, তারপর কত ধানে কত চাল বোঝাব তোমাকে বাছাধন!

গ্রীষ্মের শুরুতে বেশ দ্রুতই সেরে উঠতে লাগল নেলি। জ্বর আর কাশি এখন আর

www.BanglaBook.org

প্রায় নেই বললেই চলে। ফ্যাকাসে ভাবটা দূর হয়ে গেছে চেহারা থেকে, চোখের নিচের কালির প্রলেপও মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। হারানো শক্তি ফিরে পাওয়ায় চঞ্চল হয়ে উঠল নেলি। শুয়ে বসে থেকে থেকে হাঁপ ধরে গিয়েছিল, তাই প্রায় জোর করেই আবার বেনির সাথে কাজে বেরুতে লাগল সে নিয়মিত।

কিন্তু মাসখানেক যেতে না যেতেই অবস্থা যে-কে-সেই হয়ে গেল। জ্বর আর কাশির আক্রমণে আবার কাহিল হয়ে পড়ল নেলি। একেকসময় প্রচণ্ড কাশির দমকে ছোট্ট শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে গুঁড়িয়ে যেতে চায় তার, চোখদুটো গর্ত ছেড়ে লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়।

তবু কারও নিষেধ গ্রাহ্য করে না নেলি। কাজে বেরুতে থাকে নিয়মিত। একে পেটের চিন্তা, তার ওপর একা একা খরচের ধাক্কা সামলাতে না পেরে বেনি আবার কোথাও চুরি-টুরি করতে গিয়ে বিপদ বাধিয়ে বসে কি না, তার ঠিক কি?

অক্টোবর মাস। সন্ধে হতে বেশি দেরি নেই আর। সারাদিন কিছুতেই কাজে মন বসাতে পারেনি বেনি, নেলির কথা ভেবে ভীষণ উদ্বেগের মধ্যে কেটেছে দিনটা। সাঙ্ঘাতিক খারাপ হয়ে পড়েছে ওর শরীর, তবুও কোন কথা শোনানো যায় না নেলিকে, জেদ করে কাজে বেরোয়। ফল যা হবার, হচ্ছেও তাই। যা চেহারা হয়েছে ওর, দেখলেই অজানা আশঙ্কায় কেঁপে কেঁপে ওঠে বেনির বুক।

আনমনে ভাবতে ভাবতে ওল্ড হল স্ট্রীটে কাজ করছে বেনি। হঠাৎ চোখে পড়ল হন্তদন্ত হয়ে ওর দিকেই হেঁটে আসছে পার্কস। যেন দেখেনি, এমনভাবে দ্রুতপায়ে ওখান থেকে সরে পড়তে চাইল বেনি। 'এই বেনি!' ওর মতলব বুঝতে পেরেই দূর থেকে চেঁচিয়ে ডেকে উঠল পার্কস। কাছে এসে উত্তেজিত স্বরে বলল, 'তুই এখানে, খবর পাসনি কিছু এখনও?'

'কিসের খবর?' বিরক্তি চেপে রাখার কোন চেষ্টাই করল না বেনি। ঘুরে চোখমুখ কুঁচকে তাকাল ওর দিকে।

'সে কি! তুই জানিসনে, নেলি মারা গেছে?'

মাথার মধ্যে চক্কর দিয়ে উঠল বেনির, বহু কষ্টে পতনের হাত থেকে সামলাল সে নিজেকে। মনে পড়ল, মার খাবার পর থেকে হারামজাদাটা পিছু লেগেছে আমার। মিথ্যে কথা বলে ঘাবড়ে দেয়ার কোন নতুন কায়দা নয়তো এটা! কিন্তু এত কিছু থাকতে ফাজলামো করার মত আর কিছু খুঁজে পেল না মুখপোড়া ওয়োরটা?

'আর কখনও যদি নেলিকে নিয়ে এমন নিষ্ঠুর রসিকতার চেষ্টা করিস···।'

'বিশ্বাস কর, বেনি,' ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল পার্কস। 'আমি নিজের চোখে দেখে এলাম, বাস চাপা পড়েছিল ও। আমি মিথ্যে বলছি না তোকে।'

'আরে যা যা! তুই শালা যেমন পাক্কা চোর, তেমনি মিথ্যেবাদী। ভাগ-জলদি আমার সামনে থেকে···।' বলতে বলতে ওকে ধরার জন্যে এগিয়ে গেল বেনি। কিন্তু ব্যাপার টের পেয়ে ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়েই দৌড় লাগাল পার্কস।

ও চলে গেলেও মন থেকে খুঁতখুঁতে ভাবটা দূর হলো না বেনির। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করে লাফাচ্ছে। কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না ব্যাপারটা, অথচ কেন যেন অস্বস্তিকর ভাবটাও ক্রমে বেড়েই চলেছে মনের মধ্যে। নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই সেন্ট জর্জ গির্জার দিকে পা বাড়াল বেনি। যেখানে নেলির বসে থাকার কথা, দূর থেকে জায়গাটা খালি দেখে ছ্যাৎ করে উঠল কলজে। কোথায় গেল? ওখানেই তো বসে থাকার কথা নেলির!

www.BanglaBook.org

হাঁটার গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে হতে দৌড়ে রূপান্তরিত হলো বেনির। নির্দিষ্ট লাইটপোস্টের নিচে এসে থমকে দাঁড়িয়ে বোকার মত এদিক-ওদিক চাইতে লাগল বেনি—কোথায় নেলি? সন্ধে হয়ে আসছে, এসময় তো কোথাও যাওয়ার কথা নয় ওর! ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল বেনির। এমন সময় চোখে পড়ল, বিল ট্যাকার নামে ওর আরেক পরিচিত ছেলে রাস্তা পেরিয়ে ওর দিকেই দৌড়ে আসছে।

'বিল, নেলিকে দেখেছিস?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল ও।

'এখনও খবর পাসনি তুই?' কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে পাল্টা প্রশ্ন করল বিল।

'কি—কিসের খবর?' থরথর করে কাঁপতে শুরু করল বেনি, চেষ্টা করেও আয়ত্তে রাখতে পারল না কণ্ঠস্বরটা।

'ইয়ে···মানে নেলি···।'

'কি, নেলি কি?' ওকে থামিয়ে দিয়ে ব্যস্ত গলায় চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল বেনি।

'বাসের নিচে চাপা পড়েছিল ও, বিকেলে।'

'সত্যি বলছিস, বিল?'

'হ্যাঁ, সত্যি। বড় একটা কুকুর তাড়া করেছিল ওকে। দৌড়ে পালাতে গিয়ে পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় নেলি, তখনই ওকে চাপা দেয় একটা বাস।'

দেশলাইয়ের বাক্স ছুঁড়ে ফেলে ধপাস করে পথের ওপর বসে পড়ল বেনি। ও জানে, বিল মিথ্যে কথা বলে না। এখন আর সন্দেহ নেই মনে, ঘটনাটা তাহলে সত্যিই! ঝরঝর করে কাঁদছে বেনি, পাশে বসে ওকে শান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা চালাতে লাগল বিল। 'কোথায় আছে নেলি? বেঁচে আছে তো?' অনেকক্ষণ পর কান্নাবিকৃত গলায় জানতে চাইল বেনি।

'হাসপাতালে। অ্যাম্বুলেন্স এসে নিয়ে গেছে ওকে।'

বিলের কাছ থেকে পথনির্দেশ পেয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল বেনি। ব্রাউনওয়ে হিল যাবার আগে বাঁয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে, সেই রাস্তায় পৌঁছে আরও কিছুদূর এগিয়ে হাসপাতালটা চোখে পড়ল ওর। লাল ইঁটের প্রকাণ্ড, থমথমে গম্ভীর চেহারার দালানটার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল বেনি। দেখল গেটে একজন পাহারাদার পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। পায়ে পায়ে তার দিকে এগিয়ে গেল সে, 'এটা কি হাসপাতাল?' দ্বিধান্বিত গলায় জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, এটাই। কেন, ভেতরে যাবে?'

'হ্যাঁ, খুব জরুরী কাজ আছে আমার ভেতরে।'

'ঠিক আছে, এই পথে চলে যাও। কিছুদূর গিয়ে দেখবে সামনেই হাসপাতালের ভেতরে ঢোকার দরজা আছে। ওখানে গিয়ে টোকা দাও।'

'ধন্যবাদ,' বলেই দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল বেনি দরজাটার দিকে। প্রকাণ্ড কাঠের দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করল একটু, তারপর হাত তুলে জোরে জোরে টোকা দিল কয়েকটা। বারদু'য়েক শব্দ করতে দরজা খুলে বেরিয়ে এল এক লোক।

'কি চাই?'

'আমার বোন নেলি এখানে আছে কি না, জানতে এসেছি,' হড়বড় করে বলল বেনি।

'কে সে, কখন আনা হয়েছে তাকে?'

'আমার এক বন্ধু, বিল, ও বলল বিকেলে নাকি বাস চাপা পড়েছে ও, বড় রাস্তায়···।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি। কিন্তু আজ তো আর ওকে দেখতে পাবে না, খোকা। কাল সকাল ন'টার সময় এসো, তখন তোমাকে ওর কাছে নিয়ে যাওয়া হবে, কেমন?'

'একবার দেখব, শুধু…,' কান্নায় গলা বুজে এল, শেষ করতে পারল না বেনি কথাটা। একটু সামলে নিয়ে, যেন নিজেকে শোনাচ্ছে, এমনভাবে বলল, 'ও ছাড়া যে পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই।'

দরজা ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল এবার লোকটা। বেনির কাঁধে একটা হাত রেখে নরম গলায় বলল, 'আমি সত্যিই দুঃখিত, বাবা। কিন্তু কোনমতেই আজ তোমাকে ওখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।'

'ও কি…,' এবারও কথা শেষ না করেই কেঁদে উঠল বেনি। 'ও কি মারা গেছে?'

'আরে না না!' ব্যস্ত হয়ে বলল লোকটা, 'এখন বরং কিছুটা ভালই আছে তোমার বোন। আমরা ওর চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা করেছি। কিচ্ছু ভেব না, বাড়ি যাও। কাল ঠিক সময়মত আসবে, কেমন?'

'আচ্ছা!' হতাশ হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল বেনি, তারপর চোখ মুছতে মুছতে ঘুরে দাঁড়াল।

'শোনো,' পিছন থেকে ডেকে থামাল ওকে লোকটা। বলল, 'দেখো, বাবা, আমি ইচ্ছে করলেই তোমাকে ওর কাছে নিয়ে যেতে পারি না। কারণ এখানকার কড়া নিয়ম-কানুন সবাইকেই মেনে চলতে হয়। তুমি কিছু মনে কোরো না, কেমন?' সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বেনির পিঠে দুটো মৃদু চাপড় মারল সে।

'আচ্ছা।'

গেট পেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল বেনি, একবার তাকাল দালানটার দিকে। পর্দাঢাকা কাচের জানালা গলে ভিতরকার আলো এসে পড়ছে বাইরে। ওখানেই কোথাও আছে আমার নেলি—ভাবছে ও, অথচ ওকে একটু চোখের দেখাও দেখতে পেলাম না!

সমগ্র অস্তিত্ব থেকে যেন 'নেলি নেলি' হাহাকার উঠছে বেনির। ফাঁকা লাগছে মাথার ভেতরটা, সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গেছে চিন্তাশক্তি। সারাদিনে আজ বলতে গেলে কিছুই খায়নি ও, অথচ সে-কথা মনেই পড়ছে না এখন। হাসপাতালের সামনে পায়চারি করতে করতে বেনি ভাবছে, আজ কি করে ঘরে ফিরব একা একা? নেলিকে এখানে ফেলে রেখে কি করে ঘুমুব বাসায় গিয়ে?

নীরব, নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছে শহর। আজ ঠাণ্ডাও পড়েছে খুব, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই বেনির। পা ব্যথা হয়ে যাওয়ায় ফুটপাথের ওপর, হাসপাতালের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসল ও। মুখ তুলে আকাশের দিকে চাইল একবার। পরিষ্কার, ঝকঝকে নীল আকাশে মুক্তোর দানার মত জ্বলজ্বল করছে লক্ষকোটি নক্ষত্র। 'প্রভু, আমার বোনটাকে কেড়ে নিয়ো না। তুমি তো জানো, ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই!' বিড়বিড় করে বলে উঠল বেনি।

হঠাৎ খেয়াল হলো, নেলির জন্যে প্রার্থনা করা উচিত এখন ওর। দেরি না করে হাঁটু গেড়ে, করজোড়ে বসল বেনি, ঠিক যেভাবে বসতে শিখিয়ে দিয়েছিল নেলি। 'ঈশ্বর, ওর যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে কি নিয়ে বাঁচব আমি?' কান্নাভেজা ভগ্নস্বরে বলল বেনি 'প্রভু, আমি যদি তুমি হতাম, আর তুমি যদি আমি হতে, আর এভাবে নিজের একমাত্র বোনের প্রাণভিক্ষা চাইতে, আমি কখনও তোমাকে শূন্য হাতে

www.BanglaBook.org

ফিরিয়ে দিতাম না। সারাজীবন আমি তোমার নির্দেশিত পথে চলব, দয়া করে ওকে ভাল করে দাও প্রভু। আমেন।'

ন'টায় গেট খোলার বিকট ঘড়ঘড় শব্দে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল বেনি। চিন্তা করতে করতে শেষরাতের দিকে কখন যেন ফুটপাথের ওপরই ঘুমিয়ে পড়েছিল ও। তাড়াতাড়ি হাসপাতালের ভেতরে ঢুকে পড়ল বেনি, পাগলের মত এদিক-ওদিক ঘুরে ঘুরে নেলিকে খুঁজতে লাগল।

'কাকে খুঁজছ, খোকা?' ওর অসহায় অবস্থা দেখে একজন নার্স এগিয়ে এল।

'আমার বোনকে। কাল যে বাসের নিচে চাপা পড়েছিল, তাকে!'

'আচ্ছা, এসো আমার সাথে,' ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল নার্স। 'কিন্তু খবরদার! চেঁচামেচি বা শব্দ করে কাঁদা একদম চলবে না ওখানে। মেয়েটার অবস্থা বেশি ভাল না, ওসব করলে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যেতে পারে।'

'ঠিক আছে।' দু'পাশের বেডগুলোতে শায়িত রুগীদের মধ্যে প্রত্যাশিত মুখটা খোঁজার কাজে ব্যস্ত দু'চোখ তুলে চাইল বেনি নার্সের দিকে। 'ও বাঁচবে তো?'

'আমরা তো আশা করি, বাকি প্রভুর মর্জি।'

শিশু বিভাগের শেষ মাথায় একটা বেডে শুয়ে আছে নেলি দরজার দিকে ফিরে। ওর ফ্যাকাসে পাণ্ডুর মুখটা চোখে পড়ামাত্র সব ভুলে ছুটে গেল বেনি। ডুকরে কেঁদে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল ওর ওপর, কিন্তু আরেকজন নার্স সময়মত ওর কোটের কলার মুঠো করে ধরে থামিয়ে দিল ওকে।

'বেনি···,' নিস্তেজ গলায়, যেন অনেকদূর থেকে ডেকে উঠল নেলি। ভাইকে দেখে মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ওর রক্তশূন্য মুখটা। 'তুই এসেছিস?' নিজেকে সামলে নিয়ে ধীরপায়ে বেডের পাশে গিয়ে দাঁড়াল বেনি। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাতে বোনকে আলতো করে জড়িয়ে ধরে নিঃশব্দ আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল। শীর্ণ দু'হাতে নেলিও জড়িয়ে ধরেছে ওকে।

অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে কিছুটা শান্ত হলো বেনি। নেলির গালে, কপালে অনবরত চুমু দিয়ে আদর করতে করতে বলল, 'নেলি, তোর কিছু হয়ে গেলে কি নিয়ে বেঁচে থাকব আমি?'

'অমন করতে নেই, ভাই।' দুর্বল গলায় থেমে থেমে কথা বলতে হচ্ছে নেলিকে। বেনির মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'ভয় কি? প্রভু তোকে দেখবেন।'

'না না, নেলি!' চেঁচিয়ে উঠল প্রায় বেনি। 'অমন অলক্ষুণে কথা বলিসনে। দেখিস, ঠিক ভাল হয়ে যাবি তুই। কাল রাতে অনেকক্ষণ ধরে তোর জন্যে প্রার্থনা করেছি আমি, জানিস?'

'না রে, ভাই,' মলিন একটুকরো হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটের কোণে। 'আমি আর বাঁচব না রে। কিন্তু তোর ভয় কি? ন্যায়ের পথে থাকলে ঈশ্বর তোকে দেখবেন।'

'আমি তোকে যেতে দেব না কিছুতেই,' সবেগে এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে বলল বেনি। 'তোকে ছাড়া কি নিয়ে বাঁচব আমি?'

কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইল নেলি চুপচাপ, বেনিকে শান্ত হবার সুযোগ দিল। তারপর বলল, 'ভালই তো হবে, ভাই। ভেবে দ্যাখ, খিদেয়, শীতে আর কষ্ট পেতে হবে না আমাকে। আর তোকেও আমার জন্যে চিন্তা করতে হবে না···।'

বেনিকে এবার পুরোপুরি বেসামাল হয়ে পড়তে দেখে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রথম নার্স এগিয়ে এসে একটা হাত রাখল ওর কাঁধে। ওকে শান্ত করার চেষ্টা করল সে, 'ভেবে দেখো, খোকা। নেলি ঠিক কথাই বলেছে। ও মরে গেলে তোমার কিছুটা ক্ষতি হবে ঠিকই, কিন্তু ওর তো লাভ হবে অনেক। তুমি কি চাও বেঁচে থেকে আরও কষ্ট পাক ও?'

মন দিয়ে নার্সের কথাগুলো শুনল বেনি। কি বুঝল কে জানে, একদম শান্ত হয়ে গেল। দু'হাতে চোখ মুছে বেডের মাথার কাছে রাখা চেয়ারটায় উঠে বসল সে।

ওদিকে টেম্পেস্ট কোর্টে উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে একবার এ-ঘর, একবার ও-ঘর করে বেড়াতে লাগল বৃদ্ধা গ্রানি। গতরাতের পুরোটাই ছটফটানির মধ্যে দিয়ে কেটেছে তার। একফোঁটা ঘুমুতে পারেনি। সেই যে কাল সকালে বেরিয়ে গেছে ছেলেমেয়েদুটো, তারপর থেকে এ পর্যন্ত কোন পাত্তা নেই কারও।

মাতাল বাপটা কি দেখতে পেয়ে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে গেল ওদের! নাকি অন্য কোন দুর্ঘটনায় পড়ল? ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে পড়ল সে। কি করবে, কোথায় গেলে খোঁজ পাওয়া যেতে পারে, কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।

দুপুরবেলা বিধ্বস্ত উদভ্রান্ত চেহারার বেনিকে ধীরপায়ে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেখে আঁতকে উঠল গ্রানি। ছুটে গেল সে ওর দিকে। 'কি হয়েছে, বেনি? নেলিকে দেখছিনে কেন? কোথায় রেখে এসেছিস ওকে? ছিলি কোথায় কাল সারারাত?' এমনি হাজারো প্রশ্নবাণে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল গ্রানি ওকে।

আস্তে আস্তে হেঁটে গিয়ে একটা চেয়ারের ওপর এলিয়ে দিল বেনি নিজেকে। তারপর শান্তভাবে, একবারও না কেঁদে নেলির ব্যাপারটা পুরো খুলে বলল গ্রানিকে।

'হায় ঈশ্বর!' সব শুনে বিলাপ করতে শুরু করল সে। 'সৎ মা আর বাবার অত্যাচারে বাসায় টিকতে না পেরে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল বাচ্চাদুটো। শেষে তুমিও ওদের প্রতি বিমুখ হলে, প্রভু?'

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নাকেমুখে দুটো গুঁজে দিয়ে কাজে বেরিয়ে পড়ল বেনি। কোনকিছুই ভাল লাগছে না আর। যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই যেন নেলিকে দেখতে পায় ও, একটা-দুটো নয়, অসংখ্য নেলি।

এইসব রাস্তায় খুঁজলে ওর ছোট্ট দুটো পায়ের ছাপ পাওয়া যাবে সর্বত্র। ভাবছে বেনি, আর কি নতুন ছাপ পড়বে? আর কি সুস্থ হয়ে ফিরে আসতে পারবে ও? নেলিবিহীন নিজের কথা চিন্তা করে বারবার ঝাপসা হয়ে আসছে দু'চোখ। মনে হচ্ছে বুকের ভেতরে কলজেটা কে যেন বজ্রমুঠিতে চেপে ধরেছে।

ভাবল, এখন থেকে রোজ আমাকে একাই পথে নামতে হবে। জীবনের লম্বা আর কঠিন রাস্তাটা একা একাই পাড়ি দিতে হবে। একান্ত সুখ-দুঃখের সাথী যে ছিল, সে আর ফিরবে না কোনদিন। হাসবে না, কাঁদবে না, আমার আচরণে অভিমানও করবে না আর। কেন প্রভু? কেন এমন অবিচার করলে? ওকে মেরে ফেলে তোমার কি এমন লাভ হবে?

যাক, চোখের পানি মুছে মনে মনে বলল বেনি, মৃত্যুতে যদি আমার নেলির ভাল হয়, তবে তা-ই হোক। কিন্তু ভেবে পেল না সে, ওকে যদি অন্তত আমার জন্যেও বাঁচিয়ে রাখতেন প্রভু, তাতে পৃথিবীতে কার এমন কি ক্ষতি হত?

সন্ধের আগেই কাজ বন্ধ করে বাসায় ফিরে চলল বেনি। এমনসময় হঠাৎ জো'র কথা মনে পড়ল তার। প্রায় দু'দিন হয়ে গেল, অথচ খবরটাও দেয়া হলো না তাকে। ঘুরে

www.BanglaBook.org

প্যারাডাইস স্ট্রীটের দিকে চলল সে। আজ ওকে একা দেখে একটু অবাক হলো জো, পাইপ নামিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। নেলির দুর্ঘটনার কথা খুলে বলল বেনি। একটা কথাও বলল না জো, চুপচাপ শুনে গেল শুধু। এতবড় একটা ঘটনার কথা শুনেও জো'র কোন ভাবান্তর হলো না দেখে অবাক হলো বেনি। বোকার মত চুপচাপ বসে থাকল কিছুক্ষণ। দেখল, থমথমে মুখে একদৃষ্টে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে আছে বৃদ্ধ। ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে গেল বেনি।

ছেলেটা চলে যেতেই বিছানার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল জো। বুকের মধ্যে প্রচণ্ড ঝড়ের মাতম চলছে তার। নেলিকে একনজর দেখার জন্যে ছটফট করছে মনটা। অসহায়, দুঃখী মেয়েটার দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে চোখে পানি এসে গেল কঠিনহৃদয় জো র‍্যাগের। অব্যক্ত যন্ত্রণায় বিছানায় পড়ে সারারাত কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাল সে। কি লাভ? ভাবছে জো, ওর মত একটা নিষ্পাপ ফুলকে বৃন্তচ্যুত করে ঈশ্বরের কি লাভ?

সকাল ন'টার আগেই হাসপাতালে পৌঁছল জো। কিন্তু লাভ হলো না। জানিয়ে দেয়া হলো, মেয়েটার অবস্থা খুব খারাপ। আজ কাউকেই দেখা করতে দেয়া হবে না ওর সাথে। হতাশায় মুষড়ে পড়ল বৃদ্ধ। তবুও ওয়েটিং রুমে বসে থাকল। মনে আশা, যদি এর মধ্যে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়, তাহলে হয়তো দেখা করা যাবে। বেনিও সেই একই আশায় বসে রইল ওয়েটিং রুমে।

কিন্তু দুপুরের দিকে ওদের জানানো হলো, নেলির অবস্থার কোন উন্নতি হচ্ছে না, কাজেই আজ আর ওর সঙ্গে দেখা হবে না। অগত্যা নিরুপায় হয়ে ফিরে গেল ওরা।

পরদিন সকাল থেকে পথের দিকে তাকিয়ে নিঃসাড় হয়ে পড়ে ছিল নেলি। ভোররাতের দিকে জ্ঞান ফিরেছে ওর। চোখের সামনে প্রতি মুহূর্তে যেন নিঃশেষ হয়ে আসছে নেলির জীবনীশক্তি। ছোট্ট দুর্বল শরীরটা এতটুকু হয়ে বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে প্রায়।

ন'টা বাজার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শিশু বিভাগের দরজায় জো র‍্যাগকে দেখতে পেয়ে মলিন এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল নেলির মুখে। 'তুমি এসেছ, জো?' থেমে থেমে, বহু কষ্টে উচ্চারণ করল ও। 'তোমাকে দেখে, খু-উ-ব খুশি হয়েছি আমি।'

ওর মড়ার মত ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে হাতুড়ির ঘা পড়ল জোর বুকে। জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি?'

'হ্যাঁ। তোমাকে, বেনিকে আর গ্রানিকে যাবার আগে শেষবারের মত দেখব বলেই তো সেই কখন থেকে দরজার দিকে তাকিয়ে আছি আমি।' কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে নেলির, যন্ত্রণায় বারবার বিকৃত হয়ে উঠছে চোখমুখ।

চোখ মুছতে মুছতে বেডের মাথার দিকের চেয়ারটায় বসল জো। টুপিটা নামিয়ে রেখে দু'হাতের তালুতে নেলির মুখটা আলতো করে ধরে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। কি বলবে, ভেবে পেল না সে। অনেকক্ষণ চোখ বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকল নেলি। শক্তি সঞ্চয় করে নিয়ে ডাকাল, 'জো, আমি যাবার আগে আরেকবার দেখতে আসবে আমাকে?'

বারকয়েক চেষ্টা করেও উত্তর দিতে পারল না জো, কান্নায় বুজে আসছে গলা। কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে কোনরকমে বলল, 'আসব। যদি ঈশ্বরের কৃপা হয়।'

'চেষ্টা কোরো কিন্তু,' করুণ হেসে বলল নেলি।

www.BanglaBook.org

একদৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকল জো। অনেকক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুক চিরে। আনমনে বলল, 'আশা নেই।' পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল সেদিনের প্রথম নার্সটা। সম্ভবত কথাটা একটু জোরেই বলে ফেলেছিল সে, নার্সটা শুনতে পেল। বলল, 'ঠিকই বলেছেন, এখন ঈশ্বর যদি দয়া করে ফেলে যান।'

চমকে উঠল জো, পাশে তাকিয়ে দেখল তাকে। 'আপনারও কি তাই মনে হয়?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে অবশ্য ওর জন্যে একরকম ভালই হবে,' নেলির বন্ধ চোখের পাতায় চোখ রেখে মৃদু স্বরে বলল বৃদ্ধ।

এমন সময় চোখ মেলে তাকাল নেলি। বলল, 'আবার আসবে তো, জো? আমি কিন্তু অপেক্ষায় থাকব তোমার।'

মুখ নামিয়ে নেলির কপালে সস্নেহে একটা চুমু দিল জো। তার দুচোখ আবার ভিজে উঠেছে পানিতে। বসে বসে এ-দৃশ্য দেখা অসম্ভব হয়ে উঠল। কোনরকমে বলল বৃদ্ধ, 'আজ আসি, নেলি?'

'এই-ই শেষ, না জো?' যেন বহুদূর থেকে কথা বলছে নেলি, নিস্তেজ আর অস্পষ্ট স্বরে, জড়িয়ে জড়িয়ে। 'যাবার আগে আরেকটা চুমু দেবে, জো?'

অবাধ্য অশ্রু জ্বালিয়ে মারলে তো! মুহূর্তে সামনের সবকিছু ঝাপসা হয়ে গেল, কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না জো র‍্যাগ। সামান্য স্নেহ-ভালবাসার কাঙাল মেয়েটার জন্যে বুকের মধ্যে কে যেন হায় হায় করছে তার থেকে থেকে। অন্তরের সব দরদ আর ভালবাসা দু'ঠোঁটে জড়ো করে ঝুঁকে পড়ে আবার চুমু দিল জো আলতো করে। একরাশ প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়ল যেন নেলির চোখেমুখে। পরমুহূর্তেই আবার বুজে এল ওর চোখের পাতা।

চিরদুঃখিনী স্বল্পবাক মেয়েটা অজান্তেই তার মনের কতটা স্থান দখল করে নিয়েছিল, আজ হঠাৎ করে তা উপলব্ধি করে যেন দিশেহারা হয়ে পড়ল জো। ঝট করে উঠে দাঁড়িল সে, টুপিটা একহাতে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে অন্য হাতে চোখের পানি মুছতে মুছতে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল সে শিশু ওয়ার্ড থেকে।

জো বেরিয়ে যাওয়ার একটু পর গ্রানিকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছল বেনি। কিন্তু নেলি তখন প্রচণ্ড জ্বরে অচৈতন্য। অবস্থা দ্রুত খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছে, ডাক্তাররা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন ওর আশা।

চুপচাপ বসে থাকল ওরা নেলির জ্ঞান ফেরার আশায়। একসময় চোখ মেলে চাইল ও। চাইল ঠিকই, কিন্তু কিছু দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হলো না। কেমন নিষ্প্রভ আর ঘোলাটে সে চোখের দৃষ্টি। পৃথিবীর সবকিছু ছাড়িয়ে কোথায়, কোন সুদূর লোকের দিকে চেয়ে আছে যেন নেলি। একটু পর হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠল চোখজোড়া, নড়ে উঠল চোখের মণি, ঘুরতে লাগল এদিক-ওদিক। সামনেই বেনিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল নেলির চেহারা। তাড়াতাড়ি কাছে দিয়ে দাঁড়াল গ্রানি, ওর একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতে। তার দিকে তাকিয়ে বহু কষ্টে একটু হাসল নেলি। কান্না থামাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে ওর মাথার কাছের চেয়ারটায় বসল বৃদ্ধা। গভীর মমতায় ওর রুগ্ন একটা হাত নিজের দু'হাতে জড়িয়ে ধরে রইল গ্রানি।

www.BanglaBook.org

'কারও সাথে ঝগড়া-মারামারি করিসনে, ভাই,' জড়িয়ে জড়িয়ে কোনরকমে বলল নেলি। 'ঈশ্বর তোকে দেখবেন। আবার আমাদের দেখা হবে, স্বর্গে।' এটুকু বলতেই ভীষণ হাঁপিয়ে গেল নেলি, ক্লান্তিতে চোখের পাতা বুজে এল আপনাআপনি।

মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে ওর বন্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে রইল বেনি—নির্বাক, নিষ্পলক। চেহারা দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। সম্পূর্ণ শান্ত সে। একটা হাত বাড়িয়ে কি যেন খুঁজছে নেলি শূন্যে। তাড়াতাড়ি সেটা ধরল ও। নিজের বুকের ওপর শক্ত করে চেপে ধরল নেলি ভাইয়ের হাতটা। বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'সৎ পথে থাকিস ভাই! ভাল হয়ে থাকিস।'

পরদিন যথাসময়ে হাসপাতালে এল বেনি আর জো র‍্যাগ। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। নেলি চলে গেছে সব জ্বালা-যন্ত্রণার বাইরে। জানা গেল, ওর লাশ মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখান থেকে আগামীকাল সকালে নেলিকে সরকারী খরচে সমাহিত করা হবে কর্পোরেশনের গোরস্থানে। এখন লাশ দেখা যাবে না।

'কেন?' শান্ত গলায় জানতে চাইল বেনি, 'লাশ দেখাতে আপত্তি কিসের?'

'এখানকার যা নিয়ম,' সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে বলল প্রথম নার্সটি, 'কাল গোরস্থানে গেলেই দেখতে পাবে।'

নির্ধারিত সময়ের আগেই গোরস্থানে পৌঁছল জো আর বেনি। ওদের দেখার জন্যে কফিনের ঢাকনাটা খুলে দেয়া হলো। ঠিক যেন ঘুমিয়ে আছে নেলি হাসি মুখে, ডাকলেই উঠে বসবে। সদ্য ফোটা ফুলের মত স্নিগ্ধ সতেজ আর পবিত্র সে মুখ। সঙ্গে করে আনা দামী ফুলের তোড়াগুলো সযত্নে একে একে সাজিয়ে রাখল ওরা কফিনের মধ্যে।

শেষকৃত্যের পর চলে গেল সবাই। রয়ে গেল শুধু দু'টি শোকাভিভূত প্রাণী—বেনি বেটস আর জো র‍্যাগ, নেলির জন্যে প্রার্থনা করবে বলে।

ছোট কবরটার ওপর আছড়ে পড়ে আকুল হয়ে কাঁদছে বেনি। তার পাষাণ গলানো কান্না আর সব হারানোর করুণ বিলাপে বিষণ্ণ হয়ে উঠল রোদ ঝলমলে স্নিগ্ধ সকাল।

দশ

প্রেরের কয়েকটা সপ্তাহ যে কিভাবে কোনদিক দিয়ে পার হয়ে গেল জানে না বেনি। নেলির মৃত্যুতে ওর চোখের আলো যেন দপ করে নিভে গেছে। বেঁচে থাকার আশা-ভরসা, সাধ-আহ্লাদ, সবকিছুই ছিল ওর নেলিকে কেন্দ্র করে। আজ নেলি নেই, কাজেই তারও যেন প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে সবকিছুর।

ছন্নছাড়া ভবঘুরের মত সারাদিন পথে পথে ঘুরে বেড়ায় বেনি। কাজকর্ম, খাওয়া, ঘুম—কোন কিছুরই ঠিক নেই। ঘুরে বেড়ায়, আর পথেঘাটে নেলির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সমবয়সী কোন মেয়ে চোখে পড়লে সব ভুলে হাঁ করে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। কখনও কখনও চলে যায় গোরস্থানে। নেলির কবরের পাশে বসে পার করে দেয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একা একা কথা বলে কবরটার সঙ্গে।

রাতে বিছানায় শুয়ে নেলির শোবার জায়গায় পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে খোঁজে কি যেন। দেখতে দেখতে ডিসেম্বর এসে পড়েছে, সামনেই বড়দিন। অন্যান্য বারের মত এবারও আনন্দ উৎসবের ধুম পড়ে গেছে দিকে দিকে। শয়ে শয়ে লোক শহরে আসছে রোজ, ব্যস্তসমস্ত হয়ে কেনাকাটা সেরে আবার সন্ধের আগেই ফিরে যাচ্ছে যে যার জায়গায়। কিন্তু সেদিকে বেনির তেমন খেয়াল নেই। বোবা চোখে কেবল তাকিয়ে থাকে ফ্যালফ্যাল করে। সবাইকে আনন্দে মেতে উঠতে দেখে নেলির অভাবটা বেশি করে বুকে বাজে ওর।

উৎসবের দু'দিন আগে সকালবেলা প্রচণ্ড খিদে পেটে নিয়ে ঘুম ভাঙল বেনির। নাড়ি জ্বলছে, অথচ একটা ফুটো পয়সাও নেই পকেটে। কি করা যায়, ভাবতে ভাবতে আনমনে ফেরিঘাটের দিকে হাঁটতে শুরু করল সে। অসম্ভব ভিড় ঘাটে, পা রাখাই দায়। ধাক্কা-গুঁতো খেতে খেতে বহু কষ্টে ঘাটের কাছে চলে এল বেনি। মনে আশা, যদি কারও বোঝা টানার সুযোগ পাওয়া যায়, এক আধ পেনি তো পাওয়া যাবে!

হঠাৎ চোখে পড়ল ভিড়ের বাইরে, একহাতে সুটকেস, অন্য হাতে নেলির সমবয়সী একটা মেয়ের হাত শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন এক ভদ্রলোক। ভুরু কুঁচকে ঘাটের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি, চেহারায় রাজ্যের বিরক্তি। মাঝে মধ্যে চোখ ফিরিয়ে কটমট করে তাকাচ্ছেন ভিড়ের দিকে।

চেস্টার থেকে আসা ফেরিটা এইমাত্র ঘাটে ভিড়েছে। সিঁড়ি লাগাতেই যা একটু দেরি, দল বেঁধে হুড়মুড় করে নেমে আসতে শুরু করেছে যাত্রীরা। তাদের ধাক্কায় অপেক্ষমাণ ভিড়টা বেসামাল হয়ে পড়ছে দেখে তাড়াতাড়ি মেয়েকে টেনে নিয়ে আরও একটু দূরে সরে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়ে গেল বেনি সাহস করে। 'সুটকেসটা আমাকে দেবেন, স্যার? আমি তুলে দিই?' অনুনয় করে বলল ও।

চোখ গরম করে বেনির দিকে তাকালেন তিনি, অহেতুক সময় নষ্ট হতে পারে ভেবে 'না' বলে আবার ফেরির দিকে তাকালেন। হালকা হয়ে এসেছে ভিড়টা ততক্ষণে।

'দিন না, স্যার!' কাতর গলায় অনুরোধ করল বেনি।

'যা ভাগ,' রেগেমেগে ধমকে উঠলেন ভদ্রলোক। তারপর মেয়ের হাত ধরে পা বাড়ালেন ফেরির দিকে।

হতাশ হয়ে ওখান থেকে সরে নদীর পাড়ে গিয়ে দাঁড়াল বেনি। কেন যেন ভীষণ কান্না পাচ্ছে ওর। পেটের জ্বলুনিও অসহ্য হয়ে উঠেছে। আর কারও মাথা চোখে যায় কি না সেই আশায় আশেপাশে তাকাতে লাগল ও। হঠাৎ অনুভব করল, কে যেন হাত ধরে টানছে। ঘুরে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল বেনি—সেই মেয়েটা।

'কি হয়েছে তোমার?' নরম গলায় জানতে চাইল মেয়েটি।

ওর মিষ্টি কথা শুনে কেঁদে ফেলল বেনি ঝরঝর করে। বলল, 'একটা পেনিও আজ রোজগার করতে পারিনি, খাব কি করে? আজ আমার নেলি বেঁচে নেই তো, তাই সবাই শত্রু হয়ে গেছে আমার।'

'তোমার বুঝি বাবা নেই?'

'না। বাবা-মা কেউ নেই, কিচ্ছু নেই। বোন ছিল একটা, সে-ও আমাকে ছেড়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চলে গেছে।'

'কি কাজ করো তুমি?' ব্যথিত গলায় জানতে চাইল মেয়েটা, ভয়ে ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোকের দিকে তাকাল একবার। এদিকে ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। চোখেমুখে বিরক্তির ছাপ সুস্পষ্ট।

'দেশলাই বিক্রি করি আর কুলির কাজ করি। কিন্তু আজ কোন কাজই পাইনি এখন পর্যন্ত।'

'শোনো, বাবার কথায় কিছু মনে কোরো না। আজ উনি আমাকে একটা শিলিং দিয়েছিলেন, সেটা তোমাকে দিলাম আমি। রেখে দাও, এটা তোমার কাজে লাগবে,' বলে শিলিংটা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটা। দু'পা এগিয়ে থেমে দাঁড়াল কি মনে করে। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি রোজ আসো এখানে?'

অপ্রত্যাশিত সাহায্য পেয়ে হতভম্ব হয়ে গেছে বেনি। কোনমতে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'প্রায়ই আসি।'

আর কিছু না বলে ফিরে গেল মেয়েটা। বেকুবের মত ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল বেনি। বাবার হাত ধরে ফেরির দিকে এগুচ্ছে ও তখন। কিছুক্ষণ পর লম্বা বাঁশি বাজিয়ে ফেরি ছাড়ল। যতদূর দেখা যায় রেলিঙে হেলান দিয়ে এদিকে ফিরে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকল বেনি, মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে রেখেছে শিলিংটা। কোন এক অদৃশ্য শক্তির টানে এর পর থেকে প্রতিদিন সকাল-বিকেল ফেরিঘাটে ঘুরঘুর করতে লাগল বেনি। বাসা থেকে বেরুবার সময় রোজই আশা করে, আজ হয়তো সেই মেয়েটাকে আবার দেখতে পাবে! চেস্টারের ফেরিগুলো ঘাটে ভিড়লেই ছুটে যায় সে, কিন্তু ফিরে আসে ব্যর্থ মনে।

শিলিংটা পকেট থেকে বের করে দিনের মধ্যে হাজারবার চোখের সামনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বেনি। ওটা খরচ করেনি ও। ঠিক করেছে করবেও না কোনদিন। এক এক করে অনেকগুলো দিন পার হয়ে গেল। কিন্তু মেয়েটার দেখা পাওয়া গেল না আর। ভীষণ হতাশ হয়ে শেষে একদিন হাল ছেড়ে দিল বেনি।

ক'দিন আগে থেকে পুরোদমে আবার দেশলাই বিক্রির কাজ শুরু করেছে ও। নেলিকে হারানোর শোক কিছুটা সামলে উঠেছে এতদিনে। মোটামুটি ভালই চলছে কাজ। একদিন দুপুরের দিকে ঘুরতে ঘুরতে ফ্যাশন স্কোয়ারে এসে পড়ল বেনি।

একটা মিষ্টি মেয়েকণ্ঠের গান কানে যেতে থমকে দাঁড়াল বেনি। এদিক-ওদিক তাকিয়ে অনুমান করার চেষ্টা করল গানটা কোনদিক থেকে আসছে। সামনের বিরাট দোতলা বাড়িটার ওপরতলার খোলা জানালায় চোখ পড়ল বেনির। কিছুক্ষণ পর নিশ্চিত হলো ও, শব্দটা ওই জানালা দিয়েই আসছে। যেমন মিষ্টি, কচিকণ্ঠ, তেমনি তার সুর। সব ভুলে তন্ময় হয়ে গেল বেনি, হাঁ করে তাকিয়ে থাকল খোলা জানালার দিকে।

পিয়ানো বাজিয়ে গায়িকা গাইছেঃ

'অন্তরে প্রেম আছে যার, জগৎ যে তার হাসে
সবাইকে সে আপন ভাবে, তারে সবাই ভালবাসে...'।

এক সময় ধ্যান ভাঙল বেনির। এতই মগ্ন হয়ে পড়েছিল, গান যে কখন থেমে গেছে টেরই পায়নি। জানালাটার দিকে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ও, তারপর ফিরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে চমকে উঠল ভীষণভাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আরে!!!' বলে উঠল বেনি, 'এ-ই তো সে!'

জানালার ওপর কনুইয়ে ভর দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে ফেরিঘাটে দেখা সেদিনকার সেই মেয়েটি। হয়তো একটু জোরেই বলা হয়ে থাকবে কথাটা, শুনে ফেলল সে। মুখ নামিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল মেয়েটি। ওপরদিকে তাকিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটাকে চিনে ফেলল সে মুহূর্তেই।

লিভারপুলের বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী মি. লরেন্সের একমাত্র সন্তান ইভা। ইভা লরেন্স। সেদিন সন্ধের পর বাসায় ফিরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন লরেন্স। কাছে এসে তাঁর ইজিচেয়ারের হাতলের ওপর বসে একহাতে বাবার গলা জড়িয়ে ধরল ইভা।

জানা আছে, কোনকিছু চাইবার থাকলে এভাবেই শুরু করে ইভা। তাই খবরের কাগজটা ভাঁজ করে কোলের ওপর রাখলেন লরেন্স। মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলেন ভুরু নাচিয়ে, 'আজ কি চাই তোমার, মা?'

'একটা বিশেষ জিনিস,' আদুরে গলায় বলল ইভা।

'কি জিনিস রে, পাগলী!' ওর থুতনিটা নেড়ে দিলেন লরেন্স, 'খুব দামী কিছু বুঝি?'

'উঁহুঁ, আগে বলো দেবে, তাহলে বলব।'

'আচ্ছা, দেব।' মেয়ের আবদারের ধরন দেখে আবার হাসলেন তিনি। 'খেলনা, গ্রামোফোন, অর্গ্যান, গাউন, গাড়ি না আর কিছু?'

'না না, ওসব কিছু না, বাবা।'

'তাহলে?'

বারকয়েক ঢোক গিলল ইভা। কথাটা তুলতে সাহস হচ্ছে না, ইতস্তত করছে তাই।

'কি হলো, বলো!' তাগাদা দিলেন ভদ্রলোক।

'ইয়ে, মানে, বাবা, তোমার অফিসের টুকটাক কাজ করার জন্যে নাকি একটা ছেলে লাগবে?'

'হ্যাঁ, লাগবে,' অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন তিনি। 'কিন্তু তা দিয়ে তুমি কি করবে?'

'না, মানে, সেদিন স্কুলে আমাদের টিচার বলছিলেন, সাধ্যমত টাকা-পয়সা দিয়ে আমরা সবাই মিলে ছোটখাট একটা মিশনারী গড়ে তুলতে পারি ইচ্ছে করলে।'

'সে তো খুব ভাল কথা, মা। কিন্তু তার সাথে আমার অফিসের পিয়োনের কি সম্পর্ক, তা তো বুঝলাম না!'

'আহা! আগে শোনোই না পুরোটা।'

'বেশ, বলো। আমি শুনছি।'

'টিচার বলেছিলেন, বাপ-মা-মরা যেসব এতিম ছেলেমেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, তাদের মধ্যে থেকে অন্তত একটা করে ছেলে বা মেয়েকে আমরা ভাল সংসর্গে রেখে যদি লেখাপড়া শেখাতে পারি, তাহলে নাকি একদিন ওরাও মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠবে। তাই আমি মনে মনে ঠিক করেছি, এরকম ছেলে-মেয়েদের মধ্যে থেকে ভাল আর ভদ্র দেখে একটা ছেলেকে বেছে নিয়ে তাকে মানুষ করব,' কথা শেষ করে বাবার দিকে তাকাল ইভা আশা নিয়ে।

'ও, এই কথা?' হাসলেন তিনি, 'বেশ তো, আমার কোন আপত্তি নেই।'

'আমি কিন্তু সেরকম একটা ছেলে মনে মনে ঠিক করেই রেখেছি, বাবা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তাই নাকি? কে সে?' অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন লরেন্স।

'ওই যে, সেদিন চেস্টার যাবার সময়ে ফেরিঘাটে একটা ছেলে তোমার কাছে সুটকেস চাইতে ধমকে দিয়েছিলে! পরে যাকে তোমার দেয়া শিলিংটা আমি দিয়ে দিয়েছিলাম, সেই ছেলেটা। জানো, বাবা, ওর না কেউ নেই।'

'আচ্ছা, ভেবে দেখি,' চিন্তিত স্বরে বললেন তিনি।

'আজ কি হয়েছে জানো, বাবা?'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকালেন লরেন্স।

'বিকেলে আমি যখন গান গাইছিলাম, ওই জানালার নিচে রাস্তার ওপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল ও। পরে আমাকে দেখতে পেয়ে ভয়ে পালিয়ে গেল। ওর চোখে পানি দেখেছি আমি। মনে হয় খুব কষ্টে আছে।'

'তা না হয় বুঝলাম, মা,' একটু ইতস্তত করে বললেন লরেন্স। 'কিন্তু তুমি ওকে পাচ্ছ কোথায়?'

'সেদিনই ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বাবা। ও বলেছে প্রায় প্রতিদিনই নাকি ফেরিঘাটে যায় সে।'

'আচ্ছা, ভেবে দেখি,' খবরের কাগজের ভাঁজ খুলতে খুলতে বললেন লরেন্স। 'ক'দিন পর জানাব তোমাকে।'

'তুমি কিন্তু কথা দিয়েছ, বাবা।'

'দেখো, মা, রাস্তার এইসব ছেলে-ছোকরাদের একদম বিশ্বাস করি না আমি। সাধারণত ওরা খুব অসৎ হয়, চুরি-চামারিই ওদের পেশা। সে যা-ই হোক, একটু ভাবতে দাও আমাকে। দেখি, কি করা যায়।'

ক'দিন পর চেস্টার থেকে একটা ব্যবসায়িক কাজ সেরে লিভারপুল ফিরলেন লরেন্স। ফেরিঘাটে কিছু কিশোর কুলি তাঁর সুটকেসটা নেয়ার জন্যে ঘিরে ধরল। ওদের মধ্যে বেনিকে দেখতে পেয়ে কাছে ডাকলেন লরেন্স, তারপর ওর হাতেই তুলে দিলেন সেটা। ওঁকে অনুসরণ করতে বলে নীরবে হাঁটতে লাগলেন তিনি। সুবোধ বালকের মত বেনি তাঁর পিছুপিছু চলল।

কিছুদূর এগিয়ে বড় রাস্তার পাশেই লরেন্সের অফিস। বেনিকে নিয়ে অফিসে ঢুকলেন তিনি। নিজের রুমে গিয়ে চেয়ারে বসে অনেকক্ষণ ধরে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন বেনির দিকে।

'চাকরি করবে?' আচমকা জানতে চাইলেন লরেন্স।

'জ্বি?' বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে রইল বেনি।

'থাকার জায়গা আর খাবার পাবে। তার সাথে মাস গেলে কিছু বেতনও পাবে, করবে?'

লিভারপুলে এমন অনেক ধনী আছে, যারা ছোটবেলায় বেনির মতই নিঃসম্বল আর অসহায় ছিল। শুধু সততা আর নিষ্ঠার বলে দিনে দিনে ওপরে উঠে গেছে তারা, এক নামে সবাই চেনে তাদের আজ। গ্রানির কাছে এই গল্প বহুবার শুনেছে বেনি।

পরদিন থেকেই লরেন্সের অফিসে কাজ করতে শুরু করল বেনি। মনে মনে শপথ করেছে, সে-ও সৎ আর নিষ্ঠাবান থাকবে। না খেয়ে মরে গেলেও অসৎ পথে একটা পয়সাও রোজগার করবে না।

অফিসের কাজকর্ম বেশ ভালই করতে লাগল বেনি। অবসর সময়টা মন দিয়ে লেখাপড়া শিখতে চেষ্টা করে। অফিসের একজন কর্মচারী, মরগ্যান, পড়াশোনার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিকে ছেলেটার ঝোঁক দেখে মাঝেমধ্যে সাহায্য করেন ওকে।

একদিন দুপুরে বেনিকে ডাকলেন লরেন্স। ওর হাতে মুখবন্ধ একটা খাম ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা নিয়ে এখনই আমার বাসায় যাও। চিঠিটা আমার স্ত্রীর হাতে দেবে। হাতে হাতেই উত্তর আনতে হবে। আর দেখো, দেরি হয় না যেন। আমি তোমার অপেক্ষায় থাকলাম।'

'আচ্ছা, স্যার,' ঘুরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল বেনি।

'দাঁড়াও, যাবে কিভাবে? চেনো আমার বাসা?'

'জ্বি,' মাথা চুলকাতে চুলকাতে লাজুক হেসে বলল ও। 'যে বাসায় একদিন গান শুনেছিলাম, সেই বাসা তো, স্যার?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' হেসে ফেললেন লরেন্সও। 'ওটাই। জলদি যাও!'

ফ্যাশন স্কোয়ারের সেই অট্টালিকার মত বিশাল বাড়িটার দরজায় এসে দাঁড়াল বেনি। কয়েকটা টোকা দিল দরজায়।

অনেকক্ষণ পর অল্পবয়সী একটা মেয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল বেনির দিকে। নিজের পরিচয় দিয়ে চিঠিটা বাড়িয়ে দিল বেনি মেয়েটার দিকে, সেইসঙ্গে সাহেবের নির্দেশটাও জানাল।

'কিন্তু মিসেস তো বাসায় নেই,' ভারিক্কি চালে বলল মেয়েটা। 'তুমি বরং ভেতরে এসে বোসো, উনি এসে যা করার করবেন।'

বেনি ভেতরে ঢুকতে পেছনে ঘটাং করে দরজাটা বন্ধ করে দিল মেয়েটা।

'আমি কি এখানেই বসব?'

'হ্যাঁ, বোসো,' আঙুল তুলে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল সে। তারপর ঝড়ের বেগে অদৃশ্য হয়ে গেল ভেতরদিকে।

টুপিটা কোলের ওপর রেখে ভয়ে ভয়ে চেয়ারটায় গিয়ে বসল বেনি। প্রকাণ্ড ঘরটার চারদিকে তাকিয়ে দু'চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল তার। পুরু, টকটকে লাল গালিচা মোড়া ঘরটা কি সুন্দর সুন্দর সব মূল্যবান জিনিস দিয়ে সাজানো। আর কি দারুণ গরম! নিজের বেখাপ্পা, শ্রীহীন পোশাকের কথা ভেবে কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল বেনি।

একটু আগে মেয়েটা যে দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, সেই দরজা দিয়ে বিরাট এক পুতুল বুকে জড়িয়ে ধরে ঘরে ঢুকল ইভা। ওকে দেখে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল বেনি।

'তোমার নাম বেনি?' ওর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল ইভা।

'জ্বি। বেনি বেটস,' সম্ভ্রমে বলল ও।

'আমার নাম ইভা, ইভা লরেন্স। শোনো, মা'র ফিরতে দেরি হতে পারে। ততক্ষণে চলো, আমার পুতুলঘরে গিয়ে বসে গল্প করি।'

ইভাকে অনুসরণ করে বেশ কয়েকটা বড় বড় কামরা পেরিয়ে তার পুতুলঘরে ঢুকল বেনি। এত খেলনা! চোখ কপালে উঠল ওর। প্রকাণ্ড ঘরটার মধ্যে অসংখ্য তাক ভর্তি শুধু খেলনা আর খেলনা। পাশাপাশি হরেক রকমের অজস্র পুতুলও আছে। যেন খেলনার দোকান, না না, কারখানা, ভাবল বেনি।

ঘরের এক কোনে বেশ বড়সড় একটা দিগ্বিজয়ের ঘোড়া দেখে তাজ্জব হয়ে তাকিয়ে থাকল বেনি ওটার দিকে।

'চড়বে ঘোড়ায়?' ওটার দিকে বেনির অতিরিক্ত আগ্রহ বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করল ইভা।

'জ্বি, আমি চড়ব?' বুঝতে না পেরে ওর দিকে চাইল সে, 'আমি যে চড়তে জানি না।'

'কোন চিন্তা নেই। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এসো।'

কাছে গিয়ে ঘোড়ায় চড়ার কায়দা দেখাতে লাগল ইভা। 'এই যে মই দেখছ, এটার ওপর পা রেখে উঠতে হয়। কিন্তু, দেখো। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে পড়ে যেয়ো না আবার।'

'সে জন্যে ভেব না,' অভয় পেয়ে উৎসাহের সঙ্গে বলল বেনি। টুপি রেখে এগিয়ে গেল কাছে। কিন্তু উঠতে গিয়ে ঘোড়াটার কানের পিছনদিকে বেরিয়ে থাকা দম দেয়ার চাবিটায় হাত লেগে গেল তার। সাথে সাথে লাফাতে শুরু করল ঘোড়া। ঠিকমত বসার আগেই অমন আচমকা লাফাতে শুরু করায় তাল হারিয়ে ধড়াস করে মেঝের ওপর আছড়ে পড়ল বেনি। ওর অবস্থা দেখে খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল ইভা।

লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল বেনি। মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'সত্যিই পড়ে গেলাম তাহলে?'

'অত তাড়াহুড়ো করলে পড়বেই তো,' হাসি থামিয়ে বলল ইভা। 'ঠিক আছে, ওঠ আবার।'

দ্বিগুণ উৎসাহে আবার গিয়ে চড়ে বসল বেনি, তবে এবার খুব সাবধানে। মনের আনন্দে দোল খেলো অনেকক্ষণ ধরে। একসময় ওটার দম ফুরিয়ে যেতে হাসতে হাসতে নেমে এল সে। অন্য খেলনাগুলোর দিকে মনোযোগ দিল ওরা এবার।

'হয়েছে এবার,' খেলতে খেলতে একসময়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল ইভা। বলল, 'বেনি, তুমি বরং একটা গল্প শোনাও।'

'কিসের গল্প?'

'এই···তোমার জীবনের কাহিনী। মনে হয় জীবনে খুব দুঃখকষ্ট সইতে হয়েছে তোমাকে, তাই না? বলবে সেসব আমাকে?'

'বেশ, বলছি।' গালিচার ওপর আরাম করে বসল বেনি। তারপর একে একে নিজের জীবন কাহিনী খুলে বলতে লাগল মনিবকন্যাকে।

'মা-বাবার অভাব আমাকে তত বেশি কষ্ট দেয় না, যতটা কষ্ট পাই নেলির জন্যে,' কাহিনী শেষ হতে চোখ মুছতে মুছতে বলল বেনি। 'আজও যদি ও থাকত, আমার উন্নতি দেখে কি খুশিই না হত!'

বেনির মত এক কিশোরের জীবনে এত ঘটনা-দুর্ঘটনা, দুঃখকষ্ট থাকতে পারে, সামান্য দু'বেলার খাবার জোগাড় করতে কাউকে যে এত অমানুষিক পরিশ্রম করতে হতে পারে ধনীর দুলালী ইভার কল্পনাতেও ছিল না তা। সব শুনে স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকল সে কিছুক্ষণ। তারপর সহানুভূতির স্বরে বলল, 'তোমার দুঃখের কথা শুনে খুব খারাপ লাগল আমার। কিন্তু মারা যাবার আগে নেলি যে তোমাকে সৎপথে থাকার অনুরোধ করে গিয়েছিল, সেকথা ভুলে যেয়ো না যেন। তাহলে স্বর্গে বসেও খুব কষ্ট পাবে ও।'

'না, ভুলব না। তাছাড়া তোমার সাথে দেখা হওয়ার পর থেকে আমার দুঃখ-কষ্ট অনেকটা দূর হয়ে গেছে।'

'তাই নাকি? তাহলে মনে হয়, তোমাকে সাহায্য করার জন্যে ঈশ্বরই আমাকে সেদিন ফেরিঘাটে পাঠিয়েছিলেন!' হাসতে হাসতে বলল ইভা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমিও তা-ই ভাবি,' মাথা দুলিয়ে সায় দিল বেনি।

'তুমি গির্জায় যাও?'

'সেই যে নেলিকে নিয়ে একবার গিয়েছিলাম, বললাম না? তারপর আরও একবার অবশ্য গিয়েছিলাম, কিন্তু ভিতরে ঢুকতে পারিনি।'

'কেন, ঢুকতে পারোনি কেন?'

'দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঢুকব ঢুকব করছি, এমন সময় ভিতর থেকে এক লোক বেরিয়ে এসে বলল, এখানে সব ভদ্রলোকেরা আসেন। তোমাদের মত ভিখিরির বাচ্চাদের জায়গা হবে না এখানে। বলে ঘাড় ধরে বের করে দিল আমাদের। তারপর আর যাইনি কোনদিন।'

রাগে লাল হয়ে উঠল ইভার চোখমুখ। কতক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে ঝাঁঝের সাথে বলল, 'আশ্চর্য! এইরকম দুর্ব্যবহার করল লোকটা? ঠিক আছে, আমি তোমাকে আমার পরিচিত একটা গির্জায় নিয়ে যাব একদিন। দেখো, ওখানে সবাই কত ভদ্র ব্যবহার করেন। তাছাড়া কর্মজীবী ছেলেমেয়েদের জন্যে ওখানে বিশেষ স্কুলও বসে প্রত্যেক রোববার। তুমি চাইলে ওখানে ভর্তিও হতে পারবে।'

'তুমি নিয়ে গেলে অবশ্যই যাব,' খুশি হয়ে উঠল বেনি। 'পড়ালেখা শেখার খুব ইচ্ছে আমার।'

এমনসময় খেলার ঘরে এসে ঢুকলেন মিসেস লরেন্স। 'জলদি যাও, বাবা,' আরেকটা মুখবন্ধ খাম ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন তিনি। 'তোমার দেরি দেখে সাহেব হয়তো রেগে গেছেন।'

ফেরার পথে হঠাৎ করে জো'র সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বেনির। অপ্রত্যাশিতভাবে চাকরিটা জুটে যাওয়ার কথা বলল সে বৃদ্ধকে।

'সবই প্রভুর দয়া, বেনি,' ওর সৌভাগ্যের কথা শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল জো। 'জানো, তাঁকে নিষ্ঠুর নির্দয় বলে অনেক আগেই মন থেকে বিদায় করে দিয়েছিলাম। এখন বুঝি, ভুল করেছিলাম তখন। আজকাল মাঝে মাঝে স্বপ্নে এক স্বর্গদেবীর দেখা পাই। সে আমাকে বলে, 'জো, প্রভুর পথে চলো। মনপ্রাণ দিয়ে তাঁকে ডাকো।'

'কোন স্বর্গের দেবী?'

'কেন, নেলি! ও-ই তো আমার স্বর্গের দেবী। জানো না?'

অফিসের পথে চলতে চলতে বেনি ভাবল, ঈশ্বর তাহলে আমার জন্যেও একজন স্বর্গদেবী পাঠিয়েছেন, তার নাম ইভা।

এগারো

দেখতে দেখতে একটা বছর পার হয়ে গেল। সুখে-দুঃখে দিনগুলো কাটল বেনির। তেরো পেরিয়ে চোদ্দয় পা দিয়েছে ও। দৈহিক বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে বিদ্যাবুদ্ধিতেও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। কথাবার্তা, হাঁটাচলায় বেশ মার্জিত একটা ভাব এসে গেছে বেনির। কেউ বিশ্বাসই করবে না মাত্র ক'মাস আগে পেটের দায়ে এই ছেলে পথে পথে দেশলাই বিক্রি আর কুলিগিরি করে বেরিয়েছে।

এর মাঝেও সবকিছু ছাপিয়ে নেলির অভাব কাঁটার মত খোঁচায় ওকে। ভাবে, আজ ও বেঁচে থাকলে কত সুখে রাখতে পারতাম! গরম কাপড়, জুতো, দু'বেলা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খাবার— কিছুরই অভাব টের পেতে দিতাম না।

চাকরিতে ঢোকার কিছুদিন পর ইভা ওকে রোববারের এক সান্ধ্য স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। লেখাপড়ার পাশাপাশি ধর্ম সম্পর্কেও জ্ঞান দেয়া হয় সেখানে।

শনিবার দুপুরে সবাই চলে গেলে অফিসে তালা লাগিয়ে কপেরাস পাহাড়ে গ্রানির ওখানে যায় বেনি। সাপ্তাহিক ছুটির দিনটা সে ওখানেই কাটায়। মোটামুটি একটা নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে বেঁধে নিয়েছে সে তার জীবন-যাপন পদ্ধতি। বেশ ভালই চলছিল সবকিছু।

এক শনিবার দুপুরে বাসায় যাবার আগে বেনিকে ডাকলেন লরেন্স। চাবির গোছাটা তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'মরগ্যান সাহেব না আসা পর্যন্ত বেরিয়ো না তুমি। বাইরে কাজে গেছেন উনি, চলে আসবেন।'

'আচ্ছা, স্যার,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল বেনি।

লরেন্স বেরিয়ে যেতে আপনমনে গুণগুণ করে গান ধরল ও। ধীরেসুস্থে মনিবের অগোছাল টেবিলটা ঝেড়ে-মুছে, ফাইলগুলো জায়গামত সাজিয়ে রাখতে শুরু করল।

একটু পরই হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলেন লরেন্স। বেনিকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত টেবিলের কাছে গিয়ে ফাইল, কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু একটা খুঁজতে লাগলেন। ওখানে না পেয়ে ড্রয়ারগুলো হাতড়াতে শুরু করলেন তিনি। ক্রমেই গম্ভীর, থমথমে হয়ে উঠছে তার চেহারা।

একপাশে সরে দাঁড়িয়ে মনিবের কার্যকলাপ লক্ষ করছে বেনি। ভাবল, হয়তো কোন জরুরী কাগজ বা চিঠি হারিয়ে গেছে।

'মরগ্যান সাহেব এসেছিলেন?' খোঁজা থামিয়ে চিন্তিত স্বরে বেনিকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'জ্বি না, স্যার,' তাড়াতাড়ি বলল বেনি।

'আর কেউ?' ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন লরেন্স।

'না, স্যার, আর কেউ আসেনি। আপনি যাবার পর আমি এতক্ষণ টেবিল গোছাচ্ছিলাম।'

'হুঁমম,' মাটির দিক তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন তিনি একটু। চোখ তুলে বললেন, 'তাহলে তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ, পাঁচ পাউণ্ডের যে নোটটা ভুলে ওখানে ফেলে গিয়েছিলাম?' তর্জনী তুলে টেবিলটার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল বেনির। চেহারা বদলে গেল পলকে। 'কই, না! আমি দেখিনি তো?' কোনরকমে ঢোক গিলে বলল ও।

'বেনি!' ধমকে উঠলেন লরেন্স। 'কার সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা বলছ তুমি?'

ধমক খেয়ে প্রথমে চমকে উঠলেও সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সামলে নিল ও। দৃঢ়, অবিচলিত কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আমাকে কখনও মিথ্যে বলতে শুনেছেন, স্যার?'

'না। অন্তত আমি এ পর্যন্ত শুনিনি বা কোনদিন তোমাকে আমার সন্দেহও হয়নি। সে যাই হোক, এমনও তো হতে পারে চোখের সামনে নোটটা দেখে লোভ সামলাতে পারোনি তুমি?'

'না, স্যার,' মরিয়া হয়ে শেষ রক্ষার চেষ্টা করল বেনি। 'আমি সত্যিই দেখিনি, বিশ্বাস করুন।'

'আমার পরিষ্কার মনে আছে, তাড়াহুড়ো করে বেরুতে গিয়ে এখানেই ফেলে রেখে গিয়েছিলাম ওটা। নিজেই বলছ আমি বেরুবার পর আর কেউ আসেনি এর মধ্যে, তাহলে কোথায় যেতে পারে নোটটা?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমাকে আপনি সন্দেহ করতে পারেন, স্যার। কিন্তু যা আমি দেখিনি, তার কথা কিভাবে বলব?'

'আমাকে কঠোর হতে বাধ্য কোরো না, বেনি!' ধৈর্য হারিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন লরেন্স।

এবার ভয় পেল বেনি, কেঁদে ফেলল ঝরঝর করে।

'আমি জানি, এসব শুনলে খুব দুঃখ পাবে ইভা,' বললেন তিনি। 'ওর অনুরোধেই আমি তোমাকে চাকরিটা দিয়েছিলাম। এখনও যদি নোটটা বের করে দাও, তোমাকে মাফ করে দেবো, ওকেও জানাব না কিছু। নইলে বাধ্য হয়েই থানা-পুলিশ করতে হবে এখন আমাকে।'

চোখ তুলে তাকাল সে মনিবের দিকে। দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'নোটটা আমি দেখিনি, স্যার। আমি কিছু জানি না।'

অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন লরেন্স। ওর দৃঢ়, অবিচলিত ভাব দেখে নিশ্চিত হলেন, ছেলেটা সত্যি কথাই বলছে। দৃষ্টি ঘুরিয়ে টেবিলের ওপর এলোমেলো পড়ে থাকা কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেন চুপ করে। কি যেন ভাবলেন, শেষে ধীরপায়ে বেরিয়ে গেলেন অফিস থেকে। কোথায় গেল নোটটা, কি করলাম, এসব ভাবতে ভাবতে মাথা নিচু করে আনমনে হাঁটতে থাকলেন লরেন্স।

'গুড আফটারনুন, মি. লরেন্স।'

চমকে চোখ তুলে তাকালেন তিনি। পুলিসের এক সার্জেন্ট, শার্প, লম্বা লম্বা পা ফেলে তার দিকে এগিয়ে আসছে। খুব চিন্তিত দেখলাম দূর থেকে আপনাকে! কি ব্যাপার?'

ব্যাপারটা সার্জেন্টকে খুলে বললেন তিনি। ভাবলেন, অফিসার হয়তো একটা বুদ্ধি বাতলে দিয়ে সাহায্য করতে পারবেন তাকে। শেষে বললেন, 'কিন্তু বেনিকে আমার চোর মনে হয় না, মি. শার্প। বেশ অনেকদিন হয়ে গেল আমার অফিসে চাকরি করছে ছেলেটা। সন্দেহ করার মত কোন কাজ এ পর্যন্ত করেনি ও।'

মন দিয়ে সবকিছু শুনল সার্জেন্ট। ডান হাতের তালু দিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে গাল ঘষতে লাগল। 'বুঝলাম, কিন্তু আপনি নিজেই যখন ওর বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনছেন না, তখন ওকে ধরি কিভাবে? আবার না ধরলে তো সত্যি ব্যাপারটাও জানা যাচ্ছে না। বিনা অভিযোগে তো ওকে ধরা যায় না, তেমন কোন আইন নেই।'

'আসলে এই মুহূর্তে কি যে করা উচিত, ঠিক বুঝতে পারছি না, মি. শার্প। আপনি আইনের লোক, দয়া করে যদি একটা বুদ্ধি দিতেন···, তবে এ কথা ঠিক, ছেলেটা কিন্তু সত্যিই ভাল। ওর সাথে আলাপ থাকলে বুঝতেন।'

'না হয় হারামখোর কুত্তাটাকে আমি চিনি না,' মুখ বাঁকিয়ে, যেন লরেন্সের অতি ভালমানুষীকে ব্যঙ্গ করল শার্প। 'কিন্তু এত বছরের পুলিশের চাকরিতে অমন বহু হারামির হাড় দেখেছি আমি। এদের ব্যাপারে যদি কেউ ওকালতি করতে আসে, হাসি পায় ভীষণ আমার।'

একটু থেমে আর কি কি বিশেষণে বেনিকে বিশেষিত করা যায় ভাবল শার্প। তারপর বলল, 'আপনি আসলে যত কিছুই বলুন, পাজারা সব একেকটা পাকা চোর। বাইরে থেকে দেখতে যত ভদ্র আর সুবোধ দেখাক, আসলে শুধু একটু অসতর্কতার সুযোগ খোঁজে এরা সারাক্ষণ।'

www.BanglaBook.org

সার্জেন্টের কথাবার্তা শুনে লরেন্সের সন্দেহ হলো, লোকটা যেন পরোক্ষভাবে বেনির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার ব্যাপারে তাকে উৎসাহিত করতে চাইছে। কোন মন্তব্য না করে চুপ করে থাকলেন তিনি।

'আগে কখনও টাকা-পয়সা হাতাবার কোন সুযোগ দিয়েছিলেন ওকে?' জানতে চাইল শার্প।

'না, তেমন···,' আমতা আমতা করতে লাগলেন লরেন্স। 'তেমন কোন সুযোগ অবশ্য ও পায়নি।'

'তাহলে নিশ্চিন্ত থাকুন,' তাকে আশ্বস্ত করল শার্প। 'ও ছাড়া এ-কাজ আর কেউ করেনি।'

'মি. শার্প,' তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন লরেন্স। 'আমি এর দায়িত্ব আপনাকেই দিলাম। কিন্তু দেখবেন, কোনরকম মামলা-মোকদ্দমার মধ্যে আমি যেতে চাই না।'

'সেজন্যে ভাববেন না,' খুশি হয়ে উঠল সার্জেন্ট। 'তা, কোথায় পাব সোনার চাঁদকে?

মরগ্যান সাহেব কাজ সেরে চলে গেলে অফিসে তালা লাগিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল বেনি। লরেন্সের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। মনটা খারাপ হয়ে গেছে ওর। ইস, কোথায় যেতে পারে নোটটা?

কি করা যায়, ভাবছে বেনি। এরকম একটা দুর্ঘটনা ঘটার পর আজ গ্রানির ওখানে যাওয়া ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছে না।

পাশ থেকে ঝপ করে ওর ডান হাতটা কে যেন শক্ত করে চেপে ধরল। চমকে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল বেনি। পুলিশ দেখে ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেল ওর।

'চলো হে, তোমার জন্যে এর চেয়ে বেশি আরামের জায়গা ঠিক করে রেখে এসেছি। ক'দিন বেড়াবে ওখানে,' বলতে বলতে টেনে নিয়ে চলল ওকে সার্জেন্ট।

'মি. লরেন্স কি আপনাকে পাঠিয়েছেন?' কাঁদোকাঁদো গলায় জানতে চাইল বেনি।

'তা একরকম বলতে পারো,' টিটকারি দিয়ে বলল অফিসার।

'কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি চুরি করিনি,' জোর করে হাতটা তার শক্ত মুঠি থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে করতে বলল বেনি। 'আমি চোর না।'

'আরে চল চল,' একটা হ্যাঁচকা টান মেরে বলল শার্প। 'তোর মত নিমকহারাম কুত্তা ধরা পড়লে এরকমই বলে থাকে। কত দেখলাম!'

থানায় নিয়ে হাজতে পুরে দেয়া হলো বেনিকে।

'আরে, দোস্ত! তুই?'

পিছন থেকে পরিচিত গলার ডাক শুনে ভীষণ চমকে উঠল বেনি। কিন্তু ফিরে তাকাল না। গেটের গরাদ ধরে একভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল। পায়ের শব্দ শুনে বুঝতে পারল, এগিয়ে আসছে পার্কস। কাছে এসে একটা হাত রাখল সে ওর কাঁধে। 'তুই কখনও জেলে ঢুকবি, ভাবতেই পারিনি।'

বেনি বুঝল, ওর দুর্দশা দেখে নিশ্চয়ই মনে মনে খুব খুশি হয়েছে পার্কস।

'কিচ্ছু চিন্তা করিসনে তুই,' সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে বলল পার্কস। 'এখানে যাতে তোর কোন কষ্ট না হয়, সেদিকে আমি খেয়াল রাখব।'

'পার্কস,' বিরক্ত হয়ে ওর দিকে ফিরল এবার বেনি। 'তোর সাহায্য আমার দরকার নেই। দয়া করে আমাকে একটু একা থাকতে দে। আমি তোর মত চুরি করে

www.BanglaBook.org

জেলে ঢুকিনি। বিনা দোষে ধরে আনা হয়েছে আমাকে।'

'হাহ! চুরি করিসনি বললেই হলো? কার এত মাথাব্যথা হয়েছে যে খামকা ধরে আনতে যাবে তোকে? আসলে প্রথম তো, একটু-আধটু খারাপ লাগবেই। ও কিছু না, ঠিক হয়ে যাবে সব,' একটু থেমে এক চোখ টিপে হাসল পার্কস। 'তোকে এখানে পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি।'

'দূর হ!' খেঁকিয়ে উঠল বেনি। 'আর একটা ফালতু কথা বললে দাঁত ভেঙে দেব তোর, ওয়োর কোথাকার!'

'মিস্টার বেটস,' দূরে সরে গেছে ও ততক্ষণে। অন্যান্য হাজতীদের সঙ্গে চোখ ইশারায় ভাব বিনিময় করল সে হেসে হেসে। 'কেন শুধু শুধু রাগ দেখাচ্ছ? তার চেয়ে বরং এসো, আমরা গান গাই, আর তুমি কোমর দুলিয়ে নাচো, কেমন?'

হো হো করে গলা ছেড়ে হেসে উঠল সবাই। প্রচণ্ড রাগে থরথর করে কাঁপছে বেনি। বাইরে হলে কি করত বলা যায় না, কিন্তু এখানে কিছু করতে যাওয়াটা বোকামি হবে বুঝতে পেরে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে গেল ও। শান্ত হয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে পড়ল বেনি মেঝের ওপর।

বারো

সোমবার সকালে মনিবের টাকা চুরির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এনে বেনিকে কোর্টে চালান করে দিল শার্প। বারবার ঝামেলা না বাড়ানোর অনুরোধ করার পরও সার্জেন্টের এই হঠকারিতায় তার ওপর মনে মনে ভীষণ চটে গেলেন লরেন্স। ঠিক করলেন, কোর্টে তিনি যাবেন না। ফলে বিকেলে বাধ্য হয়ে বেনিকে হাজতে ফিরিয়ে আনতে হলো সার্জেন্টকে।

সন্ধে হয়ে এলেও এখন পর্যন্ত কোন বাতি দেয়া হয়নি হাজতের ভেতরে। ঝাপসা আলোয় চারদিক তাকাল বেনি। হাজতীদের সংখ্যা আজ অনেক কম, কেমন ফাঁকা আর গা ছমছমে নির্জনতা বিরাজ করছে। এক কোণে গিয়ে বসে পড়ল বেনি। তাকিয়ে দেখল, বিপরীত কোণে চুপচাপ বসে আছে পার্কস। হঠাৎ বেনির মনে কেমন সহানুভূতি জাগল ছেলেটার জন্যে। ইচ্ছে হলো ডেকে আলাপ করে।

'পার্কস,' নরম গলায় ডাকল সে।

কোন উত্তর নেই। অন্ধকারে, চারদেয়ালে বিকট শব্দে প্রতিধ্বনিত হলো ওর কণ্ঠস্বর। চমকে উঠল বেনি, ভয় ভয় লাগছে। ব্যাপার কি? ভাবছে বেনি, মরে গেল নাকি শালা!

চোখ কুঁচকে ও যেখানে বসে আছে সেদিকটা দেখার চেষ্টা করল বেনি। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে মনে হলো, ঘন কালো ছায়ামত কি যেন নড়ছে ওখানটায়। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ছায়াটা এবার। ভয়ে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠার উপক্রম করল বেনি। হঠাৎ মনে হলো, পার্কস হয়তো কোন দুষ্টুমির ফন্দি এঁটেছে। দাঁড়াও, শালা, বার করছি তোমার ফন্দি।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল বেনি, মুঠি পাকিয়ে তৈরি হয়ে নিল। ছায়াটা নাগালের মধ্যে আসামাত্র প্রচণ্ড শক্তিতে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল সে ওটার কাঁধ লক্ষ করে।

'বাবাগো! মাগো, মরে গেলাম!' তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল পার্কস তীব্র ব্যথায়। ছিটকে গিয়ে সজোরে ধাক্কা খেলো সে ওপাশের দেয়ালে।

www.BanglaBook.org

'ঠিক হয়েছে, শালা! আর ফাজলামো করবি?'

'বিশ্বাস কর, বেনি,' কাঁধ ডলতে ডলতে কাতর কণ্ঠে বলল পার্কস। 'ঠাট্টা করিনি। তুই যখন ডাকলি, আমি তখন খুব গভীর চিন্তায় ছিলাম, তাই কথা বলিনি। উহ্, মাগো! ঘাড় ভেঙে দিয়েছিলি আরেকটু হলে।'

'কি এত ভাবছিলি?' সন্দিগ্ধ গলায় জানতে চাইল বেনি।

'দারুণ একটা প্ল্যান! যদি তুই সাহায্য করিস, তাহলে আর ভবিষ্যতের চিন্তা করতে হবে না আমাদের।'

'যেমন···?'

'এসব কথা জোরে বলা যায় না।'

'চুপিচুপি বলবি? তোর ওসব আমি শুনতে চাই না। নিশ্চয়ই কোন বাজে মতলব করেছিস তুই?'

'নাহ্,' হতাশ হয়ে বলল পার্কস। 'তুই একটা আস্ত বোকা, বেনি। বোকা নাম্বার ওয়ান।'

'মানে?' দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল বেনি।

'মানে? মানে হচ্ছে···' ছড়ানো পা গুটিয়ে নিয়ে বসল পার্কস। 'আমি জানি, তুই চুরি করে ধরা পড়ে এসেছিস এখানে। এ-ও জানি, একবার যে জেলের ভাত খেয়েছে, ঘুরেফিরে তাকে আবার আসতেই হবে এখানে। তাই আমি ভাবছিলাম, তুই আমি একসঙ্গে···।'

'ভুল করছিস তুই,' দৃঢ়স্বরে বাধা দিল ওকে বেনি। 'আমি চুরি করিনি।'

'তুই বলছিস, খামকা ধরে আনা হয়েছে তোকে?'

ওর প্রশ্নের মধ্যে ব্যঙ্গের আভাস পেয়ে কঠোর কণ্ঠে বলল বেনি, 'পার্কস, আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগটা আনা হয়েছে, সেটা চুরির ঠিকই। কিন্তু জেনে রাখ, আমি চুরি করিনি। আমি চোর না।'

'সত্যিই চুরি করিসনি?' সন্দিগ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করল পার্কস।

'বললাম তো, করিনি!'

ব্যাপারটা হজম করতে বেশ সময় লাগল পার্কসের। তারপরও কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না ও, ভাবতে লাগল কি যেন। 'সে যা-ই হোক, বেনি, পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ তোর বিপক্ষে চলে গেছে। ব্যাপারটা সত্যি হোক আর মিথ্যেই হোক, কিচ্ছু এসে যায় না এখন তাতে।'

'ভাগ! কি যা তা বলছিস?' বিরক্ত হলো বেনি।

'বলছি চুরি করিস আর না-ই করিস, সবই সমান এখন। মুক্ত হয়ে যেদিন তুই ওই গেটের বাইরে গিয়ে দাঁড়াবি, সেদিন থেকেই পুলিশের জোড়া জোড়া চোখ আঠার মত সেঁটে থাকবে তোর পেছনে। এক মুহূর্তও শান্তিতে থাকতে দেবে না,' একটু তিক্ত হাসি ফুটে উঠল পার্কসের ঠোঁটের কোণে। অন্ধকারে সেটা চোখে পড়ল না বেনির।

'যেখানেই যাবি, তোর পিছু পিছু ধাওয়া করে বেড়াবে ওরা। "জেল ঘুঘু" বলে টিটকারি দেবে। মোটকথা ওরা তোর জীবনটা ভাজা ভাজা করে খাবে।'

'বুঝলাম না তোর কথা,' নিখাদ বিস্ময় ফুটে উঠল বেনির গলায়। ঘাবড়ে গেছে ও। 'তুই এসব জানলি কিভাবে?'

'জেনেছি আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। দ্যাখ, বেনি, দেখতে তুই বড় হলেও বয়সে কিন্তু আমি তোর চেয়ে বড়। আমি তোকে মিথ্যা ভয় দেখাচ্ছি না,

www.BanglaBook.org

বিশ্বাস কর, ভাই।'

'ঠিক আছে, বিশ্বাস করলাম। এবার বল, কেন বললি কথাটা?'

'শোন তাহলে। একবার খুব অনটনের মধ্যে পড়েছিলাম। পরপর দু'দিন পানি ছাড়া আর কিছুই খেতে পাইনি। খিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়লাম। ঠিক করলাম, কোন রেস্তোরাঁয় ঢুকে আগে পেটটা তো ঠাণ্ডা করি, তারপর কপালে যা আছে তাই হবে। যেমন ভাবা তেমন কাজ, চোখ-কান বন্ধ করে গপাগপ খেয়ে নিলাম। পেট ঠাণ্ডা হতেই চিন্তাশক্তি বেড়ে গেল। ভয় পেলাম খুব। পকেটে একটা ফুটো পয়সাও নেই, খাবারের দাম দেব কোত্থেকে? পালাবার সিদ্ধান্ত নিলাম, কিন্তু শালার ফাটা কপাল! ধরা পড়ে গেলাম মালিকের হাতে। বিচারে একমাসের জেল হলো আমার, সেই-ই প্রথম।

'জেলখানায় বসে নিরিবিলিতে ব্যাপারটা নিয়ে যত ভাবলাম, নিজের ওপর ততই ঘেন্না ধরে গেল, বুঝলি? মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, না খেয়ে মরে যাব, তা-ও ভাল। কিন্তু এমন কাজ জীবনে আর করব না।'

'তারপর?' রুদ্ধশ্বাসে শুনছে বেনি।

'ছাড়া পাবার পর যেখানেই যাই কাজের খোঁজে, পিছন পিছন পুলিশও গিয়ে হাজির হয় সেখানে। আমি জেল ঘুঘু, আমাকে কাজ দিলে পরে নির্ঘাত বিপদে পড়তে হবে, এইসব আজেবাজে কথা বলে মানুষের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিতে লাগল ওরা।'

বলতে বলতে আনমনা হয়ে পড়ল পার্কস। কখন বাতি দিয়ে গেছে পাহারাদার, গল্পে মগ্ন থাকায় দু'জনের একজনও খেয়াল করেনি। অপর্যাপ্ত আলোয় বড় বিষণ্ণ আর করুণ লাগছে ওর চেহারাটা। মনে হলো, পার্কস যেন ওর সেই তিক্ততায় ভরা অতীতের দিনগুলোতে ফিরে গেছে।

'তারপর?'

'তারপর আর কি?' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল পার্কস। 'এসব শুনে কেউ আর আমাকে কোন কাজ দিতে সাহস পায় না। প্রথম দিন যেখানে গিয়ে ভরসা পাই—বোধহয় কাজ পাব, দ্বিতীয় দিন সেখানে গেলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে আমাকে। শেষে আর না পেরে শহরের বাইরে পালিয়ে গেলাম। অনেক খোঁজাখুঁজির পর এক বড়লোকের খামারবাড়িতে কাজ পেলাম। ভালই কাটল কয়েকটা দিন। কিন্তু ওই যে বললাম, ফাটা কপাল! কুকুরের মত গন্ধ শুঁকে শুঁকে একদিন সেখানেও হানা দিল পুলিশ। ভাগলাম, বুঝলি? জানপ্রাণ নিয়ে সটকে পড়লাম। তারপরেও দু'এক জায়গায় অবশ্য কাজ পেয়েছিলাম, কিন্তু ফলাফল সেই একই হলো।

'বিশ্বাস কর ভাই, সৎ পথে থাকার জন্যে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কি প্রাণান্তকর চেষ্টাই না করেছি আমি। কিন্তু পারলাম না ওদের জন্যে। শেষে এমন হলো যে খিদের জ্বালায় মরি আর কি! টিকতে না পেরে শপথ ভঙ্গ করলাম। আবার চুরির পথ, অসৎ পথ ধরতে বাধ্য হলাম। তারপর দিনে দিনে কতদূর নেমেছি, তার প্রায় সবটাই তো জানিস তুই।'

সব শুনে ভীষণ দুঃখ পেল বেনি। যতটা খারাপ ভাবত ও পার্কসকে, এখন আর তত খারাপ মনে হচ্ছে না। বরং ওর প্রতি কেমন যেন সহানুভূতি অনুভব করল বেনি। সেইসঙ্গে নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ভয়ও পেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন ভাবল ও। তারপর বলল, 'তোর ব্যাপারে আমি খুবই দুঃখিত, পার্কস।

www.BanglaBook.org

সত্যিই দুঃখিত। কিন্তু আমার বেলায় ওরকম কিছু ঘটতে দেব না আমি, দেখিস! দরকার মনে করলে লিভারপুলেই থাকব না আমি।'

'তোর সদিচ্ছার ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই, বেনি। কিন্তু যতই চেষ্টা করিস, ভাল হয়ে থাকার সুযোগ ওরা দেবে না তোকে, অন্তত এই শহরে না। যদি অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে পারিস, তাহলে অবশ্য অন্য কথা।'

'মানলাম তোর কথা। দেখিস, আমার বেলায় ওরকম কিছুই ঘটবে না,' দৃঢ়তার সাথে বলল বেনি।

'বেনি, আমি বলছি ভাল থাকার কোন সুযোগই পাবি না তুই। দুনিয়াসুদ্ধ লোক তোর বিরুদ্ধে চলে যাবে। পৃথিবীটা চিনতে তোর এখনও অনেক বাকি, তাই খুব জোর গলায় কথাটা বলতে পারলি। এখনও ছেলেমানুষ তুই।'

দ্বন্দ্বে পড়ে গেল বেনি। ভাবল, সত্যিই কি তাই? জেল থেকে বেরুবার পর সত্যিই কি কেউ বিশ্বাস করবে না আমাকে? তবুও নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকল ও। বলল, 'যদি ভাল থাকতে না-ই পারি, মরে যাব। তবু অসৎপথে যাব না আমি, পার্কস।'

'মরণ অত সোজা নয় রে, বেনি। বললেই তো আর মরা যায় না! তার চেয়ে আমার সাথে চলে আয়, দু'জনে মিলে কাজ করি,' তোষামুদে গলায় বলল পার্কস।

'না,' দৃঢ়স্বরে প্রত্যাখ্যান করল বেনি ওকে। 'তুই যদি সৎ পথে থাকিস, তাহলে সাহায্য করতে রাজি আছি আমি। অসৎ কাজের সাহায্যকারী হিসেবে কস্মিনকালেও আমাকে পাবি না তুই।' একটু থামল বেনি, এবার পাল্টা বোঝাতে শুরু করল ওকে। 'দ্যাখ, জীবনে যে ভালভাবে বাঁচতে চায়, অনেক পথ খোলা আছে তার জন্যে। এতদিন খারাপ কাজ করেছিস বলে যে সারাজীবনই তা-ই করে যেতে হবে, এমন কোন কথা নেই। ভাল হবার চেষ্টা কর, তাতে তোর নিজেরই ভাল হবে। আমি আর যা-ই করি, অসৎ পথে এক পয়সাও রোজগার করতে পারব না।'

'ওই যে বললাম, দুনিয়াদারি সম্পর্কে এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞ তুই! তাই এত সহজে এসব বলতে পারলি। আমি বলছি, তোর অবস্থাও এক সময় আমার মতই হবে। সেদিন বুঝবি, আজকের এই কথাগুলো আমি তোর ভালর জন্যেই বলেছিলাম।'

'বুঝলি, পার্কস,' ওর ভবিষ্যদ্বাণীকে পাত্তাই দিল না বেনি। ভাব দেখে মনে হলো যেন শুনতেই পায়নি এতক্ষণ ও যা বলল। 'চুরি করার চেয়ে মরে যাওয়াটা অনেক ভাল।'

'মিথ্যে কথা! আমি বিশ্বাস করি না। যাক, বড্ড ঘুম পাচ্ছে আমার, শুতে যাচ্ছি। তার আগে আবারও অনুরোধ করছি, তুই আমার সাথে থাক, তাতে তোরই ভাল হবে। অন্য কোথাও যদি পালিয়ে যাস, সে কথা আলাদা। নইলে এই সমাজই একদিন তোকে চোর-ডাকাত নয়তো পকেটমার কিছু না কিছু একটা বানিয়েই ছাড়বে।'

পরদিন মঙ্গলবার, সকাল দশটায় আবার কোর্টে আনা হলো বেনিকে। ওর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল, মি. লরেন্স সে ব্যাপারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বললেন, 'আমি নিশ্চিত নই যে আসামী বেনি বেটসই আমার টাকাটা চুরি করেছে। কাজেই আমি চাই না অনুমানের ওপর নির্ভর করে ওকে কোন সাজা দেয়া হোক।'

বেকসুর খালাস পেল বেনি। কোর্টের বারান্দায় দাঁড়িয়েই ওর প্রাপ্য, গত সপ্তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেতন দিয়ে ওকে বিদায় করে দিলেন লরেন্স। দু'দিনের নিশ্চিত নির্ভরতা কোথায় ভেসে গেল বেনির। এবার কোথায় যাবে, কি করবে, কিচ্ছু ভেবে পেল না সে। ঠিক করল, জো বা গ্রানিকে এই কালো মুখ আর দেখাবে না সে।

ইভাও কি চোর ভাবছে আমাকে? ভাবতে ভাবতে পকেটে হাত ঢুকিয়ে সেই শিলিংটা বের করে আনল বেনি, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। ইভার মহানুভবতার জন্যেই রাস্তার ছেলে হয়েও ঠাঁই পেয়েছিলাম প্রাসাদে—ভাবছে বেনি। কিন্তু এত সুখ সহ্য হলো না ভাগ্যে। মালিক দয়া করে অভিযোগ আনেননি বলেই যে আমি চোর না, এ কথা কি সত্যিই কেউ বিশ্বাস করবে? অজান্তেই চোখদুটো ভিজে উঠল ওর।

বাইরে বসে সন্ধে পর্যন্ত পার্কসের জন্যে অপেক্ষা করল বেনি। কিন্তু মুক্তি পেল না পার্কস। বিচারে তিন মাসের জেল হয়ে গেল ওর। অগত্যা একাই পথে নামল বেনি।

সেন্ট জর্জ গির্জার পাথরের সিঁড়ির ওপর বসে গালে হাত দিয়ে চিন্তা করতে করতে বেশ কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে দিল বেনি। বেশ রাত হয়ে গেছে। গ্রীষ্মকাল বলে এত রাতেও লোকজন চোখে পড়ছে রাস্তায়। দোকানপাট সবে বন্ধ হতে শুরু করেছে। আনমনা হয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছে বেনি। একটু পর উঠে গিয়ে সামনের দোকান থেকে একটা এনভেলাপ আর চিঠি লেখার কাগজ কিনল বেনি। তারপর কাছের একটা হোটেলে গিয়ে ঢুকল। আগে রাতের খাওয়াটা সেরে নিল। তারপর জীবনের প্রথম চিঠিটা লিখতে বসল গ্রানিকে। গোটা গোটা অক্ষরে সে লিখল:

প্রিয় গ্রানি,

হয়তো শুনেছ, চুরির অপরাধে আমাকে হাজত খাটতে হয়েছে। কিন্তু প্রভু সাক্ষী, চুরি করিনি আমি। আজ ছাড়া পেয়েছি। কোথায় যাব, কি করব কিছুই ঠিক করতে পারিনি।

শুধু জানি, সৎভাবে যদি বাঁচতে না পারি, তাহলে নেলির কাছে চলে যাব। ধরে নাও, মরে গেছি আমি।

আমাদের মত দু'টি হতভাগা ছেলেমেয়ের জন্যে তুমি আর জো যা করেছ, সেজন্যে চিরঋণী হয়ে থাকলাম। তোমরা দু'জন মাফ কোরো আমাকে। হয়তো জীবনে আর কোনদিন দেখা হবে না। তাই যাবার আগে বাড়ি ভাড়া বাবদ তোমার পাওনা দুই শিলিং রেখে গেলাম। বিদায় বুড়ি মা।

হতভাগ্য বেনি, বেনি

চিঠির সঙ্গে এনভেলাপের মধ্যে দুটো শিলিং ভরল বেনি, তারপর চাপ দিয়ে আঁঠালো মুখটা লাগিয়ে দিল। খাবার পয়সা মিটিয়ে বেরিয়ে পড়ল ও। এর মধ্যেই ফাঁকা হয়ে গেছে রাস্তাঘাট, লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। জোর পায়ে হেঁটে কপেরাসের পাদদেশে এসে থামল বেনি। চোখ তুলে চাইল ওপরদিকে, অন্ধকারে ডুবে আছে বাড়িগুলো।

মাটির ধাপ পেরিয়ে টেম্পেস্ট কোর্টের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল বেনি। চিঠিটা দরজার নিচের ফাঁক গলিয়ে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল যতটা সম্ভব। খুব ইচ্ছে হলো একবার গ্রানিকে ডাকে, কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিল সে নিজেকে। রাত কাটাবার একটা আশ্রয়ের খোঁজে তাড়াতাড়ি ফিরতি পথ ধরল। কোথায় যাওয়া যায়,

www.BanglaBook.org

অন্যমনস্কের মত ভাবতে ভাবতে হাঁটছে ও।

অনেকক্ষণ পর হঠাৎ সচকিত হয়ে পথের দু'পাশে তাকিয়ে দেখল বেনি। নিজের অজান্তেই কখন যেন স্কটল্যাণ্ড রোডের সেই নোংরা বস্তি এলাকায় এসে পড়েছে। থমকে দাঁড়াল ও, ঘুমে অচেতন বস্তিটা। দুশ্চিন্তা, ক্লান্তি আর অবসাদে ভেঙে পড়তে চাইছে বেনির শরীর। মাথা সোজা রাখতেও নিজের সাথে রীতিমত যুদ্ধ করতে হচ্ছে।

হঠাৎ নেলির কথা মনে করে কেঁদে ফেলল বেনি। দু'হাতে মুখ ঢেকে জনহীন রাস্তার ওপর হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল সে। নেলি যদি আজ থাকত, এতটা অসহায় হয়তো লাগত না নিজেকে। কিছুক্ষণ কেঁদে কেঁদে শান্ত হলো মনটা, চোখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়াল বেনি। একটা বাড়ির বারান্দায় উঠে শুয়ে পড়ল দেয়াল ঘেঁষে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে, জানে না বেনি। আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল তার এলোপাতাড়ি কিল, চড় আর ঘুসির তোড়ে। প্রথমে হতভম্ব হয়ে পড়লেও মুহূর্তখানেক পরেই ককিয়ে কেঁদে উঠল বেনি প্রচণ্ড ব্যথায়। মুখের ওপর তীব্র আলোর ঝাপটা এসে পড়ায় একহাতে চোখ আড়াল করে আক্রমণকারীকে দেখার চেষ্টা করল ও।

'কি, সোনার চাঁদ, এখানে কোন মতলবে?' আলোর ওপাশ থেকে মোটা গলায় জিজ্ঞেস করল লোকটা। বেনি কোন উত্তর দেয়ার আগেই একটা হাত এগিয়ে এসে মুঠি করে চুলের গোছা ধরল ওর। হ্যাঁচকা এক টানে বসা থেকে শূন্যে তুলে ফেলল ওকে আক্রমণকারী। এতক্ষণে লোকটাকে চিনতে পারল বেনি, পাহারাদার পুলিশ। টর্চটা ঘুরিয়ে প্রচণ্ড জোরে মারল লোকটা বেনির পাঁজরে। ব্যথায় আঁধার হয়ে গেল সব, হাঁ করে চেঁচিয়ে উঠতে গেল ও, কিন্তু স্বর বেরুল না গলা দিয়ে। পুলিশটা ওকে ছুঁড়ে ফেলে দিল রাস্তায়। 'ফের যদি তোকে এদিকে আর কখনও দেখি, জানেই মেরে ফেলব। যা, ভাগ শালা।' কর্তব্য সম্পাদন করে হৃষ্টচিত্তে রাস্তায় নেমে গেল লোকটা, গটমট করে হেঁটে চলে গেল।

একে কাঁচা ঘুমটা ভেঙে গেছে, তার ওপর খামকা এত মারধোর, বেচারা বেনি বুঝতেই পারছে না তার দোষটা কোথায়! বেকুবের মত হাঁ করে গমনরত পাহারাদারের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। ঝিমঝিম করছে মাথার ভেতরটা। কাঁদতে কাঁদতে হাঁটতে লাগল সে ধীর পায়ে।

এমনসময় দূর থেকে গম্ভীর ঘন্টাধ্বনি কানে যেতে থমকে দাঁড়াল বেনি। রাত তিনটা বাজে। পাড়ার বড় গির্জার সেই অতিপরিচিত ঘন্টার শব্দ, চিনতে ভুল হয়নি ওর। বাবা ডিক বেটস-এর গলার স্বরের মতই পরিচিত। এডলার হলে রাতে শুয়ে শুয়ে কতশতবার এই শব্দ শুনেছে ও আর নেলি।

হঠাৎ আশা জাগল বেনির মনে, এতদিনে বাবা নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে। এডলার হলে গেলে হয়তো আগের মতই স্বাভাবিক দেখতে পাব সবকিছু, নেলিকেও। ঘোরের মধ্যে যন্ত্রচালিতের মত পা বাড়াল বেনি, এগিয়ে চলল টলতে টলতে। সারা শরীর টনটন করছে ব্যথায়।

দরজাটা হাঁ করে খোলা দেখে আস্তে আস্তে অন্ধকারের মধ্যেই ঢুকে পড়ল বেনি ভেতরে। অনুমানের ওপর নির্ভর করে সারা ঘর হাতড়ে হাতড়ে খুঁজল ও। নাহ্, কোন আসবাব নেই। কিচ্ছু নেই ঘরটায়, একেবারে ফাঁকা। সিঁড়ির নিচে গিয়ে বসে পড়ল বেনি ধপাস করে। ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে স্পর্শ করল জায়গাটা। মনে হলো এখানেই ঘুমিয়ে আছে নেলি, আগে যেমন ঘুমুতো রোজ। আহা! একটিবার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যদি স্বর্গ থেকে নেমে আসত ও, ভাবল বেনি, হাত ধরাধরি করে বস্তির চিরচেনা অলিগলিতে মনের সাধ মিটিয়ে ঘুরে বেড়াতাম তাহলে ওকে নিয়ে।

ওখানেই শুয়ে পড়ল বেনি, কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।

সকালে বস্তির ছেলেমেয়েদের কর্কশ চিৎকারে ঘুম ভাঙল বেনির। ধড়মড় করে উঠে বসল ও, চোখ রগড়ে তাকাতে লাগল এদিক-ওদিক। বাইরে বেরিয়ে আসতে ওকে দেখে হৈ হৈ করে উঠল দুষ্টু ছেলের দল, ধাওয়া করল। এক দৌড়ে বড় রাস্তায় উঠে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল বেনি।

একটা হোটেলে ঢুকে ভালমত হাতমুখ ধুয়ে নিল ও। নাশতা করল। ওখান থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগল বেনি, কোন কাজ পাওয়া যায় কি না সেই আশায়। কিন্তু লাভ হলো না, আগের মত সেই কাজ খুঁজে বের করার উদ্যম, আর মনের জোর কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছে ও। খামকাই এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে বেড়াল বেনি সারাদিন। শেষে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত হয়ে অনেক রাতে ফিরে এল বস্তিতে। অন্য একটা পরিত্যক্ত বাড়ির বারান্দায় একদল বেওয়ারিশ ছেলের পাশে শুয়ে পড়ল।

সকালে ঘুম ভাঙতে দেখল আশপাশে কেউ নেই। কখন যেন চলে গেছে সবাই। কি মনে হতে তাড়াতাড়ি পকেটে হাত ঢোকাল বেনি। মুহূর্তে শুকিয়ে গেল মুখ, একটা পেনিও নেই পকেটে। দুষ্টু ছেলের দল ফর্সা করে দিয়ে গেছে পকেট। তবে ভাগ্য ভাল, ইভার দেয়া শিলিংটা নিতে পারেনি ওরা, খুঁজেই পায়নি। যেখানে ছিল, ওয়েস্ট কোটের গোপন পকেটে, সেখানেই আছে ওটা।

শুকনো মুখে পথে নামল বেনি, ভাবছে কি করা যায়। এদিকে প্রচণ্ড খিদেয় নাড়িভুঁড়ি সব জ্বলছে।

'এই যে, খোকা, লাইম স্ট্রীট স্টেশনটা কোনদিকে বলতে পারো?'

ঘুরে তাকাল বেনি। মোটাসোটা একটা লোক, পোশাক পরিচ্ছদে লোকটাকে অনেকটা গ্রাম্য মহাজনের মত লাগল বেনির।

'হ্যাঁ, জানি,' লোকটার দিকে দু'পা এগিয়ে গেল বেনি। ভাবল, সাহায্য করলে হয়তো দু'এক পেনি পারিশ্রমিক জুটবে। 'আপনি বললে পৌঁছেও দিয়ে আসতে পারি।'

'তাই নাকি?' বেনির পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাল লোকটা। 'চলো তাহলে।'

গন্তব্যে পৌঁছে বেনির দিকে ফিরে মিষ্টি করে হাসি দিল লোকটা, তারপর কিছু বুঝে ওঠার আগেই সুড়ুৎ করে ভিড়ের মধ্যে গায়েব হয়ে গেল। কোমরে হাত রেখে অবাক হয়ে ভিড়টার দিকে তাকিয়ে থাকল বেনি। রাগে জ্বলে গেল শরীর। এ কোন জাতের লোক রে বাবা, উপকারীর মর্যাদা দেয় না! হতাশ হয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই চোখ পড়ল সুবেশী এক ভদ্রলোকের ওপর। হাতে একটা সুটকেস। এদিক-ওদিক চাইছেন তিনি ঘনঘন। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল বেনি।

'কুলি, স্যার?'

'ব্রাউন লো হিল যাবে?'

'যাব,' হাত বাড়িয়ে সুটকেসটা নিল ও। 'চলুন।'

জায়গামত পৌঁছে সুটকেসটা নিজের হাতে নিলেন ভদ্রলোক, তারপর বেনির হাতে দ্রুত একটা পেনি গুঁজে দিয়ে হনহন করে একটা বাড়িতে ঢুকে পড়লেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেকুব বনে গেল বেনি, এতটা পথ বোঝা বইয়ে মাত্র এক পেনি! ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস হতে চাইছে না ওর। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল এক রুটিওয়ালা। কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কোত্থেকে এসেছ, খোকা?'

'লাইম স্ট্রীট স্টেশন,' হতাশ কণ্ঠে বলল বেনি।

'কত দিল?'

'এক পেনি।'

'ঈশ্বর! গরীবের দুঃখ আর কবে বুঝবে বড়লোকেরা?' যে বাড়িতে ঢুকলেন ভদ্রলোক, সেদিকে তাকিয়ে বলল রুটিওয়ালা।

বেনির হাত থেকে পেনিটা নিয়ে পকেটে রাখল লোকটা, তারপর বাক্স খুলে দু'পেনি দামের বড় একটা রুটি বের করে এগিয়ে দিল ওর দিকে। বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল বেনি। কাছে এসে জোর করে রুটিটা ওর হাতে গুঁজে দিল লোকটা, 'খাও, বাবা।'

কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল মন, তাকে একটা ধন্যবাদ দিয়ে ফিরে চলল বেনি। নাহ্, এখানে আর থাকা যাবে না, হাঁটতে হাঁটতে ভাবছে ও। তার চেয়ে অন্য কোথাও গিয়ে ভদ্র, সৎ ভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে। ডকইয়ার্ডে গিয়ে নদীর পাড়ে নির্জনমত একটা জায়গা খুঁজে বসে পড়ল বেনি। সারাদিন আকাশ-পাতাল ভাবল ও। চির চেনা লিভারপুল ছেড়ে চলে যাবে—ভাবতেই বুকের মধ্যে কেমন করছে যেন। তবুও সিদ্ধান্ত পাল্টাল না বেনি। কষ্ট হবে ঠিকই, তবু সুন্দর ভবিষ্যতের আশায় এই কষ্টটুকু তাকে স্বীকার করে নিতেই হবে। কালই চলে যাবে ও।

অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। হঠাৎ খেয়াল হলো, সারাদিন চিন্তা-ভাবনায় এত মশগুল ছিল ও যে রুটিটা খাবার কথা মনেই পড়েনি একবারও। ওটা হাতে নিয়ে ভাবল, ভালই হলো, রাতের খাবার নিয়ে আর চিন্তা নেই। কিন্তু রাতটা কোথায় কাটানো যায়? কি খেয়াল হতে গোরস্থানের দিকে চলল বেনি। ঠিক করল, এই শহরের শেষ রাতটা নেলির কাছেই কাটাবে।

কবরটার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল ও। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল কবরের দিকে। থমথমে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে চারদিকে। ঝিঁঝি পোকার একটানা চিৎকার আর মাঝেমধ্যে দূর থেকে ভেসে আসা দু'একটা শেয়ালের হুক্কা হুয়া ছাড়া আর কোন সাড়াশব্দ নেই কোথাও।

বসে বসে রুটিটা খেলো বেনি ধীরেসুস্থে। তারপর কবরের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল একসময়। গ্রীষ্মের নির্মেঘ আকাশের জ্বলজ্বলে তারার দিকে চোখ রেখে আপনমনে বিড়বিড় করে কথা বলতে লাগল নেলির সঙ্গে।

'বুঝলি, নেলি! আমি ঠিক করেছি কালই অন্য কোন জায়গায় চলে যাব। এ শহরে আর থাকা গেল না রে! সৎ পথে থাকতে হলে অন্তত কিছুদিনের জন্যে হলেও আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। তুই যেন আমাকে ভুল বুঝিসনে, বোন! যদি কোনদিন মানুষের মত মানুষ হতে পারি, সেদিন আবার তোর কাছে ফিরে আসব আমি। তবে তুই যদি আজ থাকতি···,' আর বলতে পারল না বেনি, কান্নায় বুজে এল গলা। একটু পর নিজেকে সামলে নিল ও। 'তুই থাকলে কিছুতেই যেতাম না আমি। যাবার আগে সৎ পথে থাকার জন্যে যে অনুরোধ করেছিলি, আমি কিন্তু তা পালন করার জন্যেই যাচ্ছি, বুঝলি! এই শহরে থাকলে আমি বোধহয় সত্যিই মানুষ হতে পারব না। তাই শেষ রাতটা তোর সাথে কাটাতে এলাম। তুই কিন্তু স্বর্গ থেকে আমার জন্যে প্রার্থনা করবি, নেলি।'

www.BanglaBook.org

পাখিদের কিচিরমিচির শব্দে ঘুম ভাঙল বেনির। উঠে বসে কবরের দিকে তাকিয়ে ঠায় বসে থাকল ও অনেকক্ষণ। তারপর লম্বামত, একদিক চোখা একটা পাথর খুঁজে নিয়ে এল। অন্য একটা পাথর দিয়ে পিটিয়ে চোখা দিকটা কবরের মাথার কাছে পুঁতে দিল।

ঝুঁকে কবরের ওপর আলতো করে একটা চুমু দিল বেনি। জায়গাটায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'চলি রে, বোন! যদি মানুষ হতে পারি…,' ডুকরে কেঁদে উঠল বেনি, বিকৃত স্বরে বলল, 'আবার আসব তোর কাছে। ঈশ্বর তোর ভাল করুন।'

চোখ ভরা পানি আর বুক ভরা অব্যক্ত যন্ত্রণা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল বেনি বেটস। বারবার পিছন ফিরে চাইতে চাইতে হেঁটে চলল সে ব্রুকল্যাণ্ড যাবার দক্ষিণমুখী বড় রাস্তাটা ধরে। পিছনে পড়ে থাকল তার জন্মভূমি, শৈশব আর কৈশোরের দুঃখ-বেদনার হাজারো স্মৃতি বিজড়িত বন্দরনগরী লিভারপুল।

তেরো

শনিবার।

গভীর রাত। কপেরাসের আশপাশের সবাই ঢলে পড়েছে ঘুমের অতলে। শুধু গ্রানির চোখে ঘুম নেই। চিন্তিতমুখে ঘরের এ-মাথা ও-মাথা পায়চারি করে ফিরছে সে গুটিগুটি পায়ে। ভাবছে, যত কাজই থাকুক, সপ্তায় অন্তত এইদিন দুপুরে বেনি তার বুড়ি মা'র কাছে আসবেই। রোববারের ছুটিটা সে এখানেই কাটিয়ে যায় নিয়মিত। সেই কখন আসার কথা, অথচ…।

নেলির মত ওরও কোন দুর্ঘটনা ঘটল কিনা ভাবতে ভাবতে উত্তরোত্তর অস্থির হয়ে উঠতে লাগল গ্রানি। বলতে গেলে প্রায় সারারাতই জেগে থাকল সে বেনির আসার আশায়। কিন্তু এল না সে। হঠাৎ গ্রানির মনে হলো, আরে, তাইতো! রাতটা ও ঠিক জো র‍্যাগের ওখানে কাটিয়েছে। এই সম্ভাবনাটার কথা এতক্ষণে একবারও কেন মনে পড়েনি ভেবে নিজের ওপরই বিরক্ত হলো গ্রানি।

'এত সকালে আবার কে এল?' ছুটির দিন সকালে অন্যান্য দিনের তুলনায় একটু বেশিই ঘুমায় জো র‍্যাগ। একটু আগে দেয়াল ঘড়িটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিশ্চিন্তে আরও একটু গুটিসুটি মেরে শুয়েছিল। এমন সময় দরজায় মৃদু টুকটুক শব্দে আয়েশী ঘুমের ভাবটা চট করে কেটে গেল জো'র। বিরক্ত হয়ে আপনমনে বিড়বিড় করতে করতে গিয়ে দরজা খুলল সে। এমন অসময়ে বাইরে গ্রানিকে দেখে অজানা এক আশঙ্কায় দুলে উঠল তার বুক।

'বেনি কোথায়, জো?'

'বেনি…?' বুঝতে না পেরে বোকার মত গ্রানির দিকে তাকিয়ে রইল জো।

'এখনও ঘুমুচ্ছে বুঝি? দেখো দেখি ছেলের কাণ্ড! এখানে থাকবি থাক না, কে মানা করেছে? তাই বলে একটা খবরও কি দিতে নেই? ওদিকে আমি বুড়ো মানুষ…।'

হঠাৎ করে ব্যাপারটা বোধগম্য হলো জো'র। 'বেনি তোমার ওখানে যায়নি কাল?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'না তো! আমি তো ভাবলাম···।'

'ও তো এখানেও আসেনি।' কি যেন একটু ভাবল জো। 'আমার মনে হয়, কাল নিশ্চয়ই জরুরী কোন কাজে আটকে গিয়েছিল বেনি। তাই আসতে পারেনি।' গ্রানিকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে যা মুখে এল, চট করে বলে বসল জো। মনে মনে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেও প্রকাশ করল না সেটা। চেষ্টাকৃত দেঁতো হাসি হেসে বলল, 'দেখো গিয়ে, এতক্ষণে হয়তো টেম্পেস্ট কোর্টে গিয়ে তোমার অপেক্ষা করছে।' বলল বটে, কিন্তু নিজের কানেই কেমন বেখাপ্পা ঠেকল কথাটা।

'কি জানি, হতেও পারে!' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল গ্রানি। ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে চলল বাড়ির দিকে।

সন্ধের একটু আগে কপেরাস হিলের উদ্দেশে চলল জো, বেনির খবর জানবার জন্যে। কিন্তু ওখানে গিয়ে হতাশ হতে হলো তাকে। আসা দূরে থাক, এ পর্যন্ত কোন খবরও পাঠায়নি সে। কোথায় গেল ছেলেটা, কি হলো, কিছুই বুঝে উঠতে পারল না জো।

পরদিন, সোমবার সকালে খুঁজতে খুঁজতে বেনির অফিসে গিয়ে হাজির হলো জো। সামনেই টেবিলের ওপাশে বসা কেরানীগোছের একজনকে দেখতে পেয়ে বেনির খোঁজ জানতে চাইল।

'বেনি, না? হুঁমম, বেনি বেটস? তা ও-তো জেল হাজতে আছে।'

'হাজতে!!!' ভীষণভাবে চমকে উঠল বৃদ্ধ, 'কেন?'

জো'কে বসিয়ে সবিস্তারে বেনির 'কীর্তি' ব্যাখ্যা করল লোকটা। সব শুনে মুখ কালো হয়ে গেল তার। ব্যথিত মনে টেম্পেস্ট কোর্টে গিয়ে বৃদ্ধাকে ঘটনাটা জানাল সে। খুব অবাক হলো গ্রানি। ভাবল, এতদিন ভাল জেনে তাহলে একটা চোরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম বাড়িতে?

বুধবার খুব সকালে খবরের কাগজ হাতে লাফাতে লাফাতে টেম্পেস্ট কোর্টে এল জো র‍্যাগ। বেনির বেকসুর খালাসের খবর ছাপা হয়েছে কাগজে। কিন্তু ঘরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল সে। আনন্দ উবে গেল পলকে, তার বদলে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল গ্রানির মুখের দিকে তাকিয়ে।

দেখল সামনের ছোট টেবিলের ওপর মুখখোলা একটা খাম পড়ে আছে। হাতে একটা চিঠি আর কিছু খুচরো পয়সা নিয়ে পাথরের মূর্তির মত নির্বাক, নিষ্পলক বসে আছে গ্রানি। চেহারায় রাজ্যের বিষাদ মাখা। নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে চিঠিটা এগিয়ে দিল সে জো'র দিকে। পরের তিনটি দিন পাগলের মত বেনিকে খুঁজে বেড়াল জো র‍্যাগ, তোলপাড় করে ফেলল পুরো লিভারপুল। কিন্তু পাওয়া গেল না বেনিকে কোথাও।

ওদিকে, খবরের কাগজে বেনির মুক্তির খবর পড়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠল ইভা। তার বিশ্বাসের মর্যাদা নষ্ট করেনি বলে মনে মনে বেনির প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল সে। ওকে ফিরিয়ে এনে পুনর্বহাল করার জন্যে বাবাকে অনুরোধ করল। কিন্তু ওসব কানেই তুললেন না লরেন্স। কিছুতেই বাবাকে রাজি করাতে না পেরে ভীষণ অভিমান হলো ইভার। জীবনে এই প্রথম তার কোন আবদার সরাসরি অগ্রাহ্য করলেন বাবা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোদ্দ

প্রায় মাথার ওপর উঠে এসেছে সূর্য। সকাল থেকে একনাগাড়ে হাঁটছে বেনি, অথচ গন্তব্য সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। মাঝখানে শুধু একবার থেমেছিল ও—রাস্তার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া একটা শীর্ণ খালে নেমে পেট ভরে পানি খেয়ে গাছের ছায়ায় বসে মিনিট দশেক জিরিয়ে নিয়েছিল।

পথের দু'পাশে যতদূর দেখা যায় শ্যামল-সবুজ শস্যখেত। এখানে-সেখানে ছড়ানো-ছিটানো দু'একটা গ্রাম, ছোট-বড় ফার্মহাউস ইত্যাদি একঘেয়ে দৃশ্য দেখতে দেখতে কখনও সমতল, কখনও উঁচু নিচু পাহাড়ী পথ দিয়ে হাঁটছে বেনি। কাল রাতে সেই রুটি খাওয়ার পর থেকে আজ এত বেলা পর্যন্ত পেটে কিছু পড়েনি শুধু পানি ছাড়া। অসহ্য খিদেয় নাড়িভুঁড়ি সব হজম হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।

তবু থামল না বেনি, সন্ধের আগেই লিভারপুল থেকে যতটা সম্ভব দূরে চলে যেতে চায়। কিন্তু দুর্বল শরীর আর কুলিয়ে উঠতে পারছে না, ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়ছে ও। কাঁটার খোঁচায় আর অসমান উঁচু-নিচু রাস্তায় ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে নগ্ন পা দুটো রক্তাক্ত হয়ে গেছে, ফুলে উঠেছে। খিদে তৃষ্ণা আর ক্লান্তির কাছে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ছে বেনি।

কষ্টেসৃষ্টে আরও কয়েক পা যাওয়ার পর দাঁড়িয়ে পড়ল ও বাধ্য হয়ে। মনে হলো আর এক পা এগুলেই পড়ে যাবে মাথা ঘুরে। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে পড়লে তো চলবে না, ভাবল বেনি। আরও দূরে যেতে হবে আমাকে। ঘোরের মধ্যে, যন্ত্রচালিতের মত আরও কয়েক পা এগিয়ে গেল ও টলতে টলতে। বোঁ-বোঁ করছে মাথা, চোখের সামনে দুলছে সবকিছু। ঢোক গেলার চেষ্টা করল বেনি। শুকিয়ে কাগজের মত খসখসে হয়ে গেছে মুখের ভেতরটা। সামনের সবকিছু ঝাপসা হয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে না পরিষ্কার। ভয় পেয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল বেনি।

রাস্তার পাশের একটা গাছ ধরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ও চোখ বন্ধ করে। ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে যেতে লাগল, ঝাপসা হয়ে যাওয়া দৃষ্টিও স্বচ্ছ হয়ে এল একসময়।

পা বাড়াতে গিয়েও সাহস হারিয়ে ফেলল বেনি শেষ মুহূর্তে। আরও মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে থাকল, কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করে নিয়ে পা বাড়াল। কিন্তু দশ পা যাবার আগেই জ্ঞান হারিয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল বেনি পথের ওপর।

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিল জানে না বেনি। হঠাৎ মনে হলো, ঘোড়ায় টানা একটা গাড়ির শব্দ আসছে কোত্থেকে যেন। শুয়ে শুয়েই কান খাড়া করল ও। এদিকেই আসছে গাড়িটা। সচকিত হয়ে উঠে বসার চেষ্টা করল বেনি, কিন্তু পারল না। চাকার একটানা ক্যাঁচকোঁচ বিশ্রী শব্দটা এক সময়ে ওর পাশে এসে থেমে গেল।

গাড়িচালক একজন যুবক। পথের ওপর একটা কিশোরকে পড়ে থাকতে দেখে ব্যস্ত হয়ে নেমে এল সে গাড়ি থেকে। পাশে এসে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখতে লাগল ওকে। বেশ কয়েকবার কিছু বলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো বেনি।

'তুমি কি খুব দুর্বল? গাড়িতে উঠে বসতে পারবে না?' জিজ্ঞেস করল যুবক ওকে।

'কি করে চড়ব?' চিঁ চিঁ করে বলল বেনি। 'আমার গায়ে মোটেই শক্তি নেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যে!'

কথা না বাড়িয়ে দু'হাতে পাঁজাকোলা করে অবলীলায় তুলে ফেলল ওকে যুবক, তারপর খুব সাবধানে বসিয়ে দিল গাড়িতে।

'সত্যি, স্যার! কি শক্তি আপনার গায়ে!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বলল বেনি, গলায় প্রশংসার সুর।

'আরে, এ আর কি! যখন বড় বড় গমের বস্তা তুলি আমি, তখন যদি দেখতে…,' সপাং করে চাবুক লাগাল সে ঘোড়ার পিঠে। গাড়ি চালাতে থাকল একমনে। বেনির ব্যাপারে কোন আগ্রহ প্রকাশ পেল না তার আচরণে, জানতে চাইল না কিছু। গাড়ি চালাতে চালাতে গান গেয়ে উঠল সে আপনমনে।

'আখ খাবে?' কিছুক্ষণ পর ওর দিকে ফিরে জানতে চাইল যুবক।

'আখ কি?'

'হা, ঈশ্বর! আখ কি, জানো না?' হাত বাড়িয়ে পিছন থেকে দুই খণ্ড আখ নিয়ে একটা এগিয়ে দিল সে বেনির দিকে। হাতে নিয়ে অবাক হয়ে জিনিসটার দিকে তাকিয়ে থাকল বেনি। তারপর যুবকের দেখাদেখি দাঁত দিয়ে খোসা ছাড়িয়ে খেতে আরম্ভ করল। আহ্, কি মজা! মিষ্টি রসে মুখ ভরে যেতে খুশি হয়ে উঠল ও, আগে কখনও খাইনি তো!

একসময় ছোট একটা গ্রামে এসে পৌঁছল ওরা। গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল যুবক, বেনিকে কিছু না বলে হেঁটে অদৃশ্য হয়ে গেল একটা বাড়ির ভিতর। বেনিও নেমে এল। চারদিক তাকিয়ে ভাবল, খোঁজাখুঁজি করলে এখানে হয়তো কোন কাজ-টাজ পাওয়া যেতেও পারে।

কিছুক্ষণ এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরল বেনি। সামনে যাকে পেল, তাকেই অনুরোধ করল একটা কাজ দেয়ার জন্যে, কিন্তু সুবিধে হলো না তেমন। দু'একটা প্রশ্ন করেই ওর ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলল সবাই। লিভারপুল থেকে এসেছে শুনে তারা ওকে চোর বা ওই ধরনের কিছু একটা ধরে নিল সম্ভবত। ভাবল, ভাল হলে কেউ কি আর শহর ছেড়ে পাড়াগাঁয়ে আসে কাজ খুঁজতে?

শেষে একজন দয়ালু চেহারার বৃদ্ধকে ধরল বেনি। নিজের দুর্গতির কথা খুলে বলল তাকে।

'সে তো বুঝলাম,' বলল বৃদ্ধ। 'কিন্তু আসলে যে কি কাজ তুমি জানো, তা তো জানা হলো না, বাছা।'

'যে কাজই হোক, দয়া করে দিন না একটা,' করুণ গলায় মিনতি জানাল বেনি।

'দেখে তো বেশ চালাক-চতুর বলেই মনে হয়। তা খেত নিড়ানোর কাজ জানো?'

'খেত' এবং 'নিড়ানো' দুটো শব্দই জীবনে এই প্রথম শুনল বেনি। বুঝতে না পেরে বেকুবের মত মাথা নাড়ল।

'কাস্তে দিয়ে গম কিভাবে কাটতে হয়, জানো?'

আবারও মাথা নাড়ল ও, জানে না।

'জমিতে মই দিতে জানো?'

'জ্বি না।'

'ঘোড়াদৌড়ের ডবল টোট বোঝো?'

'নাহ্,' হতাশ হয়ে বলল বেনি।

'গরুর দুধ দোয়াতে পারো?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'দুধ খেতে পারি,' উৎসাহিত হয়ে বলল ও।

গলা ছেড়ে হো হো করে হেসে উঠল বৃদ্ধ। খুব মজা পেয়েছে বেনির কথায়। 'মেরী!' অন্দরমহলের দিকে মুখ করে জোরে একটা হাঁক দিল বৃদ্ধ। 'এক বাটি দুধ নিয়ে আয় তো, মা। ছেলেটাকে খেতে দে।'

একটু পর নাদুসনুদুস এক মেয়ে এক বাটি গরম দুধ এনে রাখল বেনির পাশে। ঢকঢক করে এক নিঃশ্বাসে খেয়ে নিল বেনি দুধটুকু।

'বুঝলে বাপু, গাঁয়ে তোমাকে দিয়ে কোন কাজ হবে বলে আমার মনে হয় না।'

'জানি না সত্যি, কিন্তু শিখিয়ে দিলে ঠিক পারব।'

'তা পারবে বটে,' চিন্তিত গলায় বলল লোকটা। 'তবে তোমাকে দেয়ার মত আমার কোন কাজ নেই আপাতত। তুমি বরং পাশের গাঁয়ে একবার চেষ্টা করে দেখো, কেমন?'

পেটে এক বাটি গরম দুধ পড়ায় বেশ কিছুটা শক্তি ফিরে পেয়েছে বেনি ইতিমধ্যে। বৃদ্ধকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাশের গ্রামের দিকে হাঁটতে শুরু করল সে। পশ্চিমে হেলে পড়তে শুরু করেছে সূর্য, প্রচণ্ড গরম লাগছে। দ্রুত পা চালাতে গিয়ে মাইলখানেক যেতে না যেতেই হাঁপিয়ে উঠল বেনি। রাস্তার পাশে কোথাও তেমন কোন গাছ চোখে পড়ল না যার নিচে দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড জিরিয়ে নেয়া যায়। ধুলোবালি আর কাঁকরময় রাস্তা ভীষণ তেতে আছে গরমে। মনে হচ্ছে একটা গম ফেলে দিলে খই হয়ে যাবে মুহূর্তে।

সিকি মাইল সামনে বিরাট এলাকা জুড়ে একটা বাগানমত দেখতে পেয়ে আশান্বিত হয়ে উঠল বেনি। ওটা নিশ্চয়ই কোন ফার্মহাউস হবে। খুঁজলে কোন একটা কাজ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে ওখানে। মরিয়া হয়ে পা চালাল বেনি, দাঁতে দাঁত চেপে যথাসম্ভব দ্রুত হাঁটতে চাইছে। কিন্তু মস্তিষ্কের নির্দেশ মানতে চাইছে না শরীর, ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়ছে বেনি। জড়িয়ে আসতে শুরু করেছে দু'পা, শরীরের ভার বইতে না পেরে কাঁপছে থরথর করে।

বাগানটার প্রায় কাছে এসে পড়েছে বেনি। গাছপালার ভেতর দিয়ে একটা ছিমছাম সুন্দর বাড়ি চোখে পড়ল তার। বাড়িটার সামনে একটা বড় গাছের ছায়ায় বসে দুপুরের খাওয়ায় ব্যস্ত কর্মচারী গোছের কয়েকজন লোক।

দু'চোখ আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল বেনির। তবু থামল না সে। যেদিক থেকে গলার শব্দ ভেসে আসছে, অন্ধের মত দু'হাত সামনে বাড়িয়ে পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে চলল। হঠাৎ দু'হাতে বুক চেপে ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। ব্যথায় বিকৃত হয়ে পড়েছে চোখমুখ। মাতালের মত টলল কিছুক্ষণ বেনি, তারপর ধড়াস করে আছড়ে পড়ল পথের ওপর।

ওকে পড়ে যেতে দেখে বাগানের ভেতর থেকে দৌড়ে এল এক মহিলা, তাড়াতাড়ি পাশে বসে ওর মাথাটা কোলে তুলে নিল। খাওয়া ফেলে ছুটে এল কর্মচারীরা, বাগানের মাঝবয়সী মালিক ফিশারও এসে পৌঁছলেন ঘটনাস্থলে।

'মরে গেল না তো?' উদ্বিগ্ন গলায় মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন ফিশার।

'না, বেঁচে আছে। ধুকপুক করছে হৃৎপিণ্ড।'

'তুমি জলদি যাও,' বসে পড়ে বেনির মাথাটা নিজের কোলের ওপর টেনে নিলেন ফিশার। 'গিন্নিকে খবর দাও গিয়ে।'

খবর পেয়ে ফিশার-পত্নী পৌঁছতে ধরাধরি করে বেনিকে তাদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তারকে খবর দিতে লোক পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে আগেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডাক্তার এসে অনেকক্ষণ ধরে নাড়ি পরীক্ষা করলেন বেনির। 'খিদে আর শারীরিক ক্লান্তি প্রায় শেষ করে ফেলেছে ছেলেটাকে,' মাথার কাছে খাটের ওপর বসে থাকা ফিশার-পত্নীর দিকে তাকিয়ে বললেন ডাক্তার। 'খুব খাটতে হবে এর পিছনে। কিন্তু বাঁচবে কি না, বলা মুশকিল।' জ্ঞান ফিরলে কিভাবে কি করতে হবে, খুব ভাল করে তাকে বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন ডাক্তার।

প্রথমে ধীরে ধীরে বেনির পরনের কাপড় খুলে নিলেন মহিলা। হালকা গরম পানিতে ন্যাকড়া ভিজিয়ে সারা শরীর বেশ করে মুছে দিলেন। তারপর নিজের ছেলের অব্যবহৃত, নতুন জামাকাপড় পরিয়ে গোটাকয়েক কম্বল দিয়ে আগাগোড়া ভাল করে মুড়ে দিলেন বেনিকে।

মাত্র মাসখানেক আগে ফিশার-দম্পতির বড় ছেলে সামান্য এক অসুখে পড়ে হঠাৎ করে মারা যায়। সেই শোকের ক্ষত শুকোতে না শুকোতে আরেকটা কচি তাজা প্রাণের মৃত্যু দেখতে হতে পারে; হোক না সে পরের ছেলে—এই আশঙ্কায় সারারাত বেনির শিয়রে জেগে বসে রইলেন ফিশার-পত্নী।

দুটো দিন খুব সঙ্কটাপন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে কাটল বেনির। নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকল মরার মত। তিন দিনের দিন শেষ রাতের দিকে অবস্থার সামান্য পরিবর্তন হলো। অপেক্ষাকৃত নিয়মিত হয়ে উঠল ওর শ্বাস-প্রশ্বাস। কিন্তু ভয় কাটে না ফিশার-দম্পতির। তিনটে রাত বলতে গেলে না ঘুমিয়েই কেটেছে গৃহকর্ত্রীর। না জানি কখন শেষ হয়ে যায় ছেলেটা—এই তার ভয়।

গিন্নির কাছে কাছে থাকেন ফিশার। তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে ফিশারের। অচেনা ছেলেটির জায়গায় নিজের মৃত সন্তানকে কল্পনা করেই যে এত কষ্ট পাচ্ছে বেচারি বুঝতে অসুবিধে হয় না।

পাশে বসে বেনির কপালের উত্তাপ পরীক্ষা করতে করতে স্ত্রীকে লক্ষ করে মৃদুস্বরে বললেন ফিশার, 'এখনও এর মায়া ছাড়তে পারোনি? বুঝতে পারছ না, বেশিক্ষণ নেই ও আর?'

স্বামীর কথা শুনে কেঁদে ফেললেন মহিলা ঝরঝর করে। কান্নার বেগ কিছুটা কমতে খাট থেকে নেমে পাশের ঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন, 'আমি ও-ঘরে আছি। শেষ হয়ে গেলে খবর দিয়ো।'

পাশের ঘরে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বেনির জন্যে প্রার্থনা করতে বসলেন মহিলা। অনেকক্ষণ ধরে প্রার্থনা করার পর কিছুটা শান্ত হলো মন। চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন ফিশার। 'কই গো, শিগগির এসো!'

ডাক শুনে ছ্যাঁৎ করে উঠল তার কলজে। কোনরকমে জিজ্ঞেস করলেন, 'শেষ হয়ে গেল?' এক দৌড়ে এ-ঘরে চলে এলেন স্বামীর পিছু পিছু।

দেখতে পেলেন, চোখ মেলে ওপরদিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে বেনি। কেমন ভাবলেশহীন, প্রাণহীন স্থির দৃষ্টি। মনে হয় যেন মরা মানুষের চোখ। তাড়াতাড়ি ওর পাশে গিয়ে বসলেন ফিশার-পত্নী। জীবন্ত হয়ে উঠল বেনির দৃষ্টি, চোখের মণি ঘুরতে ঘুরতে তার ওপর এসে স্থির হলো।

'কিছু বলবে, বাবা?' বেনির কানের কাছে মুখ নিয়ে ব্যস্ত গলায় জানতে চাইলেন মহিলা।

'নেলিকে একবার দেখতে পাব না?' অনেকক্ষণ চেষ্টার পর স্বর ফুটল ওর গলায়।

'নেলি! সে কে, বাবা?' সস্নেহে ওর কপালে মুখে হাত বুলিয়ে আদর করতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আমার বোন,' জড়িয়ে জড়িয়ে কোনরকমে বলল বেনি।

'কোথায় আছে তোমার বোন?' প্রায় চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ফিশার ঝুঁকে পড়ে।

'কেন, স্বর্গে! সে তো কবেই…,' থেমে গেল বেনি মাঝপথে। এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল অবাক হয়ে। যেন নিজেকে শোনাচ্ছে, এমনভাবে বলল, 'এ কোথায় এলাম আমি? এটা কি স্বর্গ নয়?'

'না না, এটা একটা বাড়ি বাবা, আমার বাড়ি,' চট করে স্ত্রীর দিকে তাকালেন ফিশার, চোখাচোখি হলো দু'জনের।

'ও-ও…,' ভীষণ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল বেনি কথা ক'টা বলতে। দু'চোখ বুজে এল আপনাআপনি, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঢলে পড়ল গভীর ঘুমের কোলে।

পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টায় ওর অবস্থার আরও উন্নতি হলো। শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এল। নিঃশ্বাসের তালে তালে বুকের ওঠা নামা নিয়মিত হয়ে উঠল। ফ্যাকাসে মুখে দেখা দিল রঙের আভাস।

এক মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে বেনিকে প্রায় সুস্থ করে তুললেন ফিশার-পত্নী। ভাল হয়ে উঠেছে ও, তবে এখনও খুব দুর্বল। একা একা হাঁটাচলা করতে পারে না। এর-ওর কাঁধে ভর দিয়ে মাঝেমধ্যে একটু-আধটু হাঁটার চেষ্টা করে। আর তাতেই ঘেমে নেয়ে ওঠে ও, বুকটা ওঠানামা করতে থাকে হাপরের মত।

এক রোববার, বেনিকে ভালমত গোসল করিয়ে দিলেন ফিশার-পত্নী। পরিষ্কার জামা-কাপড় পরিয়ে বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসিয়ে দিলেন, নিজেও বসলেন পাশে। এতদিনেও ছেলেটার ব্যাপারে প্রায় কিছুই জানা হয়নি। মনে আশা, চেষ্টা চরিত্র করলে আজ হয়তো জানা যাবে।

একভাবে তাকিয়ে থাকলেন মহিলা বেনির মুখের দিকে। আনমনে এ-পকেট ও-পকেট হাতড়াচ্ছে ছেলেটা। মুখে হাসি নিয়ে দেখছেন তিনি। হঠাৎ কি মনে পড়ায় আনমনা ভাবটা কেটে গেল বেনির, একটু যেন চঞ্চল হয়ে উঠল।

'কিছু খুঁজছ, বাবা?' সস্নেহে জানতে চাইলেন তিনি।

'আমার মানিকটা কোথায়?'

'কি কোথায়?' ভুরু কুঁচকে উঠল তার।

'একটা শিলিং।'

'কোন শিলিংটা বলো তো!'

'সেই যে, একটা মেয়ে দিয়েছিল আমাকে! কেন ওটা দেখেননি আপনি?'

'না তো! কোথায় রেখেছিলে?'

'আমার ওয়েস্ট কোটের পকেটে।'

'ওহ্,' হাঁপ ছাড়লেন ফিশার-পত্নী। 'তাহলে কোন চিন্তা নেই, পাওয়া যাবে।'

'একটু খুঁজে দেখুন না!' অনুরোধ জানাল বেনি। 'একটা পরী দিয়েছিল আমাকে শিলিংটা।'

'কে দিয়েছিল! পরী?' ধীরে ধীরে কপাল কুঁচকে উঠল ফিশার-পত্নীর। ওর মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়লেন যেন। উঠে গিয়ে ওর ওয়েস্ট কোটের পকেট ঘেঁটে খুঁজে বের করলেন শিলিংটা। উল্টেপাল্টে দেখলেন একটু, তারপর বারান্দায় ফিরে এসে বেনির দিকে এগিয়ে দিলেন মুদ্রাটা। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর রোগপাণ্ডুর মুখ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আরও প্রায় দু'মাস সময় লাগল বেনির সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে। এরমধ্যে ওর অতীত জীবনের সব ঘটনা জানা হয়ে গেছে এ-বাড়ির সবার। বেনির অতিরিক্ত বিনয়ী আর নম্র স্বভাব কর্তা-গিন্নিসহ সবার ভাল লাগল খুব। মাত্র অল্প ক'দিনেই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল সে প্রত্যেকের।

স্থায়ী একটা আশ্রয় জুটে গেল বেনি বেটসের। ওর সব দায়-দায়িত্ব হাসিমুখে নিজের কাঁধে তুলে নিলেন ফিশার-পত্নী। তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, এক ছেলেকে কেড়ে নিয়ে ঈশ্বর তাঁকে আরেকটি জুটিয়ে দিয়েছেন।

পনেরো

দেখতে দেখতে ছ'বছর কেটে গেল। বিশ বছরের সুঠাম দেহের অধিকারী পরিপূর্ণ এক যুবক এখন বেনি বেটস। ফিশার-দম্পতির অন্য দুই ছেলে—জর্জ আর হ্যারির সঙ্গে একই স্কুলে ওকে ভর্তি করে দেয়া হয়েছিল। দিনে দিনে যেমন লেখাপড়া, তেমনি সাংসারিক আর কৃষিকাজে ওস্তাদ হয়ে উঠেছে সে।

দিনরাত ক্লান্তিহীন, কঠোর পরিশ্রম করতে পারে বেনি। লেখা-পড়া আর সাংসারিক কাজের সময় ছাড়া যেটুকু অবসর পায়, ফিশারের সঙ্গে খেতের কাজ করে সে।

এ-বাড়িতে আশ্রয় জুটে যাওয়ার কয়েক মাস পর এক মেয়ে হয় ফিশার-দম্পতির। নাম রাখা হয়েছে উইনি, ভারি ন্যাওটা হয়েছে সে বেনির। যতক্ষণ ও বাসায় থাকে, ঘুরঘুর করে মেয়েটি তার পিছুপিছু। হাতে বিশেষ কোন কাজ না থাকলে ওকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বেনি, খেলা করে। জর্জ আর হ্যারির চেয়ে ওকেই বেশি আপন করে নিয়েছে উইনি।

মাঝেমধ্যে হারিয়ে যাওয়া অতীতের সেই শহুরে দিনগুলোর কথা মনে পড়লে খুব কষ্ট হয় বেনির। নেলি, জো, গ্রানি আর ইভার কথা মনে পড়লে কেঁদে ওঠে অন্তর। স্মৃতি ভুলে থাকার জন্যেই সারাদিন কাজের মধ্যে ডুবে থাকার চেষ্টা করে ও। লিভারপুল ছাড়ার আগে প্রতিজ্ঞা করেছিল বেনি, মানুষের মত মানুষ হতে পারলে আবার একদিন ফিরে যাবে সেখানে, তার জন্মভূমিতে। সে সুযোগ কোনদিন আদৌ আসবে কি না জানে না বেনি। তবু মনে আশা—আসবে, আসবেই। সেই লক্ষেই নিজেকে তৈরি করছে সে এখন।

বিকেলবেলা মাঝে মধ্যে বেড়াতে বের হয় বেনি অবসর থাকলে। আজও তেমনি বেরিয়ে পড়েছে, হাঁটতে হাঁটতে ভাবছে কোন দিকে যাওয়া যায়। রুকল্যাণ্ডের কথা প্রথম মনে পড়ল বেনির, উত্তরমুখী বড় রাস্তাটা ধরে গুনগুন গান গাইতে গাইতে সেদিকে চলল ও।

ফিশারের খামার, স্কাউট ফার্মের মাইলখানেক উত্তরে রুকল্যাণ্ড। ম্যানচেস্টারে ব্যবসা আছে এমন কিছু ধনী লোক বাস করেন ওখানে। সাজানো গোছানো তাদের বাড়িগুলো, দূর থেকে পটে আঁকা ছবির মত লাগে দেখতে। জায়গাটা বেনির খুব ভাল লাগে।

রেল স্টেশন ছাড়িয়ে রুকল্যাণ্ড ঢোকার মুখে ডানহাতি প্রথম বাড়িটার মালিক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মি. মনরো। যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি সুন্দর বাড়িটা। চারদিকে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে নয়নাভিরাম ফুলের বাগান। খেলাধুলার জন্যে রয়েছে বিরাট লন। ভদ্রলোককে চেনে বেনি, ম্যানচেস্টারে বিরাট ব্যবসা তাঁর।

বাড়িটার পাশ কাটিয়ে আরও ভেতরদিকে যাবার ইচ্ছে বেনির। আপনমনে হাঁটছে সে, হঠাৎ বাগানের দিক থেকে নারীকণ্ঠের হাসির শব্দ কানে যেতে থমকে দাঁড়াল। ঘাড় ফিরিয়ে চাইল বাগানের দিকে, কিন্তু গাছপালার জন্যে কাউকে চোখে পড়ল না। পায়ে পায়ে রাস্তা ছেড়ে বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল বেনি। দেখল সামনের লনে ব্যাডমিন্টন খেলছে দুই তরুণী। একজনকে চেনে বেনি, মি. মনরোর একমাত্র মেয়ে। কিন্তু দ্বিতীয়জন, ওর দিকে মুখ করে দাঁড়ানো, আগে এ বাড়িতে আর কখনও তাকে দেখেনি ও। অথচ মেয়েটাকে খুব চেনা চেনা মনে হলো বেনির। অবাক হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল সে তার দিকে। মনে করার চেষ্টা করল কোথায় দেখেছে মেয়েটিকে।

আরেকবার জোর হাসির শব্দে সংবিৎ ফিরল বেনির, মনে মনে লজ্জিত হলো খুব। আড়াল থেকে এভাবে অপরিচিত দু'জন মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকা অশোভনীয়। তাছাড়া হঠাৎ কোন পথচারীর চোখে পড়ে গেলে লজ্জার আর সীমা থাকবে না। তাড়াতাড়ি রাস্তায় উঠে এল বেনি। আরও ঘন্টাখানেক ঘুরে বেড়াল ও এদিক-ওদিক, কিন্তু বেড়ানোটা উপভোগ করতে পারল না অন্যদিনের মত। বারবার সদ্যদেখা তরুণীর মুখটা ভেসে উঠছে চোখের সামনে।

ফেরার পথে বাড়িটার পাশ কাটিয়ে যাবার সময় আড়চোখে লনের দিকে তাকাল বেনি, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। একটু যেন হতাশ হলো সে মনে মনে।

স্টেশনের দিক থেকে ব্রুকল্যাণ্ডে ঢুকতে মনরোর বাড়ির একটু আগে অপ্রশস্ত, কিন্তু গভীর খাল পড়ে একটা। পারাপারের জন্যে নড়বড়ে কাঠের পুল আছে তার ওপরে। পুল আর মনরোর বাড়ির মাঝামাঝি জায়গায় তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে ঘুরে গেছে রাস্তাটা। ব্রুকল্যাণ্ডের সবাইকেই এই পুল পেরিয়ে স্টেশনে আসা-যাওয়া করতে হয়। বাঁক পেরিয়ে পুলটার ওপর এসে দাঁড়াল বেনি। রেলিংয়ে ভর দিয়ে নিচে পানির দিকে তাকাল সে। আনমনে ভাবছে, প্রায় সবাই ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে ম্যানচেস্টারে। সাধারণত এক ঘোড়ার টানা গাড়িই একমাত্র বাহন এখানকার। এই বাঁক আর নড়বড়ে পুল যে-কোন লোকের জন্যে বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে। যে-কোন মুহূর্তে মারাত্মক, এমনকি প্রাণ-সংহারী দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়াও বিচিত্র নয়। যাকগে, ভাবল বেনি, যাদের সমস্যা তারাই মাথা ঘামাক। বাড়ি ফেরার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল ও।

নারীকণ্ঠের ভয়ার্ত তীক্ষ্ণ চিৎকারটা ঠিক সেই সময়েই শুনতে পেল বেনি। চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকাল ও, ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। সর্বনাশ! মনরোর বিশাল সাদা ঘোড়াটা খেপে গেছে কেন যেন। পিছনে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে প্রচণ্ডবেগে কোচসহ ছুটে আসছে ওটা এদিকেই। অথচ কোচম্যান নেই তার জায়গায়।

কোচের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রাণপণে ঘোড়াটাকে সামাল দেয়ার চেষ্টা করছেন আতঙ্কিত মনরো। কিন্তু সুবিধে করতে পারছেন না। মত্ত একটা দানবের মত বাতাসে ঝড় তুলে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটে আসছে ওটা তীরবেগে। মনরোর পাশে আরেকজনকে দেখতে পেল বেনি—সেই যুবতী, যাকে একটু আগে ব্যাডমিন্টন খেলতে দেখেছে সে। ভয়ে আতঙ্কে মুখ শুকিয়ে গেছে বেচারির, দু'চোখ

www.BanglaBook.org

বিস্ফারিত।

কোচম্যান আর মাঠে কর্মরত কয়েকজন কৃষক হৈ হৈ করতে করতে ছুটে আসছিল গাড়িটা আটকাবার জন্যে, কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেক পিছিয়ে পড়েছে তারা দৌড় প্রতিযোগিতায়।

কয়েক সেকেণ্ড হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল বেনি, তারপর এক লাফে পুল পেরিয়ে ছুটে বাঁকটার কাছে এসে দাঁড়াল। বুঝল, যা করার এখন ওকেই করতে হবে, নইলে গতির তোড়ে বাঁকের মুখে পৌঁছেই উল্টে যাবে গাড়ি চোখের পলকে। ডিগবাজি খেতে খেতে সোজা খালের মধ্যে গিয়ে পড়বে, সলিল সমাধি হয়ে যাবে আরোহীদের।

ভাববার সময় নেই আর, এসে পড়েছে। অসমান ইটের রাস্তায় দুরন্তবেগে ছোটার ফলে মুহুর্মুহু ঝাঁকি খাচ্ছে গাড়ি, লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে। চাকাগুলো ছুটে না যায়—ভয় হলো বেনির। প্রথমেই ছুটে যাওয়া লাগামটা ধরতে হবে ওকে যেভাবেই হোক, ব্যর্থ হলে চলবে না। তাহলে ঘোড়া আর কোচ, দুটোই বুকের ওপর উঠে পিষে ভর্তা করে দিয়ে যাবে ওকে। ঠিক করল বেনি, বাঁকের যত আগে ঘোড়াটার মোকাবেলা করা যায় ততই ভাল। আস্তিন গুটিয়ে ছুটে এগিয়ে গেল বেনি, দাঁড়াল রাস্তার মাঝখানটায়।

দুই কষা বেয়ে সাদা ফেনা গড়াচ্ছে ঘোড়াটার, নাকে ফুটো প্রশস্ত হয়ে গেছে উত্তেজনায়, নিঃশ্বাস পড়ছে ফোঁস ফোঁস করে। পতাকার মত লম্বা কেশর উড়িয়ে ছুটছে সে। এমনসময় হঠাৎ করে পথের ওপর দু'পেয়ে জীবটাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ঘোড়াটা। ভীতিকর, তীক্ষ্ণ হ্রেষারবে ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দিতে চাইল সে মানুষটাকে। কিন্তু সরে যাবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না বেনির মধ্যে, নিজের জায়গায় অটল হয়ে দাঁড়িয়েই রইল সে।

ঠিক সময়মত তড়াক করে শূন্যে লাফিয়ে উঠল বেনি, লোহার মত শক্ত বাঁ-হাতে প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়ে ধরল ঘোড়ার লম্বা গলা। ডানহাত বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি লাগামটা পেঁচিয়ে নিল সে মুঠোর মধ্যে। তারপর প্রচণ্ড জোরে এক হ্যাঁচকা টান মারল পিছন দিকে। আচমকা নাকেমুখে বেমক্কা টান পড়ায় ঝটকা মেরে উঠল ঘোড়াটা, পিছনের দু'পায়ের ওপর ভর করে সামনের দু'পা আকাশে তুলে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল। একহাতে ঘোড়ার গলা, অন্যহাতে লাগাম ধরে অসহায়ের মত শূন্যে ঝুলতে থাকল বেনি। বিকট চিৎকার করে দানবীয় শক্তিতে মাথা ঝাড়া দিয়ে বেয়াড়া জীবটাকে পায়ের নিচে ফেলে পিষে মারতে চাইছে পাগলা ঘোড়া, কিন্তু মরিয়া হয়ে ঝুলেই থাকল বেনি দাঁতমুখ খিঁচিয়ে, একটুও শিথিল করল না হাতের দৃঢ় বন্ধন। আরও কিছুক্ষণ পর হার মানল ঘোড়াটা। ঠিক বাঁকের মুখে পৌঁছে একটা কাঁটাঝোপের মধ্যে হাঁটু ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ ফিরল মনরোর, তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে ছুটে গেলেন সাহসী যুবকের দিকে। ডান হাতের তীব্র ব্যথায় বেনি তখন সাদাফুল দেখছে চোখে।

'ধন্যবাদ, বাবা! অনেক ধন্যবাদ! হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন তিনি। 'আজ আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছ তুমি···ও কি? কি হলো, বাবা! কোথায় লাগল?' বাঁ-হাত দিয়ে ডানহাত চেপে ধরে চোখমুখ বিকৃত করে বসে পড়ল বেনি। উদ্বিগ্ন হয়ে দ্রুত কাছে এসে ধরলেন ওকে মনরো। মেয়েটাও এগিয়ে এসে ধরল বেনিকে, দাঁড়াতে সাহায্য করল।

'কই, কোথায় লাগল? দেখি!'

www.BanglaBook.org

'হাতটা…,' ফুঁপিয়ে উঠে থেমে গেল বেনি। 'মনে হয় ভেঙে গেছে, স্যার।'

হাঁপাতে হাঁপাতে দলবলসহ কোচম্যান এসে পৌঁছল এইসময়। সবাই ধরাধরি করে গাড়িতে তুলল ওকে।

পরদিন সকালে বেনিকে দেখতে এলেন মনরো। ব্যথা কমেছে কিছুটা। টানাটানির সময় ওর কনুইয়ের হাড় স্থানচ্যুত হয়ে গিয়েছিল কালকে। টেনে জোড়া লাগিয়ে শক্ত করে ব্যাণ্ডেজ করে দেয়া হয়েছে বেনির পুরো হাতটা।

পিঠের নিচে গোটাকয়েক বালিশ দিয়ে আধশোয়া হয়ে বসে আছে বেনি, আহত হাতটা পাশের আরেকটা বালিশের ওপর রাখা আলতো করে। বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসে অনেকক্ষণ ওর সঙ্গে গল্প করলেন মনরো। বিদায় নেবার আগে বললেন, 'সেরে উঠে কিন্তু আমার বাসায় আসতে হবে তোমাকে, বাবা। যা করেছ তুমি আমাদের জন্যে, সব শুনে আমার স্ত্রী আর মেয়ে তোমাকে একনজর দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে আমার ভাগ্নী, কাল যে গাড়িতে ছিল, ওর ইচ্ছা তুমি সেরে উঠলে ও তোমার কাছে তার কৃতজ্ঞতা জানাবে।'

'আর লজ্জা দেবেন না, স্যার। আমি তো শুধু আমার কর্তব্য করেছি।'

'ও কথা বললে শুনছি না। আসছ কিনা বলো।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে,' একটু ইতস্তত করে রাজি হয়ে গেল বেনি। 'আগে সেরে তো উঠি!'

মনরো বিদায় নিতে শুয়ে শুয়ে আবার সেই ভাবনায় তলিয়ে গেল বেনি, কে মেয়েটা? সত্যিই কি দেখেছি ওকে কোথাও? নইলে এত চেনা চেনা লাগবে কেন? হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে বসল বেনি ধড়মড় করে, ইভা! ইভা নয়তো? সে-রকমই তো লাগে অনেকটা। দূর! পরক্ষণেই বাতিল করে দেয় বেনি সে সম্ভাবনা, ইভা এখানে আসবে কেন?

দু'দিন পর। ফিশারের বৈঠকখানায় বসে তার সঙ্গে বেনির ব্যাপারে আলাপ করছিলেন মনরো। 'সত্যি, আপনার ছেলেটি একটি রত্ন। ও-ই বুঝি আপনার বড় ছেলে?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' আনমনা হয়ে গেলেন ফিশার। 'কিন্তু ও আমার নিজের ছেলে নয়।'

'সে কি!' অবাক হলেন মনরো। 'কার ছেলে তাহলে?'

'সে অনেক লম্বা কাহিনী, মি. মনরো। অত কথা শোনার কি ধৈর্য হবে আপনার?'

'আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমি ওর ব্যাপারে ভীষণ আগ্রহী। আসলে…,' আর কি বলা যায়, ভেবে না পেয়ে মাঝপথে থেমে গেলেন মনরো।

'বেশ, শুনুন তাহলে।' বলতে শুরু করলেন ফিশার।

'ও যে বাঁচবে আমরা কেউই আশা করিনি,' ফিশার বললেন। 'নেহাত দয়া করে প্রভু ওকে ফেলে গেলেন বলে সে-যাত্রা বেঁচে গেল বেনি। তারপর থেকে আমার এখানেই আছে ও, তা ছ'বছর হবে প্রায়। আমার স্ত্রী খুবই ভালবাসেন ওকে। অবশ্য তার কারণও আছে। ও আসার মাসখানেক আগে আমার বড় ছেলে মারা যায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাই পথে কুড়িয়ে পাওয়া বেনির ওপরে গিয়ে পড়ে তাঁর যত স্নেহ-ভালবাসা। তাঁর বিশ্বাস, ঈশ্বর আমাদের এক ছেলেকে কেড়ে নিয়ে ওকে পাঠিয়ে দিয়েছেন সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে।'

বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে মনরোর। এ যেন নাটক নভেলের জমজমাট কোন কাহিনী।

'কতদূর পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে ও?' অনেকক্ষণ পর ধাতস্থ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আমি মূর্খ মানুষ,' লাজুক হাসি হাসলেন ফিশার। 'অতশত বুঝি না। তবে ওর স্কুলের হেডমাস্টার মি. জোন্স্ সেদিন কথায় কথায় আমাকে বলছিলেন, বেনি নাকি তাঁর গুরুমারা শিষ্য। তাঁর বিদ্যার ভাণ্ডার শুষে নিয়ে ও তাঁকে ছোবড়া বানিয়ে দিয়েছে। বেনিকে নাকি আর পড়াতে পারবেন না তিনি।'

'মাফ করবেন, ছেলেটার ব্যাপারে বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছি বলে আপনি কিছু মনে করেননি তো?'

'আরে না, কি যে বলেন! এতে মনে করার কি আছে?'

'ও আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে, তার প্রতিদান হিসেবে ওর জন্যে কিছু করা যায় কিনা আমি আসলে তাই ভাবছি।'

'আপনার অশেষ দয়া, স্যার,' কৃতজ্ঞচিত্তে বললেন ফিশার।

ভাঙা হাত নিয়ে শুয়ে-বসে থাকতে থাকতে হাঁপ ধরে গেল বেনির। একদিন বিকেলে বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে নিল ও। উইনিকে নিয়ে রওনা হলো স্কাউট ফার্মের দিকে।

অনেকদিন পর বাইরে আসতে পেরে উৎফুল্ল হয়ে উঠল মনটা। ঘুরে ঘুরে কাজকর্ম সব ঠিকঠাকমত চলছে কি না সে ব্যাপারে কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ করল বেনি, এটা-ওটা পরামর্শ দিল তাদের। তারপর উইনির সঙ্গে খেলায় মেতে উঠল, কিন্তু স্লিং-এ ঝোলানো হাতটার জন্যে বিশেষ সুবিধে করতে পারল না। এতদিন পর যা-ও বা একটু খেলার সুযোগ এল, তা-ও প্রায় শুরুতেই থেমে গেল বলে গাল ফুলিয়ে গোঁজ হয়ে বসে থাকল উইনি। নরম গলায় হাতের ব্যাপারটা ওকে বোঝাবার চেষ্টা করল বেনি। কিন্তু কাজ হলো না, কানেই তুলল না সে কোন কথা। শেষে একটা বড় পুতুল আর এক বাক্স টফির লোভ দেখাতে মান ভাঙল মেয়ের।

'ঠিক দেবে তো?' গম্ভীর, সন্দিগ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ রে, বুড়ি!' তার মুখ চোখের ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল বেনি ফিক্ করে। 'তোমাকে দেব না তো, কাকে দেব?'

আরও ক'টা দিন পেরিয়ে গেল। প্রায় রোজই ওকে ব্রুকল্যাণ্ড থেকে বেড়িয়ে আসার জন্যে তাগাদা দেন ফিশার-পত্নী। কিন্তু কোন না কোন অজুহাতে পাশ কাটিয়ে যায় বেনি। শেষে দুর্ঘটনার দু'সপ্তা পর, কি মনে করে একদিন নিজে থেকেই ব্রুকল্যাণ্ড যাবার জন্যে তৈরি হলো বেনি। 'কথা যখন দিয়েছি, তখন আমার যাওয়া উচিত। কি বলো, মা?'

'অবশ্যই,' খুশি হলেন ফিশার-পত্নী। 'আমিও তো এতদিন ধরে সেই কথাই বলছি তোমাকে।'

'কিন্তু...।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আবার কিন্তু কি?'

'ভাবছি, অত বড়লোকের বাড়িতে গিয়ে মান-ইজ্জত বাঁচিয়ে আসতে না পারি যদি? শত হলেও আমরা তো চাষা।'

'সে জন্যে ভেব না তুমি। চাষা হলেও অভদ্র নই আমরা,' ওকে আশ্বস্ত করলেন ফিশার। 'তাছাড়া, সেরকম কোন পরিস্থিতি ও বাড়িতে সৃষ্টি হবে বলে আমি মনে করি না।'

ষোলো

দূর থেকে মনরোর বাড়িটা চোখে পড়তে আবার রাজ্যের দ্বিধা আর সঙ্কোচ দেখা দিল বেনির মনে। একবার ভাবল ফিরে যাই, কাজটুকুর জন্যে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ধন্যবাদ পেয়েছি, আর কেন? কিন্তু একই সঙ্গে সেই মেয়েটির পরিচয় জানার একটা উদগ্র বাসনাও পেয়ে বসল বেনিকে। যা থাকে কপালে, এসে যখন পড়েছি, জেনেই যাব আজ কে ওই মেয়ে?

জোরে পা চালিয়ে গেট খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল বেনি। সুরকি বিছানো পথ দিয়ে দু'পাশের বাগান দেখতে দেখতে এসে দাঁড়াল ওক কাঠের প্রকাণ্ড দরজাটার সামনে। টোকা দিল সে দরজায়। একটু পর দরজা খুলে ওর সমবয়সী একটা ছেলে বেরিয়ে এল বাইরে।

'মি. মনরো আছেন বাসায়?' জিজ্ঞেস করল বেনি।

'জি আছেন, আপনি?' বলেই ছেলেটির চোখ পড়ল বেনির ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতের ওপর। সাথে সাথে চোখের দৃষ্টিতে সম্ভ্রম ফুটে উঠল ওর।

'আমার নাম বেটস, দেখা করব তাঁর সাথে। অবশ্য উনি যদি ব্যস্ত থাকেন আমি না হয়...,'

'আপনার কথা আমি জানি, স্যার,' বেনির মুখের কথা কেড়ে নিল ছেলেটা। 'হুকুম আছে যত ব্যস্ততাই থাকুক, আপনি এলে সাথে সাথে খবর দিতে হবে তাঁকে। ভেতরে এসে বসুন আপনি, আমি খবর দিচ্ছি।'

তাকে অনুসরণ করে প্রকাণ্ড এক লাইব্রেরি ঘরে এসে ঢুকল বেনি। সুন্দর করে সাজানো-গোছানো, পুরু গালিচামোড়া বিশাল কক্ষটার তিন দেয়াল জোড়া দামী কাঠের আলমারি। ওগুলোর প্রত্যেকটা তাক বইয়ে ঠাসা। দামী চামড়ার মোড়কে বাঁধানো মোটা মোটা অগুণতি বই। হাঁ করে বইগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল বেনি বসার কথা ভুলে। একসঙ্গে এত বই কোথাও দেখেনি ও জীবনে।

খবর পেয়ে ব্যস্তপায়ে লাইব্রেরি রুমে এলেন মনরো। দেখলেন পিছন ফিরে বই দেখায় মগ্ন হয়ে পড়েছে বেটস, তার আগমন টের পায়নি। শব্দ না করে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি, চোখে কৌতূহল।

'মনের মত খোরাক পেয়ে গেছ নাকি, মিস্টার বেটস?' বেশ কিছুক্ষণ পর কথা বলে উঠলেন মনরো, হাসিমুখে এগিয়ে এসে একটা হাত রাখলেন বেনির কাঁধে।

জীবনে এই প্রথম কাউকে তার নামের আগে মিস্টার বলতে শুনল বেনি। ফিরে দাঁড়িয়ে মৃদু হাসল সে। অভ্যর্থনার ধরন দেখে দ্বিধা-সঙ্কোচ মুহূর্তে উবে গেল মন থেকে।

'আমি তো তোমার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম।' ইঙ্গিতে ওকে বসতে বলে নিজেও বসলেন মনরো সামনের একটা সোফায়। 'তারপর? তোমার হাতের

www.BanglaBook.org

অবস্থা এখন কেমন?'

'বেশ ভাল। ক'দিন পরই ব্যাণ্ডেজ খোলা হবে।'

'সুখবর। ভাল কথা, পুলটা আমি নতুন করে তৈরি করাচ্ছি। অল্পদিনের মধ্যেই লোক লাগিয়ে দেব ঠিক করেছি।'

'খুব ভাল হয় তাহলে। খুবই বিপজ্জনক ওটা।'

এরপর চুপচাপ কাটল কিছুক্ষণ। গভীর দৃষ্টিতে ওকে পর্যবেক্ষণ করছেন মনরো, আড়চোখে দেখল বেনি। মনে মনে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল ও। কেমন এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি, খুক্ করে কেশে নড়েচড়ে বসল বেনি।

'তোমাকে বিশেষ কিছু কথা বলার জন্যে এখানে আসতে বলেছিলাম, মিস্টার বেটস। অবশ্য তার সাথে তোমারই স্বার্থ জড়িত।'

কোন উত্তর দিল না বেনি, চুপ করেই বসে থাকল। আপনমনে সোফার গদিমোড়া হাতল ঘষতে লাগল তালু দিয়ে।

'শুনলাম, তুমি নাকি খুব বেশিদিন হয়নি এই এলাকায় এসেছ, সত্যি নাকি?' সরাসরি না বলে একটু ঘুরিয়ে প্রশ্নটা করলেন মনরো।

'ঠিকই শুনেছেন, স্যার। চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত আমি লিভারপুলে ছিলাম।'

'চাষবাস ছাড়া আর কোন কাজটা ভাল লাগে তোমার?' আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইলেন মনরো।

'এ-ছাড়া অন্য কোন কাজ করার সুযোগই তো পাইনি, কি করে বলি?'

'আমি যদি তোমাকে তোমার কোন পছন্দসই কাজে লাগিয়ে দিতে চাই, তুমি কি আপত্তি করবে?'

'দেখুন, লেখাপড়া করে আরও বেশি জ্ঞানার্জন করাই আমার ইচ্ছে। ভাল চাকরি পাওয়া নয়।'

'মিস্টার জোন্স্, মানে তোমার স্কুলের হেড টিচার বলছিলেন অঙ্কে নাকি খুবই ভাল তুমি?' সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে একভাবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন মনরো।

'আসলে আমাকে খুব বেশি ভালবাসেন ভদ্রলোক।' অবাক হলো বেনি মনে মনে, ওর ব্যাপারে তাঁর সঙ্গেও কথা বলেছেন মনরো! নিশ্চয়ই কিছু কারণ আছে এর মধ্যে। নিজের প্রশংসা শুনে লজ্জাও পেল কিছুটা। বলল, 'সুযোগ পেলেই আমার গুণগান করে সবার কান ভারি করেন উনি।'

'সে যা-ই হোক, জমা-খরচের হিসাব জানো তো?'

'জ্বি, কিছু কিছু জানি।'

'তাড়াতাড়ি হিসেব করতে পারো?'

'কি করে বলি, বলুন? আগে তো করিনি কখনও!'

সোফায় হেলান দিয়ে বসে কি যেন ভাবনায় ডুবে গেলেন মনরো। অনেকক্ষণ পর কথা বলে উঠলেন আবার, 'মিস্টার বেটস, তুমি একজন ভদ্র, শিক্ষিত আর রুচিবান যুবক। এসব একান্ত ব্যক্তিগত কথা জানতে চাইলাম বলে আশা করি কিছু মনে করবে না তুমি।'

একটু থেমে বেনি কিছু বলে কি না দেখলেন মনরো। কিন্তু কথা বলার কোন লক্ষণ ওর মধ্যে নেই দেখে নিজের কথার খেই ধরলেন তিনি। 'তুমি সেদিন আমার আর আমার ভাগ্নীর প্রাণ বাঁচিয়েছ, সেজন্যে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তোমার কোনরকম উপকার করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব আমি। আমার ইচ্ছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ম্যানচেস্টারে আমার অফিসে কোন যোগ্য পদে তোমাকে নিয়োগ করি, অবশ্য তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবেই।'

'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, স্যার। তবে মিস্টার আর মিসেস ফিশারের মতামত না নিয়ে কিছু বলা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই,' মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন মনরো। 'ঠিক আছে, তাদের সাথে আলাপ করে তুমি আগামী সপ্তায় আমাকে তোমার মতামত জানাবে, কেমন?'

'আচ্ছা।'

'বেশ, এবার ভেতরে চলো। এতক্ষণে মেয়েরা নিশ্চয়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।'

মেয়েদের কথা শুনেই গলা শুকিয়ে গেল বেনির। রাজ্যের দ্বিধা আর লজ্জা জড়িয়ে ধরল ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে। দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে তাকালেন মনরো, দেখলেন এখনও চুপ করে বসে আছে ছেলেটা। 'কি হলো, এসো!' তাড়া দিলেন তিনি।

মনরোকে অনুসরণ করে পাশের কামরায় এল বেনি। অপূর্ব সাজে সজ্জিত সেই দুই তরুণী গল্প করছিল বসে। বেনিকে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল তারা চেয়ার ছেড়ে।

'মিস্টার বেটস,' বললেন মনরো। 'এটি আমার মেয়ে। আর ও-ই হচ্ছে আমার সেই ভাগ্নী, আমার সাথে সাথে ওর প্রাণটাও বাঁচিয়েছ সেদিন তুমি। ইভা ওর নাম, ইভা লরেন্স।'

হাঁ হয়ে গেছে বেনি, সত্যিই তাহলে ইভা? হ্যাঁ, কোন ভুল বা সন্দেহের অবকাশ নেই আর। এই তো আমার সেই পরী—ভাবছে বেনি। ঢিপঢিপ করছে বুকের মধ্যে, গলা শুকিয়ে কাঠ। বার দু'য়েক চেষ্টা করেও ঢোক গিলতে ব্যর্থ হলো সে। তাই তো বলি, এত চেনা চেনা কেন মনে হচ্ছিল সেদিন! হঠাৎ চমক ভাঙল ওর। চেয়ে দেখল, কখন যেন চলে গেছেন মনরো ওখান থেকে। ছিঃ ছিঃ, লজ্জা পেল ও। মেয়েরা না জানি কি ভাবল ওর আচরণে! তাড়াতাড়ি হ্যাট নামিয়ে কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে সম্মান জানাল বেনি মেয়েদের।

ওর মত একই অবস্থা ইভারও। সেদিন প্রথম নজরেই ছেলেটার চেহারা কেমন যেন চেনা মনে হয়েছিল। কিন্তু ও কি সেই বেটস? নামটাও তো সেই একই, পুরো নাম কি? ওর দিকে তাকিয়ে থাকল ইভা সলজ্জ দৃষ্টিতে।

বয়সে ইভার ছোট হলেও বেশ চালাক-চতুর মেয়ে মনরো-কন্যা। ওদের দু'জনকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে দেখে কিছু একটা সন্দেহ হলো তার। মুচকি হেসে ওদের কাছ থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে বসল সে, যাতে কথাবার্তা বলতে কোন অসুবিধে না হয় ইভা ও বেটসের।

ও সরে পড়তে ধীরপায়ে বেনির দিকে এগিয়ে গেল ইভা। বলল, 'আমি আপনার কাছে ঋণী, মিস্টার বেটস। সেদিন যদি সময়মত সাহস করে না এগুতেন···।'

কি উত্তর দেয়া যায় ভেবে না পেয়ে চুপ করে থাকল বেনি। একটু থেমে থেকে আবার বলল ইভা, 'সেদিন আপনি না থাকলে আর রক্ষে ছিল না আমাদের।'

'আপনাদের জন্যে কিছু করতে পেরেছি বলে নিজেকে ধন্য মনে করছি আমি, শ্রদ্ধামেশানো বিনীত কণ্ঠে বলল বেনি।

ব্যস। ফুরিয়ে গেল কথা। এরপর আর কি বলা যায় ভেবে পেলো না ওরা। নিজেদের মনের কোণে যে প্রশ্ন মাথা খুঁড়ছে, তা-ও জানতে চাইবার মত সাহস

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সঞ্চয় করে উঠতে পারছে না কেউ। একরাশ লজ্জা আর সঙ্কোচ যেন মুখ চেপে ধরে রেখেছে।

এমনসময় ঘরে ঢুকলেন মনরো-পত্নী, মুহূর্তে গুমোট অস্বস্তিকর নীরবতাটা কেটে গেল। পরিচয়ের পালা শেষ হতে গল্পে মেতে উঠল সবাই, অল্পক্ষণেই জমে উঠল আসর। দিনের আলো কমে এসেছে কখন যেন, গল্পে ব্যস্ত থাকায় খেয়াল করেনি কেউ। সামনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল বেনি, দল বেঁধে ঝাঁকে ঝাঁকে নীড়ে ফিরতে শুরু করেছে পাখিরা।

একসময় ইভাকে গান গাইবার জন্যে ধরে বসলেন মনরো-পত্নী। বেনির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন গানটা তোমার সবচেয়ে প্রিয়, মিস্টার বেটস?'

একটু ইতস্তত করল বেনি। তারপর বলল, 'ওই যে, "অন্তরে প্রেম আছে যার", ওটা আমার খুবই প্রিয় গান।'

'বাহ্!' খুশি হয়ে ইভার দিকে ফিরলেন তিনি। 'তাহলে তো ভালই হলো। আমাদের ইভাও খুব ভাল গাইতে পারে গানটা।'

'হ্যাঁ। কিন্তু উনি অনুরোধ না করলে এ গান কখনোই গাইতাম না আমি,' বলতে বলতে পিয়ানোর সামনে গিয়ে বসল ইভা।

'আলোগুলো জ্বেলে দাও তো, মা,' মেয়ের দিকে ফিরে বললেন মহিলা। 'সন্ধে হয়ে গেছে।'

'না, না,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল ইভা। 'আলো জ্বালতে হবে না। এরকম পরিবেশই ভাল লাগে আমার।'

'আচ্ছা থাক, তুমি তাহলে শুরু করো।'

গুনগুন করে গান ধরল ইভা। এক লাইন গেয়ে থামল একটু।

'কি হলো, মা, থামলে কেন?'

'এই গানটার পিছনে খুব করুণ একটা কাহিনী আছে, সত্যি কাহিনী,' বলল ইভা। 'অনেক বছর পর আজ গাইছি গানটা।'

'কি কাহিনী?' পাশ থেকে জানতে চাইলেন মনরো।

'বলছি, গান শেষ হোক।'

শুরু হলো গান। আবছা আলোয় নিষ্পলক চোখে ইভার দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে শুনছে বেনি। ঝিমঝিম করছে মাথার মধ্যে। কতদিন পর শুনছে ও এই গান, অথচ মনে হচ্ছে যেন এই সেদিনের কথা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রথম যেদিন গানটা শোনে বেনি, সেদিনের কথা মনে পড়ল। শুনতে শুনতে খুব দ্রুত চোখমুখের ভাব বদলে যেতে থাকল বেনির। ভাগ্যিস অ্যালো জ্বালা হয়নি!

ওদিকে গাইতে গাইতে ইভার চোখমুখের ভাবও বদলে যেতে লাগল ক্ষণে ক্ষণে। এরকম হবে জেনেই আলো জ্বালতে বাধা দিয়েছিল সে তখন।

একসময় শেষ হলো গান। ইভার মিষ্টি, অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠস্বর বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল। অভিভূতের মত বসে রইল বেনি।

'এবার তোমার সেই করুণ কাহিনীটা শোনাও তো, মা,' হাসতে হাসতে বললেন মনরো।

'বলছি,' নখ দিয়ে পিয়ানোর কোণ খুঁটতে খুঁটতে শুরু করল ইভা...

'তা প্রায় ছ'বছর আগেকার কথা। কি একটা জরুরী কাজে বড়দিনের মাত্র দু'দিন আগে বাবাকে চেস্টার যেতে হয়েছিল। আমিও ছিলাম বাবার সাথে। বড়দিনের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঠিক আগে আগে বলে ফেরিঘাটে খুব ভিড় ছিল সেদিন। দায়িত্ব এড়াতে না পেরে, বড়দিনের কেনাকাটা না সেরেই বাইরে যেতে হচ্ছে বলে বাবার মেজাজ খুব খারাপ ছিল সেদিন। ফেরিঘাটে খুব গরীব একটা ছেলে···।'

এ কাহিনী বেনির জানা। তবুও এত বছর পর নিজের অতীত দিনের কথা অন্য কারও, বিশেষ করে ইভার মুখে শুনতে বেশ ভাল লাগছে ওর। শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে পড়ল বেনি। ইভা বেশ সুন্দর করে গুছিয়ে গল্প বলতে পারে। এমনভাবে বলছে, বেনির মনে হলো ঘটনাগুলো যেন এই মুহূর্তে ছায়াছবির মত দেখতে পাচ্ছে ও চোখের সামনে। খুঁটিনাটি কোনকিছুই বাদ দিল না ইভা।

'···বাবা সেদিন বারবার করে ঝামেলা না বাড়াবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও অফিসারটা বেনিকে ধরে নিয়ে ঢুকিয়ে দিল হাজতে। দু'দিন পর অবশ্য প্রমাণের অভাবে কোর্ট থেকে মুক্তি পায় ছেলেটা।

'এর প্রায় মাসখানেক পরের কথা। একদিন অফিস থেকে খুব গম্ভীর মুখে বাসায় ফিরলেন বাবা। দেখে মনে হচ্ছিল সাংঘাতিক কিছু একটা হয়েছে। তার থমথমে চেহারার দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম খুব। এমনকি মা পর্যন্ত কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পেলেন না।'

'কি হয়েছিল ব্যাপারটা?' জিজ্ঞেস করলেন মনরো-পত্নী।

'পরে মা'র মুখে শুনেছিলাম, সেদিন দুপুরবেলা অফিসে কাজ করতে করতে কি দরকারে ডাইরেক্টরিটা খুলে হতভম্ব হয়ে যান বাবা। কারণ ওটার ভেতরেই ছিল সেই পাঁচ পাউণ্ডের নোটটা।'

'তারপর?' এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিলেন মনরো, কিন্তু এবার আর থাকতে পারলেন না। পাইপ টানা ভুলে সোজা হয়ে বসলেন।

হঠাৎ নিজেকে খুব হালকা মনে হলো বেনির। এতবছর ধরে যে জগদ্দল পাথরটা বুকের ওপর চেপে ছিল, ইভার কথা শুনে নেমে গেল সেটা। অজান্তেই পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুক ঠেলে। ব্যাপারটা নিয়ে বেনিও ভেবেছে অনেক। ও জানে নোটটা নেয়া তো দূরের কথা, দেখেইনি ও। ওদিকে লরেন্সও মিথ্যে বলবেন না, তাহলে ওটা গেল কোথায়?

'বাবা প্রায়ই দুঃখ করে বলতেন,' ইভার গলা কানে যেতে সচকিত হলো বেনি। 'একটা সৎ ছেলের জীবন বোধহয় ধ্বংস করে দিলাম আমি। নোটটা পাবার পর বেনিকে অনেক খুঁজেছিলেন বাবা, কিন্তু কোথাও পাননি তাকে।

'আমি কিন্তু তাকে অবিশ্বাস করিনি কখনও। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এমন কাজ কিছুতেই বেনির দ্বারা হতে পারে না। প্রভুর ইচ্ছেয় মাসখানেক যেতে না যেতেই আমার সেই আস্থা . প্রমাণও পেয়ে গেলাম আমি। সেই তখন থেকেই, যতবারই গানটা গাইতে চেষ্টা করেছি, বেনির সরল নিষ্পাপ চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠে থামিয়ে দিয়েছে আমাকে। বহু চেষ্টা করেও গাইতে পারিনি।'

অটুট নিস্তব্ধতা নেমে এল ঘরের মধ্যে। মন্ত্রমুগ্ধের মত চুপচাপ বসে থাকল যে যার জায়গায়। একসময় সংবিৎ ফিরল মনরো-পত্নীর, তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ঘরের আলোগুলো জ্বেলে দিলেন তিনি। আলোর বন্যায় ভেসে গেল সারা ঘর।

দেখা গেল, টেবিলের ওপর কনুই রেখে বাঁ-হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে বেনি। ওর শরীর খারাপ লাগছে ভেবে ব্যস্ত হয়ে উঠল সবাই।

'কি হলো, বেটস?' ব্যস্ত হয়ে সোফা ছেড়ে উঠে এলেন মনরো। পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালেন। 'অমন করে আছ কেন, খারাপ লাগছে?'

www.BanglaBook.org

হাত নামিয়ে ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসল বেনি। চোখ তুলে এক এক করে তাকাল সবার দিকে। মনে হলো কিছু একটা বলতে চায় ও। 'আমাকে যেতে হবে,' উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে হ্যাটটা নিল বেনি হাত বাড়িয়ে। 'মিস ইভা···আমি···মানে···,' আমতা আমতা করতে লাগল বেনি।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো! এত সঙ্কোচ করছ কেন?' ওকে উৎসাহ দিতে চেষ্টা করলেন মনরো।

'এতক্ষণ মিস ইভার মুখে যার কাহিনী শুনলেন আপনারা, আমিই সেই হতভাগ্য বেটস। বেনি বেটস।'

'অ্যাঁ?'

'জেসাস!'

'সে কি!'

'আমার ওপর আপনার আস্থা অটুট ছিল জেনে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করছি,' ইভার দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল বেনি। তারপর সবার বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টির সামনে দিয়ে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে।

সতেরো

পরদিন সকালে নাশতার টেবিলে ও-বাড়ির প্রসঙ্গ তুললেন ফিশার। গতরাতে ব্রুকল্যাণ্ড থেকে ফেরার পর বেনিকে কেমন গম্ভীর আর কিছুটা আনমনা লক্ষ করে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পাননি ফিশার-পত্নী। মনে হয়েছিল, বেনির আশঙ্কাই বোধহয় সত্যি হয়েছে। ভদ্র ব্যবহার পায়নি সে ওখানে। রাতে স্বামীকে বলে কয়ে রাজি করিয়েছেন তিনি কথাটা তুলতে।

'তারপর, বেনি! ওখানে কোন অসুবিধে হয়নি তো তোমার?' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইলেন ফিশার।

'নাহ, অসুবিধে হয়নি। আমার বরং খুব ভাল লেগেছে ওদের আচরণ।'

'ওরা তাহলে ভালই ব্যবহার করেছিল?' সংশয় মেশানো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন ফিশার, স্ত্রীর সাথে দৃষ্টি বিনিময় হলো তার।

'খু-উ-ব। তাদের জন্যে সামান্য যেটুকু করেছি, বিনিময়ে অতিরিক্ত সৌজন্য প্রকাশ করেছেন ওরা সবাই। আমার কিন্তু লজ্জাই করছিল শেষে।'

'তোমাকে কি কাল কোন কাজের প্রস্তাব দিয়েছিলেন মিস্টার মনরো?'

'দিয়েছিলেন,' উইনির মুখে রুটি তুলে দিতে দিতে বলল বেনি।

'তারপর?' জিজ্ঞেস করলেন ফিশার-পত্নী।

'কি তারপর?'

'না, মানে, তুমি কি বললে?'

'আমি কোন মতামত জানাইনি।'

'মানে?' রুটিতে মাখন লাগানো বন্ধ করে চোখ তুলে চাইলেন মহিলা।

'তোমাদের সাথে আলাপ করে তারপর জানাব বলেছি।'

'অ!' বেনির কাছে নিজেদের গুরুত্ব কতখানি, হঠাৎ করে সেটা উপলব্ধি করে থতমত খেয়ে গেলেন দু'জনেই। উইনির সাথে খুনসুটিতে ব্যস্ত অনাত্মীয় ছেলেটার দিকে স্নেহমাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তারা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কোন চিন্তা কোরো না, বাবা,' বললেন ফিশার। 'তুমি আজই গিয়ে সম্মতি জানিয়ে এসো। আমরা তোমার আরও উন্নতি চাই।'

একটু থেমে বেনির উত্তরের অশা করলেন তিনি। কিন্তু উইনির সাথে খেলায় মগ্ন সে। কিছু বলা প্রয়োজন মনে করল না।

'তুমি চলে গেলে আমার কিছু অসুবিধে হবে ঠিকই,' একটু যেন কেঁপে উঠল ফিশারের কণ্ঠ। কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, 'কারণ জর্জ আর হ্যারি বাইরে পড়াশুনা করছে। তাছাড়া ওরা এখানে থাকলেও ওদের দিয়ে খামারের গতর খাটনির কাজ অন্তত হবে না। কিন্তু সে নিয়ে চিন্তা নেই আমার। এ-তো সামান্য, তোমার ভবিষ্যৎ যাতে সুন্দর হয় সেজন্যে আরও অনেক বড় ত্যাগ স্বীকার করতেও রাজি আছি আমরা। কি বলো?' স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলেন তিনি।

'অবশ্যই!' দৃঢ় গলায় বললেন ফিশার-পত্নী। কিন্তু এত কথার পরও কোন উত্তর দিল না বেনি, চুপ করেই থাকল।

এবার সত্যি সত্যি বিরক্ত হলেন ভদ্রলোক, চড়ে গেল তার গলার স্বর। 'দেখো, ছেলে! জমিতে মজুর খেটে তোমার জীবনটা নষ্ট হোক, তা আমাদের কাম্য নয়। আজই আবার তুমি ব্রুকল্যাণ্ড যাও। মনরোকে সম্মতি জানিয়ে এসো। বড় হও, তাতে দশজনের কাছে বরং আমাদেরই মুখ উজ্জ্বল হবে।'

'ঠিক, বাবা,' বললেন মহিলা। 'রাজি হয়ে যাও। সুযোগ জীবনে বারবার আসে না। একবার যখন সুযোগ পেয়ে গেছ, তা হারানোটা বোকামি হবে। তাছাড়া অসুবিধে কি, মন খারাপ লাগবে? ম্যানচেস্টার তো বাড়ির কাছেই। শনিবার চলে আসবে, ছুটির···,' বেনিকে মুখ ফিরিয়ে মিটিমিটি হাসতে দেখে অবাক হয়ে থেমে গেলেন তিনি। 'কি ব্যাপার? এর মধ্যে হাসির কি বললাম?'

'একটা সুসংবাদ আছে,' হাসিমুখে তার দিকে তাকাল বেনি।

'সু-সংবাদ! কি সেটা?'

'লিভারপুলে থাকতে একটা মেয়ে একবার আমাকে একটা শিলিং দিয়েছিল, বলেছিলাম না?'

'হ্যাঁ, বলেছিলে। তোমার সেই পরীর কথা তো?' ফিক্ করে হেসে ফেললেন ফিশার-পত্নী। চায়ের কাপে চুমুক দেবার ছলে ফিশারও হাসলেন মুখ আড়াল করে। প্রথম প্রথম ওর মুখে সারাক্ষণ পরীর কথা শুনতে শুনতে ওকে ওরা পাগল ধরে নিয়েছিলেন।

'হ্যাঁ, সেই পরী। কাল দেখা হয়েছে তার সাথে আমার।'

'সে কি! কোথায়?' ছেলেমানুষের মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন মহিলা। কাপ নামিয়ে রেখে নড়েচড়ে বসলেন ফিশার।

'আমাকে পরী দেখাবে, বেনি?' পাশে দাঁড়িয়ে জোর করে দু'হাত দিয়ে ওর মুখ নিজের দিকে ফেরাল উইনি। 'এতদিন শুধু গল্পই বলেছ তুমি পরীর, একবারও দেখাওনি। এই পরীটার পাখা দুটো কত বড়? এইরকম বড়?' হাত দুটো দু'দিকে যতদূর সম্ভব প্রসারিত করে দেখাল মেয়েটি।

'আহ্ উইনি, থামো তো!' আগ্রহের আতিশয্যে মেয়েকে ধমকে উঠলেন মহিলা। চেয়ারটা টেনে বেনির আরও কাছে এসে বসলেন। 'কোথায় দেখা হলো, চিনলে কেমন করে?'

'মনরো সাহেবের ভাগ্নি ইভা, ও-ই তো সেই পরী।'

'তাই নাকি?' মহাবিস্ময়ে চোখ কপালে উঠে গেল তার।

www.BanglaBook.org

'হয়েছে বাপু, বুঝেছি।' গম্ভীর হতে গিয়েও হেসে ফেললেন ফিশার।

'আহ্, থামো তো!' বিরক্ত হয়ে মুখের সামনে হাত ঝাপটা দিয়ে স্বামীকে থামিয়ে দিলেন তিনি। 'আগে পুরোটা শুনতে দাও আমাকে। বলো তো, বাবা, সব খুলে বলো।' মেয়েলি কৌতূহলে ছটফট করতে করতে আরও একটু কাছে এসে বসলেন মহিলা।

'বলছি,' বাঁ-হাতে উইনিকে টেবিলের ওপর তুলে বসিয়ে দিতে দিতে বলল বেনি। 'তুমি দেখি বাচ্চা মেয়েদের মত শুরু করলে, মা।'

'আমার কি আর কোন কাজ নেই, বেনি? জলদি বলো!'

'বলছি বাবা, বলছি।'

'আমি জানতাম, বাবা,' পুরো ঘটনা শুনে কেঁদে ফেললেন ফিশার-পত্নী। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে, ভাঙা গলায় বললেন, 'প্রথম যেদিন তোমার মুখে আমি চুরির ঘটনা শুনি, সেদিনই মনে মনে বুঝেছিলাম। এমন কাজ কিছুতেই তোমাকে দিয়ে হতে পারে না। মনিবের টাকা চুরি করার মত নোংরা মন তোমার নয়।'

পরের দুটো দিন খুব ছটফটানির মধ্যে কাটল বেনির। ভাল লাগে না কিছুই, কাজে মন বসে না। থেকে থেকেই ইভার অপূর্ব সুন্দর মুখটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। উদাস হয়ে পড়ে মন।

তৃতীয় দিন সকালে একটা বই হাতে নিয়ে ফার্মের উদ্দেশে বেরুলো বেনি। কাজকর্ম দেখে আর বই পড়ে কিছু সময় কাটানোর ইচ্ছে। ফার্ম হাউসের সামনে ইজিচেয়ারে বসে কিছুক্ষণ পড়ার চেষ্টা করল ও, কিন্তু কাজ হলো না। মন বসছে না কিছুতে।

দু'চার লাইন পড়ার পর খুদে খুদে কালো অক্ষরগুলো চোখের সামনে নাচানাচি শুরু করে দিল। বই রেখে মাথার নিচে হাত দিয়ে আয়েশ করে শুলো ও। নীল আকাশের অনেক উঁচুতে, ধীরগতিতে ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে একজোড়া চিল। একভাবে সেদিকে তাকিয়ে থাকল বেনি।

বিকেলের দিকে অমোঘ এক শক্তির টানে ব্রুকল্যাণ্ড এসে হাজির হলো বেনি। পথের দু'পাশে মাঠের মধ্যে হুটোপুটি করে খেলছে রাখাল ছেলের দল। মৃদুমন্দ বাতাসে দুলছে মাঠভর্তি সবুজ গমের চারা। দিগন্তের কাছে ঘন সবুজ গাছপালার মাথার ওপরে, আকাশে সাদা মেঘের ভেলা। কি অপরূপ! ভাবল বেনি পুলটার ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

রেলিংয়ের ওপর বাঁ-হাতের কনুই রেখে নিচে স্বচ্ছনীল পানির দিকে তাকাল। কুলকুল করে বয়ে চলেছে খালের পানি। ভাল করে কান পেতে শুনল বেনি, কুলকুল সুরে আসলে গান গাইছে যেন পানি। তার সেই অতি প্রিয় মানুষের গলায় শোনা প্রিয়তম 'অন্তরে প্রেম আছে যার··· গানটা।

পিছনে মৃদু পায়ের শব্দে চমক ভাঙল বেনির। সোজা হয়ে ফিরে তাকিয়েই অপ্রস্তুত হয়ে গেল—হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে ইভা। ব্যবহারে কোন জড়তা নেই ওর আজ। কোমরের কাছে অজস্র কুচি দেয়া ধবধবে সাদা গাউনে অপূর্ব সুন্দরী লাগছে ইভাকে।

'তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম, বেনি,' কাছে এসে ওর ভাঙা হাতটা ধরল ইভা। 'তোমার হাতের খবর কি?'

www.BanglaBook.org

'বেশ ভাল,' কোনরকমে হড়বড়িয়ে উত্তর দিল ও। ইভার স্পর্শে মনে মনে কুঁকড়ে গেছে, ধড়ফড় করছে বুক। যার জন্যে গত দু'দিন ছটফট করে বেড়িয়েছে, যাকে একনজর দেখার উদ্দেশে ছুটে এসেছে আজ এখানে, তাকে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে নিরালায় কাছে পেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে বেনি।

'তোমার সাথে জীবনে আর কখনও দেখা হবে, কল্পনাও করিনি।'

'আমিও না,' মাথা নিচু করে ব্যাণ্ডেজের বেরিয়ে থাকা সুতো খুঁটতে খুঁটতে বলল বেনি।

'বেনি, তোমার সাথে আমার প্রথম যেদিন দেখা হয়, সেদিনকার কথা তোমার মনে আছে?' রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল ইভা।

'হ্যাঁ। তবে তোমার মত অত বিস্তারিত মনে নেই,' বলতে বলতে পকেটে হাত ভরে মুঠোর মধ্যে করে কি যেন একটা বের করল ও। ইভার চোখের সামনে নিয়ে খুলে ধরল মুঠো। 'এটা চেনো?'

'কি ওটা?' ভুরু কুঁচকে তাকাল ইভা। হাত বাড়িয়ে নিল জিনিসটা। 'শিলিং···?'

'হ্যাঁ। তুমি আমাকে দিয়েছিলে না?'

'কি আশ্চর্য! এতবছর ধরে রেখে দিয়েছ তুমি এটা?' চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না ইভার।

'হ্যাঁ। বহু কষ্ট পেয়েছি জীবনে। অনেকদিন না খেয়েও থেকেছি, কিন্তু ওটা খরচ করার কথা মনেও স্থান দিইনি কখনও।'

কথা বলতে বলতে পুল থেকে নেমে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল ওরা। ঝাঁকড়া-মত একটা গাছ দেখে তার নিচে গিয়ে বসে পড়ল ইভা। বেনিও বসল মুখোমুখি।

'বাবার অফিস থেকে বেরিয়ে আসার পর এ-পর্যন্ত তোমার সব ঘটনা আমাকে খুলে বলবে, বেনি?' আনমনে শিলিংটা নাড়াচাড়া করতে করতে মৃদু গলায় বলল ইভা।

'শুনতে চাইলে অবশ্যই বলব। কিন্তু সে আমার সৎ পথে বেঁচে থাকার জীবনযুদ্ধের কাহিনী। এর মধ্যে শোনার মত কিছু নেই। তাছাড়া ভালও লাগবে না তোমার।'

'লাগবে। তুমি বলো।'

'বেশ, কখন শুনতে চাও?'

'এখনই।'

সন্ধে হয়ে এসেছে। পাখিদের কিচিরমিচির শব্দে মুখরিত হয়ে উঠেছে চারদিকের গাছপালা, ঘরে ফিরতে শুরু করেছে ওরা। সূর্য ডুবে গেলেও সিঁদুরে মেঘের লাল আভায় উদ্ভাসিত হয়ে আছে চারদিক।

একটু আগে তার কাহিনী বলা শেষ করেছে বেনি। কারও মুখে কথা নেই। একমনে ঘাসের ডগা ছিঁড়ছে বেনি নখ দিয়ে। ওর আনত মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ইভা।

'সন্ধে হয়ে গেল। চলো, তোমাকে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে আসি,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল বেনি।

'ধন্যবাদ, চলো। সেদিন রাতে তোমার পরিচয় জানার পর সকালেই চিঠি লিখে দিয়েছি বাবাকে। হয়তো দুই-একদিনের মধ্যেই এসে পড়বেন বাবা।' দূরে মনরোর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাড়িটা চোখে পড়তে দাঁড়িয়ে পড়ল ইভা, 'আশা করি একজন অনুতপ্ত বুড়ো মানুষকে ক্ষমা করবে তুমি।'

কোন উত্তর দিল না বেনি, হাসল শুধু একটু।

সকালে মাঠ থেকে এক চক্কর ঘুরে এসে বাড়িতে ঢুকতেই বসার ঘরে একজন অপরিচিত লোকের সাথে ফিশার-দম্পতিকে গল্প করতে দেখল বেনি। পাশ ফিরে বসায় লোকটার চেহারা দেখা না গেলেও কণ্ঠস্বর চেনা চেনা লাগল ওর।

'এই তো আমাদের বেনি!' ওকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন ফিশার।

তাড়াতাড়ি উঠে ওর দিকে এগিয়ে এলেন অপরিচিত ভদ্রলোক। একটা হাত রাখলেন ওর কাঁধে। 'আমাকে চিনতে পারছ, বাবা?'

যন্ত্রচালিতের মত মাথা নাড়ল বেনি লরেন্সের দিকে তাকিয়ে।

'কালই ইভার চিঠি পেয়েছি আমি। তোমাকে আবার দেখতে পেয়ে কি যে খুশি হয়েছি, বাবা···,' ভাবাবেগে বেখেয়াল হয়ে ওর ভাঙা হাতটাই চেপে ধরলেন লরেন্স। বেনি 'উহ্' করে ওঠায় লজ্জা পেয়ে চট করে হাতটা সরিয়ে নিলেন। 'কিছু মনে কোরো না, বাবা। আমাকে সন্তান হারাবার কষ্ট থেকে রক্ষা করেছ, সেজন্যে তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ আমি।'

'আর লজ্জা দেবেন না, স্যার,' হঠাৎ করে বাকশক্তি ফিরে পেল যেন বেনি।

'তোমার সাথে কিছু জরুরী কথা ছিল। এখন কি সময় হবে?'

'অবশ্যই,' ইশারায় ভেঙে যাওয়া হাতটা দেখাল বেনি। 'এটার জন্যে তেমন কাজ করতে পারি না এখন। কাজেই সময়ের অভাব নেই আমার।'

ফিশার-দম্পতির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলেন লরেন্স বেনিকে নিয়ে।

কি করে সম্ভব? হাঁটতে হাঁটতে ভাবছেন তিনি। এই সামান্য ক'বছরে একটা মানুষ আপাদমস্তক এত পাল্টে যেতে পারে কিভাবে? হাঁটাচলা, কথাবার্তা, এমনকি মৃদু হাসিটা পর্যন্ত কেমন অভিজাত ভদ্রলোকের মত লাগছে বেনির। একে ফেরিঘাটের সেই কুলি বা তার অফিসের পিয়োন ভাবতে নিজেরই কেমন যেন লজ্জা লাগছে তাঁর।

'সেই নোটটা যেদিন পাই, মনে খুব দুঃখ পেয়েছিলাম, বাবা। বড় অপরাধী মনে হয়েছিল নিজেকে। সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যদি কখনও দেখা হয়, তোমার কাছে মাফ চেয়ে নেব।'

'আপনি তো আর ইচ্ছে করে করেননি···!'

'ধন্যবাদ, বাবা,' খুশি হয়ে উঠলেন লরেন্স। 'আমি আসলে তোমাকে লিভারপুলে নিয়ে যেতে এসেছি। অজান্তে তোমার যে ক্ষতি একদিন করেছিলাম, আমার খুব আশা, তা পুষিয়ে দেয়ার একটা সুযোগ এই বুড়ো মানুষটাকে তুমি দেবে।'

মনে মনে ভীষণ খুশি হয়ে উঠলেও তা প্রকাশ করল না বেনি। জন্মভূমিতে ফিরে যাবার এমন সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজি নয় সে। সেখানে নেলির কবর আছে। জো র‍্যাগ, বেটি বার্কার আছে। সেই সেন্ট জর্জ গির্জা, বোকার্স রো, এডলার হল ছাড়া আরও পরিচিত কতকিছু আছে। আবার সেসব দেখতে পাবে ভেবে চঞ্চল হয়ে উঠল ও মনে মনে।

যেখান থেকে একদিন নিঃস্ব হয়ে পথে নামতে বাধ্য হয়েছিল, সেখানেই নতুন জীবন শুরু করবে বলে সিদ্ধান্ত নিল বেনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি মনরোর কাছে তোমার ব্যাপারে সব শুনেছি।' বেনি কোন কথা বলছে না দেখে মনে মনে দমে গেলেন লরেন্স। 'ম্যানচেস্টার না গিয়ে তুমি যদি লিভারপুলে আমার অফিসে যোগ দাও, আমি ভীষণ খুশি হব, বাবা। তাছাড়া মনরো তাতে অসন্তুষ্টও হবে না।'

'আমাকে একটু ভাবতে দিন, স্যার। আমি কাল ব্রুকল্যাণ্ড গিয়ে মতামতটা আপনাকে জানিয়ে আসব।'

'ঠিক আছে, বাবা,' ওর দিকে তাকিয়ে চোখ পাকিয়ে হাসলেন লরেন্স। 'কিন্তু দেখো, আমি কিন্তু একটাই উত্তর চাই। আর তা অবশ্যই হ্যাঁ হতে হবে।'

'আবার সময় চাইতে গেলে কেন, পাগল ছেলে?' লরেন্সের সঙ্গে বেনির আলোচনার বিষয়বস্তু শুনে মহাবিরক্ত হলেন ফিশার। 'আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল তো!'

'না, ভাবলাম, একই প্রস্তাব মিস্টার মনরোও দিয়েছেন তো,' মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল বেনি। 'তাঁকে না জানিয়ে চট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে উনি হয়তো অসন্তুষ্ট হবেন।'

'মোটেই না। তোমার পক্ষে লিভারপুল যাবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করাটাই যে স্বাভাবিক, তা বোঝার মত বুদ্ধি তাঁর আছে। আর অসন্তুষ্ট হবার তো প্রশ্নই আসে না। শুনলে, বরং তিনি খুশি হয়েই মত দেবেন। তুমি কাল সকালেই ব্রুকল্যাণ্ড গিয়ে ওদের দু'জনের সাথে কথা বলে লিভারপুল যাবার পাকা সিদ্ধান্ত জানিয়ে আসবে, মনে থাকবে?'

দু'দিন পর।

বেনিকে জিনিসপত্র গোছগাছ করতে দেখে মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে উইনি। বেনি যেন কোথায় চাকরি করতে যাবে, দু'দিন ধরে মা-বাবার সঙ্গে সে-ব্যাপারে আলোচনা চলছে, শুনেছে ও। সবটা না বুঝলেও ও চলে যাচ্ছে এ-বাড়ি ছেড়ে, তা ঠিকই বুঝেছে উইনি।

সকাল থেকেই ঘুরঘুর করছে সে বেনির পিছনে। যাতে না যায় সে জন্যে অনেক বুঝিয়ে, অনেক অনুরোধ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল বেচারি। বুঝল এভাবে হবে না, অন্য পথ ধরতে হবে।

এরপর চিন্তাভাবনা করে টফি, কেক, পনির ইত্যাদি যত মজাদার খাবারের লোভ দেখাতে শুরু করল সে বেনিকে একে একে। তাতেও যখন কাজ হলো না, 'বেনি শুধু শুধু মিথ্যে কথা বলে। ও আমাকে একটুও ভালবাসে না,' বলে হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে শুরু করল সে মেঝের ওপর বসে।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বুকের মধ্যে কেমন মোচড় দিয়ে উঠল বেনির। ও চলে গেলে বেচারি খুব একা হয়ে যাবে।

সারাটা বিকেল উইনিকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াল বেনি। এটা-ওটা নানান কথা বলে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কে শোনে কার কথা?

'তবু তুমি যেয়ো না, বেনি। তোমাকে আমি খুব ভালবাসি, জানো? তুমি না থাকলে কার সঙ্গে খেলব আমি? কার সঙ্গে বিকেলে বেড়াব?' বারবার ঘুরেফিরে একই অনুনয় করতে লাগল শিশুটি।

'আমিও তো তোমাকে কত ভালবাসি, উইনি! যেতে আমার খুব খারাপ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাগছে, সত্যি বলছি। জানো, ওখানে গেলে না, মাসে মাসে আমি অনেক অনেক টাকা পাব। আর তা দিয়ে তোমার জন্যে অনেক খেলনা, কমলালেবু, পুতুল, টফি আরও কত কি কিনে আনব, দেখো!'

পরদিন সকালে খুব ব্যস্ততার মধ্যে নাশতা খেলো বেনি। রোজকার মত আজ আর ওর সঙ্গে খেতে বসল না উইনি। আদর করে বারবার ডাকাডাকি করার পরও দরজার কাছে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে পায়ের নখ দিয়ে কাঠের মেঝে খুঁটতে থাকল।

পাশে বসে অনেক কথা বললেন ফিশার। 'আমরা তোমাকে সবসময় নিজের ছেলে বলেই জেনেছি, বাবা। যদি শুনি দিনে দিনে উন্নতি করছ তুমি, আর দশজন বাবা-মা'র মত আমাদের বুকও ফুলে উঠবে গর্বে। আমরা সেই সুদিনের অপেক্ষায় থাকব, বাবা...,' গলা ধরে আসায় আর বলতে পারলেন না তিনি। চোখ মুছতে মুছতে সরে গেলেন ওখান থেকে।

বেনি বেরোবার সময় একটা কথাও বেরুল না ফিশার-পত্নীর মুখ দিয়ে, সারাক্ষণ শুধু কাঁদলেন তিনি। বেনিও কেঁদে ফেলল ঝরঝর করে। জোর করে উইনিকে কোলে তুলে নিয়ে দু'গালে দুটো চুমু দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল স্টেশনের উদ্দেশে।

আঠারো

নিরুদ্দেশযাত্রার আগে মাথার দিকে পুঁতে রেখে যাওয়া পাথরটা দেখে নেলির কবর চিনতে পারল বেনি। মাটির সঙ্গে মিশে গেছে কবরটা। লম্বা লম্বা ঘাস আর বুনো আগাছায় প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। পায়ে পায়ে কাছে এসে একদৃষ্টে কবরটার দিকে তাকিয়ে থাকল বেনি। এখানেই চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন নেলি।

হাঁটু গেড়ে বসল বেনি কবরের পাশে, টুপিটা নামিয়ে রাখল। মাটির বুকে হাত বোলাল কিছুক্ষণ আদর করার ভঙ্গিতে। হাজারটা স্মৃতি ভিড় করেছে মনে, টনটন করে উঠল বুক। নেলির সরল নিষ্পাপ মুখটা ভেসে উঠছে চোখের সামনে। ভোরে উঠে দু'ভাইবোন মিলে হাত ধরাধরি করে কাজে নামা, আবার সন্ধেবেলা ঘরে ফেরা, আরও কতকিছু মনে পড়ছে বেনির। যেন এই তো, মাত্র সেদিনের কথা।

'ভাল হয়ে থাকিস, ভাই, সৎ পথে থাকিস,' মৃত্যুর আগে নেলির সেই সকরুণ আর্তি যেন এখনও কান পাতলেই শুনতে পায় বেনি। পানিতে ঝাপসা হয়ে এল ওর দৃষ্টি, বুক চিরে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল একটা। 'যাবার দিন বলেছিলাম, মাটিতে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বিড়বিড় করে বলল বেনি। 'যদি মানুষ হতে পারি, তবেই ফিরে আসব। এই দ্যাখ, নেলি, আজ আমি মানুষ হয়েছি। ঠিক যেমনটি চেয়েছিলি তুই।' গলা ধরে এল বেনির।

দুপুরের একটু আগে লিভারপুল পৌঁছেছে বেনি। ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনে পা রেখেই অবাক হয়ে গিয়েছিল ও। এদিক-ওদিক লক্ষ করে দেখল, কি আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে স্টেশনটার! আগের অনেক কিছুই আর চেনার উপায় নেই। বেনির সুবিধের জন্যে অফিসের একজন কর্মচারীকে আগেভাগেই স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন লরেন্স। মালপত্রসহ লোকটা ওকে আগে থেকে মনিবের ঠিক করে রাখা বাড়িতে নিয়ে তোলে। ওখানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক মুহূর্তও দেরি করেনি

www.BanglaBook.org

বেনি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে এসেছে কবরস্থানে।

অনেকক্ষণ কবরটার পাশে চুপচাপ বসে থাকল বেনি। আপনমনে, একা একা অনেক কথা বলল নেলির সঙ্গে। তারপর দীর্ঘ সময় নিয়ে প্রার্থনা করল ওর জন্যে। একসময় উঠল বেনি। মাটি থেকে তুলে নিল টুপিটা, তারপর ধীরপায়ে বেরিয়ে এল ওখান থেকে।

গ্রানির সঙ্গে দেখা করার জন্যে কপেরাস হিলের দিকে হাঁটতে শুরু করল বেনি। কিন্তু জায়গামত পৌঁছে ভীষণ অবাক হলো ও। টেম্পেস্ট কোর্ট বা আশেপাশের সুদৃশ্য বাড়িগুলোর কোন অস্তিত্বই নেই। ন্যাড়ামাথায় দাঁড়িয়ে আছে কপেরাস। আশেপাশে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কিছুদিন আগে কপেরাসসহ আশেপাশের অনেকটা জায়গা হুকুমদখল করে নিয়েছে লিভারপুল ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট। মাত্র দু'দিন আগে চূড়ার ওপরকার সব বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে। অবশ্য তার আগে টেম্পেস্ট কোর্টেই স্বাভাবিক মৃত্যু হয় গ্রানির।

কপেরাসের পরিণতি দেখে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল বেনির। চিন্তিত মনে ঘুরতে ঘুরতে সেন্ট জর্জ গির্জার সামনে চলে এল ও। থমকে দাঁড়াল একটু, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করল গির্জাটা। নাহ্, ঠিকই আছে। সেই আগের মতই। তেমনি পবিত্র আর গম্ভীর চেহারা নিয়ে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেন্ট জর্জ চার্চ।

যেখানে দিনভর বসে বসে দেশলাই বিক্রি করত নেলি, সেখানে চোখ পড়ল বেনির। ঠিক তেমনি আছে জায়গাটা। মনে হলো কাজ করতে করতে কোথাও গেছে নেলি, এখনই এসে বসবে শূন্য জায়গাটায়। এগিয়ে গিয়ে গির্জার চওড়া পাথুরে সিঁড়ির ওপর গালে হাত দিয়ে বসে পড়ল বেনি, অগণিত পথচারীর ইতস্তত ব্যস্ত আনাগোনা দেখতে লাগল আনমনা হয়ে। আগের চেয়ে শহরের মানুষ অনেক বেড়ে গেছে, সেই তুলনায় গাড়ি ঘোড়াও। রাজপথগুলো অনেক প্রশস্ত, সুন্দর আর সুপরিকল্পিতভাবে নির্মাণ করা হয়েছে।

খিদে লাগতে উঠে পড়ল বেনি, কাছের একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে সেরে নিল দুপুরের খাওয়া। ওখানেই কিছুক্ষণ বসে জিরিয়ে নিল, তারপর ফেরিঘাটের দিকে হাঁটতে শুরু করল। বেশ বড় হয়েছে ডকটা আগের চেয়ে। অস্বাভাবিক রকম ব্যস্ততা চারদিকে। অথচ সেই নদী সেই পানি আর সেই কুলকুল স্রোত, ঠিক তেমনিভাবেই বয়ে চলেছে আজও।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ঘুরে ঘুরে এটা ওটা ফেরী করতে দেখে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকল বেনি। ওদের মধ্যে যেন নিজেদেরকেও দেখতে পেল ও।

'দেশলাই, স্যার?'

আনমনে ঘুরে তাকাল বেনি। পরক্ষণে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে চমকে উঠল ও। রুগ্ন, অনাহারক্লিষ্ট ছোট্ট মেয়েটির শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল হাঁ করে, বিস্ফারিত নেত্রে।

'আরে!!! এই তো আমার নেলি!'

হাড্ডিসার একটা হাত বাড়িয়ে রেখেছে মেয়েটি বেনির দিকে। সে হাতে ধরা আছে একটা দেশলাইয়ের বাক্স। নীরব ভাষায় কিনতে বলছে ওটা সে বেনিকে। হঠাৎ করে সংবিৎ ফিরল বেনির। ওর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে হাসিমুখে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিল সে। দেশলাইটা হাত পেতে নিয়ে আবার ওর বাক্সেই রেখে দিল। পকেট থেকে একটা শিলিং বের করে তাড়াতাড়ি মেয়েটার হাতে গুঁজে দিল সে। তারপর ওর রুক্ষ, এলোমেলো চুলগুলো নেড়ে আদর করে দিয়ে অস্ফুটে বলল,

www.BanglaBook.org

'ভাল হয়ে থেকো, বোন। সৎ পথে থেকো,' বলেই দ্রুত অন্য দিকে পা বাড়াল বেনি।

দু'চোখে একরাশ বিস্ময় নিয়ে নিজের হাতের দিকে তাকাল মেয়েটি। চোখ তুলে এদিক-ওদিক খুঁজল বেনিকে, কিন্তু দেখতে পেল না। অনাবিল এক হাসিতে ভরে উঠল মেয়েটির কচি মুখ। 'ঈশ্বর তোমার ভাল করবেন,' ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া দয়ালু লোকটার উদ্দেশে বলল সে বিড়বিড় করে।

জো র‍্যাগের খোঁজে সারা শহর চষে ফেলল বেনি। কিন্তু কোন হদিস করতে পারল না তার। গ্রানির মত জো-ও হয়তো মারা গেছে বলে আশঙ্কা হলো বেনির। অথবা বয়সের ভারে অথর্ব হয়ে হয়তো কোথায় কোন্ অজ্ঞাতবাসে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে, দিন গুণছে মৃত্যুর।

নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়ার ঠিক আগে হঠাৎ করে কর্পোরেশনের আরেক বৃদ্ধ পাহারাদারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওর। তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে গেল বেনি।

'মাফ করবেন, জো র‍্যাগ নামে এক বয়স্ক ভদ্রলোক কর্পোরেশনে চাকরি করতেন। আপনি কি চেনেন তাকে?'

'নিশ্চয়ই! খুব ভাল করেই চিনি,' মৃদু হেসে বলল লোকটা।

'কোথায় থাকেন তিনি?'

'ওল্ড হল স্ট্রীটে। ওখানে গিয়ে যে-কোন লোককে জো র‍্যাগের নাম জিজ্ঞেস করলেই দেখিয়ে দেবে তার বাসা।'

বাড়ির সামনে উঠানে টুলের ওপর বসে আনমনা হয়ে কি যেন ভাবছিল জো। চোখ পড়ে রয়েছে বসন্তের আকাশে, রং বেরংয়ের ভাসমান মেঘের ভেলার দিকে। পাশে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করল বেনি বৃদ্ধকে। ওর উপস্থিতি টেরই পায়নি লোকটা। চেহারায় তেমন কোন পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হলো না বেনির। তেমনি বদরাগী চেহারা, ভয় ধরানো চাউনি।

'গুড ইভনিং, মিস্টার জো।'

চমকে পিছু ফিরে চাইল বৃদ্ধ। দামী পোশাক পরা অপরিচিত এক যুবককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বেশ অবাক হলো। 'আমি মিস্টার নই, জো র‍্যাগ।' সন্দিগ্ধ গলায় বলল সে।

বাবা! ভাবল বেনি, বুড়োর গলা তো দেখছি আগের মতই হেঁড়ে আছে!

'আগের মত এখনও কি শীতকালে গরীব ছেলেমেয়েদের জন্যে আগুন জ্বেলে বসে থাকেন, জো?'

'আপনি তা জানলেন কেমন করে?' সন্দেহটা আরও ঘনীভূত হলো তার মোটা, কাঁচাপাকা ভুরুর নিচের চোখজোড়ায়।

'বলছি,' মিটিমিটি হাসছে বেনি। 'তার আগে বলুন তো, বেনি আর নেলি নামের কাউকে কি মনে পড়ে আপনার?'

'অবশ্যই,' মাথা ঝাঁকাল জো। দৃষ্টি হঠাৎ করেই কোমল হয়ে এল তার। 'নেলি তো কবেই স্বর্গে চলে গেছে। কিন্তু বেনিটা যে কোথায় গেল, জানা হলো না। বহু খুঁজেছি ওকে, কিন্তু কোথাও পাইনি।' একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল জো'র প্রাচীন বুক চিরে।

www.BanglaBook.org

'বেনিকে দেখলে এখন চিনতে পারবেন?' আগ্রহের আতিশয্যে দু'পা এগিয়ে গেল বেনি বৃদ্ধের দিকে। চোখে প্রত্যাশা ভরা দৃষ্টি।

'হাজার জনের মধ্যে থেকেও বেনিকে আমি ঠিকই চিনে নিতে পারব,' মাটির দিকে তাকিয়ে, যেন নিজেকে শোনাচ্ছে, এমনভাবে বলল জো।

'তাহলে, আমার দিকে তাকান, জো। ভাল করে দেখুন তো, চিনতে পারেন কি না?'

উঠে দাঁড়িয়ে বেনির মুখের দিকে তাকাল জো। নিবিষ্টমনে অনেকক্ষণ ধরে দেখল সে ওকে। তারপর হঠাৎ দু'হাত বাড়িয়ে বাচ্চা ছেলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল বেনির ওপর। সবলে চেপে ধরল ওকে বুকের সঙ্গে।

'ঈশ্বর! তোমার দয়ার সীমা নেই!' ঝরঝর করে কাঁদতে কাঁদতে বহু কষ্টে উচ্চারণ করল জো।

দু'বছর কেটে গেছে বেনি লিভারপুল আসার পর। এর মাঝে বড়দিনের দু'সপ্তার লম্বা ছুটি ছাড়াও অন্যান্য ছুটিছাটাগুলো ফিশার দম্পতির সঙ্গে তাদের স্কাউট ফার্মে গিয়ে কাটিয়ে এসেছে বেনি। উইনির জন্যে দামী দামী কাপড় আর খেলনা কিনে নিয়ে গেছে ও প্রত্যেকবার। বেনি যে ওকে সত্যিই ভালবাসে, এখন আর সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই উইনির।

একদিন সকালে অফিসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে চমকে উঠল বেনি একটা খবর দেখে। তাতে বলা হয়েছে, জনমনে ত্রাস সৃষ্টিকারী দুর্বৃত্ত জন ক্যাগার, ওরফে পিলার ওরফে পার্কসকে চুরি ও নরহত্যার দায়ে বিশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

এ-কি সেই পার্কস, না কি অন্য কেউ? সন্দেহ হলো বেনির। বিকেলে অফিস সেরে জেলখানায় গেল সে নিশ্চিত হবার জন্যে।

হ্যাঁ, সেই পার্কস। দূর থেকে দেখেই সন্দেহমুক্ত হলো বেনি। দু'হাতে জেলগেটের মোটা মোটা লোহার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে। আকাশ দেখছে উদাস চোখে। চেহারা ম্লান, বিবর্ণ। একমাথা লম্বা, উস্কখুস্ক চুল, সারামুখে গিজগিজে দাড়ি। চোখের নিচে গাঢ় কালির প্রলেপ। বেনি ওর একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়াতেও কোন ভাবান্তর হলো না পার্কসের। একবার ফিরে চাইল না পর্যন্ত।

'পার্কস,' নরম গলায় ডাকল বেনি। 'খবরের কাগজে তোমার পরিণতির কথা জানতে পেরে দেখা করতে এলাম। আমি খুবই দুঃখিত, পার্কস।'

'কে তুমি?' রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করল পার্কস। ভুরু কুঁচকে বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে ফিরে চাইল বেনির দিকে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত লক্ষ্য করতে লাগল।

'আমাকে চিনতে পারছ না?'

'না। আর চিনলেই বা কি লাভ? শুধু জানি তোমরা বড়লোক। আমাদের মত গরীবদের সর্বনাশ করার জন্যে যাদের জন্ম হয়।'

'তুমি ভুল বুঝছ, পার্কস,' ব্যথিত গলায় বলল ও। 'আমি বেনি, বেনি বেটস্।'

'কি বললে?' ভীষণ চমকে উঠল এবার পার্কস। ওর আপাদমস্তক ভালভাবে আরেকবার নিরীক্ষণ করল। 'তুমি বেনি? খুব বড় দাঁও মেরেছ মনে হচ্ছে?'

'ভুল করছ, ভাই। আমি তোমার লাইনে ব্যবসা করিনি।'

'সত্যি বলছ?' সন্দিগ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ, সত্যি,' দৃঢ় গলায় বলল বেনি।

www.BanglaBook.org

'এত বছর সৎ হয়ে থাকতে পেরেছ তুমি?'

'অবশ্যই!'

'তা-ও এই লিভারপুলে থেকে?' সংশয় যায় না পার্কসের।

'না, আমি এখানে ছিলাম না। সেই যে চুরির মামলা থেকে ছাড়া পেলাম, মনে আছে? তারি দু'দিন পরই আমি এখান থেকে চলে যাই।'

'তাই বলো,' লম্বা করে একটা নিঃশ্বাস নিল পার্কস। 'এখানে থাকলে কিছুতেই সৎ থাকতে পারতে না। কিন্তু আমিও তো সৎ হয়ে বাঁচতে চেয়েছিলাম, বেনি!' হঠাৎ কেঁদে ফেলল ও ঝরঝর করে। 'ওদের জন্যেই তো পারলাম না।'

'আমার মত করলে না কেন?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করল বেনি। 'তাহলে তো আজ ভাল থাকতে পারতে!'

'তোমার মত মনের জোর যে আমার ছিল না, ভাই,' চোখ মুছতে মুছতে বলল পার্কস।

অনেকক্ষণ আলাপ করল বেনি ওর সঙ্গে। সন্ধের একটু আগে বিদায় নিয়ে চলে এল ও। এরপর আর কোনদিন পার্কসের সঙ্গে দেখা হয়নি বেনির।

বহুবছর ধরে লিভারপুলে স্থায়ীভাবে বাস করছে বেনি বেটস, সপরিবারে। মস্ত ধনী সে এখন। নগরীর অভিজাত আবাসিক এলাকায় থাকে। বাড়ি গাড়ি কোনকিছুরই অভাব নেই তার।

কয়েক বছর আগে লিভারপুলের এক বিখ্যাত ধনীর একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করেছে বেনি। তিনটি ছেলেমেয়ে তাদের সুখের সংসারে। অবসর সময়টা ছেলেমেয়েদের মজার মজার গল্প শোনায় বেনি। তার অতীতের প্রাণান্তকর সংগ্রামের কাহিনীও শোনায়। তাদেরকে সৎ পথে সৎ ভাবে বেঁচে থাকার পরামর্শ দেয়।

ছেলেমেয়েরা জানে, বাবার সেই নিদারুণ কষ্টের দিনগুলোতে 'স্বর্গ' থেকে একটা 'পরী' নেমে এসেছিল তাকে সাহায্য করতে। ভদ্র আর সৎ ভাবে বেঁচে থাকার জন্যে প্রেরণা যুগিয়েছিল সে বাবাকে। উৎসাহ দিয়েছিল।

ওরা জানে, 'পরী'টি বাবাকে একটা শিলিং দিয়েছিল, যেটা এখনও তার পকেটেই থাকে সবসময়। ওরা এ-ও জানে, সেই 'পরী'টিই আজ তাদের মা—ইভা। ইভা বেটস।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG
BanglaBook.org